
বাংলাপিডিএফ.নেট
ওয়েস্টার্ন
আক্রোশ
কাজি মাহবুব হোসেন
SUVOM
সেবা প্রকাশনী
SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

# আক্রোশ

## কাজি মাহবুব হোসেন

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দশ বছরের স্যামকে পড়াশোনা
শেখানোর দায়িত্ব বিল ডাইকের
ওপর দিয়ে খরচের জন্য ওর কাছে তিন বস্তা
সোনা রেখে পশ্চিমে গেল ম্যাক্স।
দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে বিলের ছেলে ড্যান ডাইকের
নাক আর চোয়াল ভেঙে দিয়ে পাহাড়ে নিজেদের ছোট্ট
কেবিনে পালিয়ে গেল স্যাম।
সতেরো বছর বয়সে স্যাম নিজেও টিঙ্কারের সঙ্গে
পশ্চিমে রওনা হলো।
জমে উঠল এক বিচিত্র [illegible]

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

# আক্রোশ

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

ISBN 984-16 8172-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AKROSH
A Western Novel
By· Qazi Mahbub Hussain



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# আক্রোশ

# ওয়েস্টার্ন

# আক্রোশ

## কাজী মাহবুব হোসেন


Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

# সেবা প্রকাশনীর
## আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজি মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী গ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক।

**খোন্দকার আলী আশরাফ :** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

**রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

**শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

**আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।

**হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।

**এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

**প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান।

**ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।

**টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

---

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

# এক

টেনেসি পাহাড়ী-এলাকার সবাই টিঙ্কারকে চেনে। কিন্তু লোকটার আসল নাম, বা সে কোথাকার লোক তা কেউ জানে না। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেফিরে যাবতীয় জিনিস মেরামত করে বলে ওকে সবাই টিঙ্কার নামেই ডাকে। শহর থেকে কফি, চিনি, তামাক, ইত্যাদি জিনিস এনে সেগুলো ফেরিও করে বেড়ায় ও।

টিঙ্কার একেবারে একাকী মানুষ। ইন্ডিয়ানদের মতই গায়ের রঙ–কিন্তু লোকটা ইন্ডিয়ান নয়, ভিন্ন কোন জাতের মানুষ। লম্বা চোয়ালের লোকটা গড়নেও লম্বা আর চিকন। কিন্তু পিঠের ওপর বিরাট ভারী ছালা অনায়াসে বয়ে বেড়ানো দেখে বোঝা যায় সে দুর্বল নয়।

স্যামুয়েল স্লোন টিঙ্কারকে এগারো বছর বয়স থেকেই চেনে। এখন স্যামের বয়স সতেরো। গত কয়েক বছরে স্যামের সাথে টিঙ্কারের একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লোকটা স্যামকে বেশ পছন্দ করে। প্রতিবারই গল্প করে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে যায়।

দূর থেকে টিঙ্কারকে আসতে দেখে হ্যান্ডমিল ঘুরিয়ে ভুট্টার আটা তৈরি করার কাজ বন্ধ করল স্যাম। কেবিনের সামনে উঠানে পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিল টিঙ্কার।

'অন্যান্য স্লোনরা আগেই টেনেসির পাহাড় ছেড়ে পশ্চিমে গিয়ে বসবাস করছে,' বলল সে। 'মনে হয় এবার তোমার পালা আসছে।'

'হয়তো যেতেও পারি,' জবাব দিল স্লোন। 'পশ্চিমে যাওয়ার কথা আমিও ভেবেছি। এখানে পাহাড়ে সারাজীবন খেটে মরলেও উন্নতি করার কোন উপায় নেই।'

টিঙ্কার নীরবে বসে আছে। হুঁ-হাঁ কিছুই বলল না দেখে স্যাম বুঝল লোকটা কিছু বলতে চায়। সময় মত মুখ খুলবে।

'শোনো, তোমার সাথে কথা বলার অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। হয়তো কোন এক সকালে আমি সত্যিই পশ্চিমে রওনা হব। তুমিও আমার সাথে এলে খুব খুশি হতাম।'

'কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি, স্যাম,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু আমি একা মানুষ, কারও সঙ্গ আমার বিশেষ পছন্দ নয়।'

'ওটা আমারও মনের কথা। কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি হাতের কাজে খুব ভাল, আর আমার ব্যবসা-বুদ্ধি ভাল। দুজন এক হলে আমরা যা করতে পারব, দুজনের কেউই তা একা করতে পারব না।'

'হ্যাঁ...তোমার ব্যবসা-বুদ্ধি ঠিকই আছে বটে। দুএকবার আমাকেও তুমি টেক্কা দিয়েছ।'

লোকটা বলে কি? মাত্র দুএকবার? কিন্তু ওই বিষয়ে কথা বাড়াল না স্যাম।

'কোন কিছুর বদলে কেবল একটা জিনিসই তোমার থেকে আমি নিতে পারিনি; সেটা হচ্ছে তোমার নিজের তৈরি ছুরি।'

পাইপ বের করে ধরাল টিঙ্কার। তারপর বলল, 'তোমার শত্রু আছে। তাই এখান থেকে এখন সরে যেতে চাইছ?'

ওই কথায় রেগে উঠলেও কথা বলার সময় স্যামের গলার স্বর

শান্ত শোনাল।

'বিল ডাইক আর তার ছেলে ড্যান? ওদেরই আমাকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ওদের তোয়াক্কা আমি করি না। বিলের হাতে আমার দেখাশোনার সব ভার ছেড়ে যাওয়াটা বাবার উচিত হয়নি। অবশ্য মায়ের মৃত্যু শোকে তখন হয়তো বাবার মাথা ঠিক ছিল না।'

'সৎ লোক হিসেবে ওই সময়ে বিলের বেশ সুনাম ছিল। যদিও লোকটা হ্যাঁকড়া আর টাকার ব্যাপারে খুব হিসেবী। বড়লোক হওয়ার পর লোকটার ব্যবহার রুক্ষ হয়ে উঠেছে।'

'আমার ভরণপোষণ আর শিক্ষার জন্যে বাবা যে সোনা ওকে দিয়েছিল সেটাই মেরে দিয়ে সে বড়লোক হয়েছে।'

'তুমি ওর ছেলেকে পিটিয়ে ওর চোয়াল আর নাক ভেঙে দিয়েছিলে।'

'সেটা ড্যানেরই দোষ, সে-ই গায়ে পড়ে ঘুসি বাগিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল।'

'ক্রসিঙে চার্চের ডীকন হওয়া সত্ত্বেও তুমি যেভাবে ডাইকের মোকাবিলা করেছিলে, সেটা নিয়ে লোকজন বেশ আলাপ-আলোচনা করছে।

'ওরা বলাবলি করছিল সবার সামনে তুমি সরাসরি ওর কাছে এতদিনের সুদসহ সব টাকা ফেরত দেয়ার দাবি জানানোয় বিল কেমন বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সবাই জানে তোমার বাবার রেখে যাওয়া টাকাতেই ডাইক জমি আর গরু কিনেছে। তুমি যে মাত্র একবছর পরই ডাইকের বাড়ি ছেড়ে এসে গত পাঁচ বছর যাবৎ এই কেবিনেই একা বসবাস করছ, তা কারও অজানা নেই।

'কবরে যাওয়ার আগে ডাইক তোমাকে ক্ষমা করবে না। লোকটার মান-সম্মান তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ।'

'টাকাটা আসলে আমারই প্রাপ্য, টিঙ্কার। লোকটা যখন বুঝল আমার বাবা আর ফিরবে না। তখনই সে আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাঠের কাজে ঢুকিয়ে নিজের ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করল। আমার শত্রু যদি কেউ থাকে তবে ওরাই আছে। আর কোন শত্রুর কথা আমার জানা নেই।'

টিঙ্কারকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করল স্যাম।

'ল্যাঙফোর্ড নামধারী তিনজন, কালো চুল, গোঁফ আছে, খুব লম্বা আকৃতির এমন কাউকে তুমি চেনো?'

'বিয়ের আগে আমার মায়ের নাম ছিল ল্যাঙফোর্ড।'

'ওরা তোমাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছে।'

'তুমি ওদের কোথায় দেখলে?'

'চেরোকী বস্তিতে। ওখানে ওরা তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।'

'চেরোকী ইন্ডিয়ানরা আমার বন্ধু। তারা ওদের কিছুই জানাবে না।'

'ওদের যখন আমি শেষ দেখি তখন ওরা গ্রে উলফকে মদ খাওয়াচ্ছিল। তুমি তো জানো মদ গিললে ওই বুড়োর পেটে কোন কথাই আর থাকবে না। মাতাল হওয়ার পর সবাই উলফের বন্ধু।'

'ওরা আমার মায়ের পরিবারের লোক। ওদের নিশ্চয় এদিকে আসার অন্য কোন কারণ আছে।'

'আমি ওদের বলতে শুনেছি, "আমরা বড় স্লোনকে শেষ করেছি, এবার ছোটটাকে শেষ করব।" '

বড় স্লোনকে শেষ করেছে? কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না স্যাম। তার বাবার হয়তো অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু সেই তালিকায় অসাবধানতা থাকতে পারে না। দশ বছর বয়স পর্যন্ত

বাবাকে সে যতটুকু দেখেছে তাতেই সে জানে ম্যাক্স স্লোন পাহাড়ের পরিচিত পরিবেশেও সবসময়ে বিপদ সম্পর্কে সচেতন থেকে চলাফেরা করত। কিন্তু তবু আজও সে ফেরেনি...তবে কি সত্যিই ওই লোকগুলো তাকে মেরে ফেলেছে?

'আমার কাছে কেবল বাবার পুরোনো রাইফেলটা আছে,' বলল স্যাম। 'এবং অপরিচিত কোন লোককে হত্যা করা বা তাদের বিরুদ্ধে লড়াও আমার রুচিতে বাধে।'

চতুর দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল টিঙ্কার। স্যাম বুঝতে চেষ্টা করছে ওই হলুদ চোখের পিছনে লোকটার মাথায় কি ধরনের চিন্তা চলছে।

'ওই লোকগুলো যদি তোমার খোঁজে ক্রসিঙে যায়, তাহলে তুমি কোথায় আছ জানাতে একটুও দেরি করবে না ডাইক।' এবার স্যামের চোখে চোখ রাখল টিঙ্কার। 'তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছ নতুন বৌকে নিয়ে লোকালয় ছেড়ে এমন নির্জন এলাকায় কেন বাস করতে এল ম্যাক্স?'

'বাবার বিয়ের সময়ে কিছু ঝামেলা হয়েছিল। বিয়েতে নাকি ওই পরিবারের আপত্তি ছিল।'

'ওদের এতই আপত্তি ছিল যে তোমার বাবাকে খুন করার জন্যে ওরা একজন লোক ভাড়া করেছিল। লোকটাকে শেষ করে বৌকে নিয়ে ম্যাক্স স্লোন এখানে পালিয়ে আসে। স্ত্রীর ভাইদের হত্যা করে ওই পরিবারের সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে চায়নি সে।

'গল্পটা এইভাবেই চালু আছে বটে, কিন্তু কানাঘুষোয় শোনা যায় যে ওদের এই বিদ্বেষের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন—পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা নয়। তোমার মায়ের সাথে ম্যাক্সের পরিচয় হওয়ার অনেক আগেই এর শুরু।'

সিভিল ওয়রের প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর আগেই স্লোন

পরিবার আয়ারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় এসে পাহাড়ে বসবাস আরম্ভ করে। তখনকার সীমান্ত এলাকায় ছিল ওদের বসতি। ব্লু রিজ আর স্মোকি মাউন্টিনের ঢালে। স্লোন পরিবারের ম্যাক্স স্লোনই প্রথম সমতল লোকালয়ে গিয়ে বৌ নিয়ে ফেরত আসে।

নিচু জমির লোকজনের মধ্যে ল্যাঙফোর্ডদের দাপটই সবথেকে বেশি। নিজেদের সম্পর্কে ওদের ধারণা খুব উঁচু। তাই পাহাড়ের বাসিন্দাদের নিচু চোখে দেখাই ওদের রীতি।

কিন্তু এর পরেও কালো গেল্ডিঙের ওপর ম্যাক্স স্লোনের দর্জির সেলাই করা রুচিশীল বিলাসী পোশাক পরা সুদর্শন চেহারা আর পকেট ভর্তি টাকা ওকে শহরের মেয়ে মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ওর এত টাকার প্রধান উৎস ছিল ক্রীক থেকে তোলা সোনা। চেরোকী ইন্ডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ায় ওরাই তাকে ওই ক্রীকের সন্ধান দিয়েছিল। অবশ্য সোনার আরও একটা উৎস ছিল, বালক বয়েসে গোপনে মজুত রাখা সোনার মুদ্রাও কয়েকবার স্যামের চোখে পড়েছে।

বাবাও একবার স্যামকে একটা কয়েন দেখিয়েছিল। রাতের বেলা আগুনের আলোয় ওটা দেখে ছেলেটা মোহিত হয়েছিল।

'এটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে এমন আরও অনেক আছে, বাছা,' বলেছিল ম্যাক্স। 'একদিন তুমি আর আমি গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসব।'

'ওগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দাও, ম্যাক্স,' স্যামের মা মন্তব্য করেছিল। 'মাটি থেকে এসেছে, মাটিতেই থাক।'

এখন স্যামের মনে পড়ল তার বাবা জবাবে কি বলেছিল। মাকে সুন্দর একটা হাসি উপহার দিয়েছিল সে, কিন্তু তার কালো চোখে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

'ওরা আমাদের সাথে ভিন্ন ব্যবহার করলে আমি জানাতাম সোনা কোথায় আছে। কিন্তু এখন তা পেতে হলে ওদের রক্ত দিতে হবে।'

ওই সোনার মুদ্রাগুলোই বিল ডাইকের হাতে তুলে দিয়েছিল ম্যাক্স, ছেলের খাওয়া-পরা আর পড়ার খরচ হিসেবে। কথা ছিল, প্রতি দুটো মুদ্রা স্যামের পিছনে খরচ করার পর তৃতীয় মুদ্রাটা পাবে বিল।

'তুমি যদি এখানে থাকো,' বলে চলল টিঙ্কার, 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। তোমার কাছে আছে কেবল একটা পুরোনো রাইফেল, আর ওরা তিনজন সশস্ত্র লোক, এবং মানুষ হত্যার কৌশলে দক্ষ।'

'কিন্তু ওরা সম্পর্কে আমার মামা।'

'ওরা তোমার শত্রু! ওরা ফাইটার, তুমি তা নও।'

'লড়তে আমিও জানি!' অস্থির ক্ষিপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল স্যাম।

একটু অধৈর্য স্বরেই জবাব দিল টিঙ্কার। 'ছেলেমানুষ আর আনাড়ি লোকের বিরুদ্ধেই কেবল মারপিট করেছ তুমি। ওটাকে লড়াই বলে না। লড়িয়ে হতে হলে দক্ষতা শিখতে হয়। তোমাকে একসাথে তিনজন ফেয়ারফক্স ছেলেকে পিটাতে দেখেছি আমি। কিন্তু যেকোন দক্ষ লোক তোমাকে খুব সহজেই হারাতে পারবে।'

'ওরা তিনজন ছিল।'

শান্তভাবে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়ল টিঙ্কার। 'তুমি অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ, ক্ষিপ্রও বটে। কিন্তু কেবল এই দুটো গুণ থাকলেই ফাইটার হওয়া যায় না। লড়াই হচ্ছে চাতুর্য আর দক্ষতার সাথে মারপিট করার কৌশল। এটা মানুষকে প্রচুর

অনুশীলন করে শিখে নিতে হয়। যতক্ষণ না কেউ তার মাথা, মন, আর পেশীর জোর খাটিয়ে ফাইট করা শিখছে, ততক্ষণ সে কোন ফাইটারই নয়।'

'তুমি এসব কৌশল জানো?' স্যামের স্বরে কেবল ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাই প্রকাশ পেল। ওই হ্যাঙলা লোকটাকে ফাইটার ভাবাটাই ওর কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে।

'আমি ডজনখানেক পদ্ধতি জানি। হাত মুঠো করে, খোলা হাতে, জাপানী পদ্ধতিতে, করনিশ পদ্ধতিতে–ইত্যাদি আরও কিছু। আমরা একসাথে পশ্চিমে গেলে তোমাকে এগুলো আমি শেখাব।'

লোকটা বলে কি!? ভাবছে স্যাম। ওকে শেখাতে চায়! ছেলেবেলাতেই সে তার দুবছরের বড় ড্যান ডাইককে পিটিয়েছিল। এর পরে আরও কতজনকে পিটিয়েছে তার ঠিক নেই–আর ওই হ্যাঙলা টিঙ্কার কিনা তাকে ফাইট করা শেখাতে চাচ্ছে!

হঠাৎ স্যামের মাথাটা গরম হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল সে। এতগুলো ফাইটে জেতার পরে তাকেই কিনা আনাড়ি বলে পরিহাস করল টিঙ্কার?

'তুমি কতবড় ফাইটার তা আমি দেখতে চাই। যদি মনে করো আমাকে হারাতে পারবে, তাহলে উঠে দাঁড়াও। ফাইট করো!'

'তুমি বোকার মত কথা বলছ!' বিরক্ত স্বরে বলল টিঙ্কার। 'আমি তোমার বন্ধু, এবং আমি ছাড়া তোমার সত্যিকার বন্ধু বলতে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। অপেক্ষা করো, কারও হাতে ভালমত পিট্টি খাওয়ার পর আমার কাছে এলে তোমাকে শিখিয়ে দেব কিভাবে লড়তে হয়।'

'পারলে এখনই দেখাও।' মুঠো পাকিয়ে রেডি হলো স্যাম।

ব্যথিত চেহারায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল টিঙ্কার। ওর হাত দুটো ঢিলে ভাবে দুপাশে ঝুলছে। 'যাক, এটা হয়তো তোমাকে খুব খারাপ ধরনের একটা পিটুনি থেকে রেহাই দিতে পারে। নইলে এতে আমি কোন অংশ নিতাম না। তুমি যখন খুশি আমাকে আক্রমণ করতে পারো। আমি তৈরি।'

হঠাৎ স্যামের মাথায় চিন্তা এল, পাগলের মত এটা কি করতে যাচ্ছে সে? একমাত্র বন্ধুকে লড়তে বাধ্য করে জখম করতে যাচ্ছে! কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল, তাকে যে ফাইটার বলেই স্বীকার করে না, বন্ধু হলেও তার কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার।

এক ঘুসিতেই ফাইট শেষ করার উদ্দেশ্যে টিঙ্কারের মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুসি ছুঁড়ল স্যাম। লম্বালম্বা আঙুলের বজ্রমুঠিতে ধরা পড়ল স্যামের কব্জি। অবিশ্বাস্য শক্তিতে স্যামকে সামনে টেনে নিয়ে ওর দেহটাকে কাঁধের সাহায্যে পিঠের ওপর দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল লম্বা লোকটা। শক্ত পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল স্যাম। ওর ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরোবার সাথে মগজ থেকে আত্মগরিমাও বেরিয়ে গেল। একটু ধাতস্থ হয়ে তাকিয়ে দেখল টিঙ্কার তিনফুট দূরে দাঁড়িয়ে শান্ত চোখে ওকে যাচাই করছে।

ওই রোগা লোকটার কাছে অপদস্থ হওয়ার রাগে জ্বালা ধরে গেল স্যামের দেহে। আগের মত কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার সুযোগ না দিয়ে বসা অবস্থা থেকেই ঝাঁপ দিল স্লোন। কিন্তু এবার আগের চেয়েও জোরে আছাড় খেলো। ওকে একেবারে ধোবী-আছাড় মেরেছে টিঙ্কার!

দ্বিতীয় আছাড়ে স্যামের রাগ পুরোপুরি উবে গেল। চোখ তুলে টিঙ্কারের দিকে চেয়ে সে হাসল।

'বুঝলাম, অন্তত কিছু কৌশল তোমার জানা আছে। তুমি এগুলোই আমাকে শেখাতে চেয়েছিলে?'

'এগুলোর পরে আরও আছে,' জবাব দিল সে। 'এসো, কফি গরম থাকতেই খেয়ে নিই।'

রাগের বদলে স্যামের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর যুক্তি ফিরে এসেছে। লোকটা তার শত্রু হলে এতক্ষণে তাকে পঙ্গু করতে বা মেরে ফেলতে পারত। কারণ পশ্চিমে এই ধরনের ফাইটে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখানোর কোন রীতি নেই। মাটিতে পড়ার পর ইচ্ছা করলেই টিঙ্কার বুটের লাথিতে ওর মাথা বা পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে পারত।

'তুমি জেম মেইসের নাম শুনেছ?' প্রশ্ন করল টিঙ্কার।

'না।'

'মুষ্টি যুদ্ধে সে ছিল পৃথিবীর সেরা। লোকটা ছিল ইংলিশ-জিপসি। লোকটা লম্বায় বা ওজনে বেশি ছিল না। এই লোকটাই প্রথম ঘুসাঘুসিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেছিল। আমাকে এই লড়াইয়ের কলাকৌশল শিখিয়েছিল জেম। ওকে প্র্যাকটিস দেয়ার জন্যে ওর সাথে আমি অনেকবার লড়েছি।

'বক্সিঙে ফুটওয়ার্ক শুধু রিঙের ভিতর নেচে বেড়ানো নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের আওতা থেকে সরে গিয়ে নিজের জন্য সুযোগ করে নেয়া। মাথা নিচু করে বা পাশে সরিয়ে ঘুসি এড়ানো শিখলে তুমি ঘুসি মারার জন্যে নিজের দুটো হাতই ফ্রী রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ভিড়তে পারবে।'

নিজের কাপটা আবার ভরে নিল টিঙ্কার। 'একা পথ চলতে হলে মানুষকে নিজেরটা নিজেই সামলাতে হয়।'

'তোমার সাথে তো ছুরি থাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যবহার করতে জানলে খালি হাতও ছুরির সমান মারাত্মক হতে পারে।' অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে আবার বলল, 'খালি হাতে কিছু করলে এর জন্যে কাউকে ফাঁসি দেয়া হয় না।'

*

পরদিন সকালেই রওনা হয়ে গেল ওরা। যেখানে স্যামের জন্ম সেই কেবিন আর চিরপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে ওর মনটা কেমন যেন একটা অজানা ব্যথায় খচখচ করছে। এই এলাকার প্রতিটা ক্রীক, প্রতিটা গাছ তার চেনা। পুরোনো বাঁধন ছিঁড়ে চলে যেতে সবারই কষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের মনে যদি এই ব্যথার পাশাপাশি নতুন আর অজানাকে জানার একটা অদম্য বাসনা লুকিয়ে না থাকত, তাহলে হয়তো কেউই পরিচিত পরিধি ছেড়ে বেরোত না।

ট্রেইল ধরে পাহাড় থেকে নামার পথে একবার থেমে পিছন ফিরে চাইল স্যাম। চূড়াটা কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। কেবিনটা গাছের আড়ালে থাকায় দেখা যাচ্ছে না। ওখানেই বড় পাইন গাছটার তলায় রয়েছে তার মায়ের কবর। বাবার মত সেও আজ অনেক স্মৃতিই পিছনে ফেলে এসেছে। হয়তো জীবনে কোনদিনই আর এখানে ফিরে আসা হবে না।

ট্রেইলের শেষ বাঁকটা ঘোরার পর পাহাড়টা চোখের আড়ালে চলে গেল। দূরে ওদের সামনে ক্রসিঙ।

# দুই

টিঙ্কার আর স্যাম স্লোন ক্রসিঙে পৌঁছে গেল। ওখানে

স্টোরকীপারের সাথে অনেক দর কষাকষির পর স্যাম তার কর্নমিলের পরিবর্তে একটা মেয়ার কিনল। ঘোড়াটার একচোখ কানা তো বটেই, তার ওপর বাতেও ভুগছে।

স্যামের স্বপ্ন, পশ্চিমে গিয়ে সে বড়লোক হবে। কিন্তু মানুষকে ধনী হতে হলে প্ল্যান করে আজই শুরু করতে হয়, নইলে কাল সে বড়লোক হতে পারবে না। তাই ঘোড়াটাকে ভাল ঘেসো জমিতে চরাতে নিয়ে গেল স্যাম। ওর ধারণা ওই মেয়ারের গর্ভে জন্মানো মিউল ভাল দৌড়াবে।

স্যামের ব্যবসা-বুদ্ধির নমুনা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হলো টিঙ্কার।

'তুমি ব্যবসায় খুব পাকা বলে বড়াই করেছিলে,' বলল সে। 'কিন্তু ওই একচোখা বেতো ঘোড়া তোমার কোন কাজে লাগবে?'

'সাত-আট বছর আগে ''হাইল্যান্ড লাইটনিঙ'' নামে একটা ঘোড়া সবগুলো রেসে জিতে খুব নাম করেছিল, মনে আছে?'

'আছে।'

'ওরই পেট থেকে জন্মেছিল এই মেয়ার। ওর একটা চোখ নষ্ট থাকায় মালিক রাগ হয়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল। মাল টেনেটেনে ওর পায়ে বাত হলেও আমার বিশ্বাস ওর দেহে রেসের রক্ত আছে।'

'বুঝলাম ওই অপদার্থ বেতো ঘোড়াটা ভাল বংশের সন্তান। কিন্তু তাতে তোমার কি?'

'আমি শুনেছি পশ্চিমের মেক্সিকান আর ইন্ডিয়ানরা রেস খেলায় খুব আসক্ত। আমি মেয়ারটাকে দিয়ে একটা ভাল জাতের মিউল বাচ্চা প্রসব করাব, যেটা সহজেই ওদের ঘোড়াগুলোকে হারিয়ে দিতে পারবে।'

নীরবে বসে কতক্ষণ মেয়ারটার ঘাস খাওয়া দেখার পর

আবার মুখ খুলল স্যাম। 'কেউ আমার কাছে ঋণী থাকলে তা আমি কোন না কোন উপায়ে ঠিকই ওশুল করি। তুমি জানো, বিল ডাইক ওর ভাল জাতের গাধাটাকে কোথায় রাখে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টিঙ্কার মন্তব্য করল, 'মিউলকে কেউ রেসে নামায় না।'

'টিঙ্কার, পৃথিবীতে যা কিছু দৌড়াতে পারে তার ওপরই বাজি ধরতে আগ্রহী হয় কিছু মানুষ। মানুষ থেকে শুরু করে ঘোড়া, গরু, উট, এমনকি তেলাপোকার ওপরও মানুষকে বাজি ধরতে দেখা যায়।'

'কিন্তু খচ্চর?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? যত কম লোক এটা বিশ্বাস করে আমার ততই সুবিধা। ভাল অড্‌স্‌ পাব।'

রাত নেমেছে। ডাইকের গাধা রাখার করাল ঘেঁষে ডগউড আর উইলো ঝোপের আড়ালে লুকাল দুজন লোক—স্যাম আর টিঙ্কার।

ওদের পিছন থেকে বাতাস বইছে। মেয়ারের গন্ধ মাঝেমাঝে পুরুষ গাধাটার নাকে পৌঁছাচ্ছে। মাথা তুলে তাকাচ্ছে শক্তিশালী গাধা, কিন্তু গন্ধটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে না পেরে অস্থির উত্তেজনায় মাটিতে পা ঠুকছে।

চুপচাপ বসে মাত্র দুবছর আগে তৈরি ডাইকের চমৎকার সাদা বাড়ির আলোর দিকে চেয়ে আছে স্যাম। ভাবছে, তারও কি কোনদিন ওইরকম বিলাসী বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হবে? নাকি সারাজীবন কেবল দূর থেকেই দেখে যাবে? যুদ্ধের পর সোনার দাম যখন খুব চড়া, তখনই ডাইক বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মত স্যামের জন্য গচ্ছিত রাখা সোনা নিজের কাজে লাগিয়ে এই এলাকায় সবথেকে ধনী হয়ে উঠেছে।

স্যাম হয়তো এর প্রতিবাদ কোনদিনই করত না, কিন্তু যখন শুনল বিল ডাইক সরকারি ইলেকশনে দাঁড়াবার কথা ভাবছে, তখন আর স্থির থাকতে পারল না। যে লোক একটা বাচ্চা ছেলেকে এভাবে ঠকাতে পারে সরকারি ক্ষমতা পেলে সে কোনদিন মানুষের উপকার করবে না–কেবল নিজের স্বার্থই দেখবে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই সবার সামনে ডাইকের মুখোমুখি হয়ে তার গুমর ফাঁস করে দিল। লোকজনের মনে আগে থেকেই সন্দেহ জেগেছিল, স্যামের কথা শুনে ওরা নিশ্চিত জানল এত সোনা ডাইক কোথায় পেয়েছে। ফলে লোকটার ইলেকশনে দাঁড়ানোর স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

ওইদিনই এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে টিঙ্কার আসার অপেক্ষায় ছিল স্যাম। কারণ টাকা আর সমাজে প্রতিষ্ঠার জোরে ডাইকরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ছলে-বলে-কৌশলে স্লোনকে এখানে টিকতে দেবে না–এটাই স্বাভাবিক। তার বাবার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ল্যাঙফোর্ডরা তাকে ভার্জিনিয়ায় টিকতে দেয়নি। ভয়ে নয়, রক্তপাত এড়াতেই ম্যাক্স স্লোন তার স্ত্রীকে নিয়ে সরে এসেছিল। স্যামও তাই করছে।

কিন্তু বর্তমানে সে যা করছে তা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। এখন ডাইকের করালের পাশে ধরা পড়লে কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না।

মশা মারার চেষ্টায় নিজের গালেই চড় মারল স্যাম।

টিঙ্কার মন্তব্য করল, 'নদীর ধারে জঙ্গলে কালো মানুষের কাছে যাওয়ার, আগে সাদা মানুষকেই আক্রমণ করে মশা। এর কারণ লবণ। ওরা জানে কালোর চেয়ে সাদারা বেশি লবণ খায়। নোনতা রক্ত ওদের খুব পছন্দ।'

'জঙ্গলে ঘুরেছ তুমি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, 'আমি শুনেছি।'

এটা টিঙ্কারের স্বভাব, নিজের সম্পর্কে কিছুই বলে না। পাহাড়ী লোকের কাছে সে বিদেশী। পাহাড়ের বাসিন্দারা বাইরের লোক সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ। যদিও পাহাড়ী লোকজন নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি চাহিদা মেটাবার জন্যে ওর ওপর নির্ভরশীল, তবু মনেপ্রাণে কেউ ওকে স্বীকার করে নিতে পারেনি।

একটা ব্যাপারে স্যাম নিজেও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। লোকটা এককথায় তার সাথে সুদূর পশ্চিমে যেতে রাজি হলো। ওর আর কোন উদ্দেশ্য নেই তো?

এক সময়ে বার্নের উঠানে লোকজনের সাড়া কমতে কমতে শেষে একেবারে থেমে গেল। ব্যাগ থেকে ছোট গাঁইতিটা বের করে করালের উপরের দুটো তক্তা চাড় দিয়ে খুলে মেয়ারটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল স্যাম। তারার মৃদু আলোয় ওরা দেখল ডাইকের গাধাটা মাথা তুলে তাকাল তারপর জোরেজোরে শ্বাস ফেলে মেয়ারের দিকে এগোল।

ওখানেই অপেক্ষায় রইল ওরা। প্রায় দুঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বসে বসে ঝিমানি এসে যাচ্ছে। মশাগুলোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ টিঙ্কারের একটা হাত নিঃশব্দে স্যামের বাহু স্পর্শ করল। 'কেউ আসছে,' ফিসফিস করে বলল সে। ওর অন্য হাতের ছুরিটার ফলায় মুহূর্তের জন্যে আলোর ঝিলিক দেখতে পেল স্যাম।

কান পেতে শুনল...দুটো ঘোড়া আসছে। তিনটেও হতে পারে। ড্যান ডাইকের গলা শোনা গেল।

'পশ্চিমের বড় রেসটার জন্যে আমাদের একটা বা দুটো ভাল ঘোড়া জোগাড় করতেই হবে,' বলল সে। 'ওখানে হারলে ফিলিপ খেপে যাবে। লোকটা বাজিতে টাকা হারা সহ্য করে না।'

করালের পাশে ঝোপগুলোর খুব কাছে এসে থেমেছে ওরা। ঘোড়ার পিঠে বসেই দুজনের কথা হচ্ছে।

'ঘোড়া জোগাড় করা যাবে,' বলল বয়স্ক লোকটা। এখন ওই সোনার কথা বলো। 'তুমি বলেছিলে ম্যাক্স স্লোন ওটা তোমার বাবাকে দিয়েছে–লোকটা এখন কোথায়?'

'এখান থেকে চলে গেছে। বাবার ধারণা সে মারা পড়েছে।'

হাত দিয়ে শব্দ আড়াল করে স্যামের কানের কাছে মুখ নিয়ে টিঙ্কার বলল, 'চলো, এখান থেকে সরে পড়ি।'

দোটানায় পড়ল স্যাম। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। একদিকে, ওদের কথাবার্তার সবটা শুনে সুযোগ বুঝে মেয়ারটাকে নিয়েই ফিরতে মন চাইছে–আবার অন্যদিকে, যুক্তি বলছে এতটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনেরই জয় হলো।

'তুমি যাও,' বলল সে। 'টম বিগবি ক্রসিঙে তোমার সাথে দেখা হবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের বোঝাটার সাথে স্যামের ব্যাগও তুলে নিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশে গেল টিঙ্কার।

'কি আসে যায় তাতে?' অস্থির স্বরে বলল ড্যান। 'ও একজন নগণ্য মানুষ!'

'তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে,' বিরক্ত স্বরে বলল অন্যজন। 'বোকার মত কথা বোলো না। ম্যাক্স স্লোন পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর মানুষদের একজন। ফিলিপের কথা শুনেই বুঝেছি স্লোন যে-সে লোক নয় রীতিমত ভি আই পি। লোকটা এতই ইমপর্ট্যান্ট যে ফিলিপ বেশ কয়েক বছর যাবৎ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্প্যানিশ সোনা পুরোটাই ওর চাই, যার খোঁজ একমাত্র স্লোনই জানে।'

'কিন্তু সে তো মারা গেছে!?'

'তুমি ওর মৃতদেহ দেখছ? ওটা না দেখে কারও মুখের কথায় ফিলিপ সন্তুষ্ট হবে না। আমার তো মনে হয় মৃতদেহ দেখালেও সে বিশ্বাস করবে না।'

'আমরা কি সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে একটা মৃত লোকের ব্যাপারেই আলাপ করব? চলো, ঘোড়াগুলো আনতে যাই।' দুজনেই ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে খুব সন্তর্পণে করালে ঢুকল স্যাম। জ্যাকঅ্যাস খুব পাজি জন্তু। ঘোড়া আনতে গিয়ে ওটা বা ওর মালিকের মুখোমুখি পড়ে গেলে কোনটার ফলাফলই ভাল হবে না।

চারপাশটা বেশ অন্ধকার। স্যাম সাবধানে একপা দুপা করে এগোচ্ছে তারপর কান পেতে শুনছে। হঠাৎ মনে হলো বামপাশে যেন খুরের শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু কান পেতে থেকেও আর কোন আওয়াজ পেল না। পিছনের ঝোপে একটা খসখস শব্দ হলো এবার। পরক্ষণেই কনুইয়ে একটা ঠেলা অনুভব করল।

স্যামের মেয়ারটাই ওকে নাক বাড়িয়ে ঠেলা দিয়েছে! আজকে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘোড়টাকে গাজর আর শালগম খাইয়েছে সে। ওকে জীবনে এই প্রথম কেউ আদর-যত্ন করায় ঘোড়াটা নিজেই স্যামকে খুঁজে বের করেছে।

মেয়ারের পিঠে চেপে করালের খোলা অংশের দিকে এগোল স্যাম। করাল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পেটে বুট ছোঁয়াল। লাফিয়ে হাওয়ার বেগে ছুটল রেসের ঘোড়া। ওর যে কোন রোগ আছে বোঝার উপায় নেই। মনের ফুর্তিতেই সে দৌড়াচ্ছে।

করালের ধারে বয়স্ক লোকটা ফিলিপের নাম উল্লেখ করেছিল। ওই লোকটা এই এলাকায় অত্যন্ত পরিচিত। রিভার-বোট

গ্যাম্বলার, এবং নদীর জলদস্যু। এক সময়ে সে ন্যাচেজ এলাকার ত্রাস ছিল। এক কথায়, ভয়ানক লোক।

টিঙ্কারের সাক্ষাৎ পেতে ওকে টম বিগবি ক্রসিঙ পর্যন্ত যেতে হলো না। পুবের আকাশ মাত্র ফিকে হতে শুরু করেছে, ক্রসিঙে পৌঁছার আগেই পথে লোকটার দেখা পেল স্যাম। দুটো প্যাকই মাটিতে নামিয়ে রেখে মাত্র স্যামের ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল ও। দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল স্যাম।

'ওটা আমার ব্যাগ!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল টিঙ্কার। যেকোন ঝামেলা মোকাবিলার জন্যে তৈরি। লোকটা স্যামের ব্যাগ খোলার দিকে সমস্ত মনোযোগ থাকায় নরম ধুলোয় খুরের শব্দ সে মোটেও শুনতে পায়নি। স্যামকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওর ব্যাগ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল সে।

'আমি কফি খুঁজতে যাচ্ছিলাম। আমার ধারণা ছিল গতরাতে ওটা তোমার ব্যাগেই প্যাক করা হয়েছিল।'

কথাটা স্যামের কাছে মিথ্যা অজুহাত বলেই মনে হলো। করালের পাশ থেকে সরে পড়ার সময়ে নিজের প্যাকের সাথে ওর ব্যাগটাও তুলে নেয়ায় একটু অবাক হলেও দ্বিতীয়বার ওনিয়ে ভাবেনি স্যাম। কিন্তু এখন ওর সবই মনে পড়ছে। স্প্যানিশ সোনার মুদ্রা সম্পর্কে ফিলিপের আগ্রহ, টিঙ্কারের ওর বাবার সোনা সম্পর্কে আগ্রহ। এবং স্যামের কাছে কোন সোনা নেই শুনে ছবি এঁকে মুদ্রাগুলো কেমন ছিল দেখানোর অনুরোধ জানানোর কথা–সব মিলে স্যামের এতেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে। তার ওপর ওর ব্যাগ খোলার চেষ্টা। রহস্যজনক।

হেঁটে নদীর ধারে পৌঁছতে ওদের দুহপ্তা সময় লাগল। পথে অনেক

বদলা-বদলির ব্যবসা করেছে স্যাম। সবগুলোতেই লাভ করে প্রমাণ করেছে জাতে মাতাল হলেও সে তালে ঠিক আছে।

পুরোনো ব্যালার্ড রাইফেলটার বদলে সে এক ফার্মারের কাছ থেকে একটা দুচাকার ঠেলা গাড়ি, তিন বস্তা আপেল, দুই বস্তা গাজর, এক থলে কফি, আর নিজেদের জন্যে দুবেলার খাওয়া আদায় করেছে। অবশ্য একটা গাদা রাইফেলের বদলে এত কিছু পাওয়া যেত না–কিন্তু ওটা দিয়ে স্যাম একটা কাঠবিড়ালী মেরে দেখিয়ে ফার্মারকে এত মোহিত করে ফেলল যে সারাদিন দফায়-দফায় দরকষাকষির পর ফার্মারকে শেষে রাজি হতে হলো।

দরকষাকষিতে দক্ষ হয়েও স্যাম আজও টিঙ্কারের একটা ছুরি বাগাতে পারেনি। ওর প্যাকে আছে বারোটা, কোমরের বেল্টে আছে দুটো। আরও একটা ঝুলছে ওর ঘাড়ের কাছে কলারের তলায়। ওগুলোর ইস্পাতের ফলা এমন ভাবে পান দেয়া যে অবিশ্বাস্য রকম শক্ত, এবং ভারসাম্যেও নিখুঁত। ওগুলো এত ধারাল যে দাড়ি কামাতে খুরের প্রয়োজন হয় না।

মেয়ারটাকে বেশি মাল টানতে হচ্ছে না। ওর বেশ যত্ন নিচ্ছে স্যাম। এরই মধ্যে প্রত্যেক দিন গাজর, আপেল, আর ভাল ঘাস খেয়ে বেশ তাগড়া হয়ে উঠেছে ওটা।

পথ চলার সময়ে দুজনের মধ্যে কথা সামান্যই হচ্ছে, তাই চিন্তার জন্যে হাতে প্রচুর সময় থাকছে। অনেক প্রশ্নই স্যামের মনে আসছে। টিঙ্কার ওর ব্যাগে কি খুঁজছিল? ওই সোনার মুদ্রাগুলোর প্রতি ওর এত আগ্রহ কেন? ওগুলোই কি স্প্যানিশ মুদ্রা? করালের ধারে বয়স্ক লোকটাও স্প্যানিশ সোনার কথা উল্লেখ করেছিল।

তবে কি ওই সোনার সন্ধানেই ল্যাংফোর্ডরা ওকে খুঁজছে? স্যামের কাছে কোন সোনা নেই, কোনকালে ছিলও না। অবশ্য

তার বাবা বলেছিল ওই সোনা যেখান থেকে এসেছে সেখানে অমন আরও অনেক সোনা আছে। কিন্তু কোথায়, তা সে স্যামকে বলেনি।

যত্ন করে তুলে রাখা মায়ের ছোট্ট বাক্সে কিছু নেই তো? ওটা সে মায়ের একমাত্র স্মৃতি হিসেবে সাথে এনেছে। একা হলেই বাক্সের জিনিসগুলো চেক করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল স্যাম।

পথে এসব চিন্তার মাঝেই একসময়ে সে খেয়াল করল কিছু ঘটনা খাপেখাপে মিলে যাচ্ছে। তার বাবা ওই সোনা থেকে একটা মুদ্রাও খরচ করেনি। ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর প্রথম বছরে বিল ডাইকও সামান্যই খরচ করেছে–তার ভয় ছিল ম্যাক্স ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এর পরে ম্যাক্স আর ফিরবে না মনে করে ঢালাও ভাবে খরচ করা শুরু করার পরেই ওই এলাকায় প্রথম টিঙ্কারের আবির্ভাব ঘটেছিল।

টিঙ্কার মিশুক নয়। অথচ পাহাড়ে এলে গায়ে পড়েই সে স্যামের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছে। ভাব জমিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করেছে। ঘুরেফিরে ম্যাক্স আর সোনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নও করেছে। স্যামের কাছে যে সোনা নেই কথাটা হয়তো বিশ্বাস করেনি টিঙ্কার, তাই ব্যাগ খুলে নিজে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে ওই স্প্যানিশ সোনায় টিঙ্কারের বিশেষ কোন আগ্রহ রয়েছে।

লোকটা মতলবী বন্ধু হলেও সে যে শত্রু নয়, তা স্যাম বেশ বুঝতে পারছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ক্যাম্প করার পর টিঙ্কার ওকে ফাইটিঙের নতুন নতুন কায়দা শেখাচ্ছে। স্যাম ওগুলো চটপট রপ্ত করে নিচ্ছে দেখে খুশিও হচ্ছে।

প্রধান ট্রেইল এড়িয়ে পথ চলে মিসিসিপির ফেরি ঘাটে পৌঁছল ওরা। ঘাটে যে ফেরিটা রয়েছে তার চালক রুক্ষ চেহারার এক

বুড়ো। নোঙরা দুর্গন্ধময় পোশাক পরা লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে খুঁটিয়ে ওদের দেখল। কিছুক্ষণ দরকষাকষির পর এক বস্তা আপেলের বিনিময়ে সে নদীর ওপারে পৌঁছে দিতে রাজি হলো।

বুড়ো প্যাকদুটোর দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন ওর ভিতরে কি আছে দেখার চেষ্টা করছে। তবে টিঙ্কারের কোমরে ঝোলানো ছুরি দুটোও ওর নজর এড়াল না। স্যামের হাতে একটা কুকুর-খেদা লাঠি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। অবশ্য লাঠিটা ওদের খুব কাজে এসেছে, পথে প্রচুর কুকুরের দেখা পেয়েছে ওরা।

'দেশময় প্রচুর মাইগ্রেশন চলছে,' মন্তব্য করল মাঝি। 'তোমরা কোথায় চলেছ?'

'যেখানে কেউ বেয়াড়া প্রশ্ন করে না,' জবাব দিল স্যাম।

স্যামের দিকে একটা ইতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলল, 'তোমাদের নিশ্চয় এটা জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের এদিকে এমন হাবিজাবি লোকের প্রচুর আনাগোনা আছে।'

'টিঙ্কার, তুমি কখনও ফেরি চালিয়েছ?'

'চালিয়েছি বলে মনে পড়ে না। কেন?'

'এখানে একজন চালকের পদ খালি হতে পারে। অবশ্য মাথায় একটা আলু গজাবার পরও কেউ চালাতে পারলে সেটা ভিন্ন কথা।'

ওই হুমকির পরে একেবারে চুপ হয়ে গেল মাঝি। কিন্তু পাড়ে নামার পর স্যাম লক্ষ করল মাঝি পাড়ের কাউকে ইশারা করল।

'ঝামেলা আসছে,' নিচু স্বরে টিঙ্কারকে সাবধান করল সে।

পাড়ের অদূরেই কয়েকটা ছাপরার সামনে বাউণ্ডেলে লোকজনের একটা জটলা। ওদের মধ্যে কোমরের সাথে দড়ি দিয়ে প্যান্ট বাঁধা একজন দাড়িওয়ালা লোককে মদের বোতল হাতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ওর পিছনে এগোচ্ছে আরও

কয়েকজন।

দাড়িওয়ালা লোকটা আকারে বিশাল। কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে। ওর সঙ্গীদের কয়েকজনের কাছেও অস্ত্র রয়েছে।

স্যামের কুত্তা মারার লম্বা লাঠিটা যোগ্য লোকের হাতে পড়লে প্রয়োজনে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাহাড়ে থাকাকালীনই একজন ওয়েলশ লোকের কাছে লাঠির লড়াই শিখেছে স্যাম। সে তৈরি।

দাড়িওয়ালা দৈত্য ওদের পথ আটকে দাঁড়াল। টিঙ্কার বা স্যামের কাছে যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই, তা ওরা আগেই লক্ষ করেছে।

দাঙ্গাপ্রিয় মাতালের দল সংখ্যায় ভারী আর সশস্ত্র। পেটে কিছু মদ পড়ার ফলে ওরা এখন বেপরোয়া। উত্তেজনায় স্যামের গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

'এখানেই থামছ?' প্রশ্ন করল বিশাল লোকটা।

'না, চলার পথে আছি,' জবাব দিল স্যাম। ওর লাঠির গোড়া বুটের মাথায় রাখা আছে। প্রয়োজনে ঝটকা দিয়ে উঁচিয়ে খোঁচা মারার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে। দক্ষ লাঠিয়াল কখনও লাঠি ঘুরিয়ে আঘাত করে না–লাঠির আগা দিয়ে পেটে, গলায় বা চোখে বেয়োনেট চালানোর মত আঘাত করে।

'একটা ড্রিঙ্ক খাও,' বলে টিঙ্কারের দিকে বোতল বাড়িয়ে দিল লোকটা।

'মদ আমি খাই না,' জবাব দিল টিঙ্কার।

ওদিকে লোকটার পিছন থেকে দুজন স্যামের দিকে এগিয়ে আসছে। আরও কাছে ঘেঁষে এলে বিপদ ঘটবে।

'খাবি না! তোর বাপে খাবে!' টিঙ্কারের মাথা লক্ষ্য করে বোতল ঘুরাল সে। কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলল। তার আগেই

ঝট করে হাত বাড়িয়ে লোকটার দাড়িতে হাত বুলাল টিঙ্কার–যেন আদর করছে। বিকট একটা চিৎকার দিয়ে বোতল ফেলে পিছিয়ে গেল লোকটা। ওর দাড়ির ফাঁক দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে। রাগে অন্ধ হয়ে পিস্তল বের করল সে। কিন্তু গুলি করার আগেই টিঙ্কারের ভারী লম্বা ফলার ছুরিটা বাতাস কেটে ওর বুকের বামপাশে বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল। আরও দুপা পিছিয়ে লোকটা চিত হয়ে পড়ল।

দাড়িওয়ালা লোকটা বোতল তোলার সাথেই কাছের দুজন লাফিয়ে স্যামের দিকে এগোল। একজন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। পা দিয়ে লাঠিটা সামান্য উপরে ঠেলে দুহাতে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড খোঁচা মারল স্যাম। লাঠির মাথা প্রথমে গলায় আঘাত হেনে পিছলে থুতনিতে লাগল। পড়ে গেল সে। না সরিয়ে ওখান থেকেই পাশের দিকে লাঠি চালাল স্লোন। জোরাল আঘাত নয়, তবু মার ঠেকাতে হাত তুলল। বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে যেতেই লাঠি পিছিয়ে এনে খোঁচা মারল দ্বিতীয় লোকটার মুখে। ওর নাক ভেঙে রক্ত বেরিয়ে এল। লাঠি ছেড়ে একপা এগিয়ে এবার ওর চোয়ালে জোরাল একটা হুক বসাল। অজ্ঞান হয়ে সঙ্গীর পাশেই পড়ল সে। ওর সঙ্গী তখনও গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করছে।

আধমিনিটেই ফাইট শেষ হলো। বাকি দুজন বেগতিক দেখে ছুটে পালাল। টিঙ্কার শান্তভাবে এগিয়ে দৈত্যের মত লোকটার বুক থেকে নিজের ছুরিটা বের করে নিয়ে নদীর পাড়ের নরম মাটিতে ঢুকিয়ে রক্ত পরিষ্কার করে নিল।

তিনজন লোক পড়ে আছে মাটিতে। ওদের একজন মৃত, আর বাকি দুজন বেশ ভাল রকম জখম হয়েছে। এই লোকগুলো এখানে আগেও অনেকের কাছ থেকে লুটপাট করেছে সন্দেহ নেই–তাই ওদেরও সহজ শিকার মনে করেছিল।

সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল ওরা। বলা যায় না, আরও লোকজন নিয়ে ওদের বন্ধুবান্ধব হামলা করতে পারে। চোখের আড়াল হওয়ার আগে পিছন ফিরে দৃশ্যটা আবার দেখল স্যাম। ওই মৃত লোকটা অল্পক্ষণ আগেই দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে হম্বিতম্বি করছিল, আর এখন নদীর ধারে ভেজা মাটির ওপর সে একটা লাশ হয়ে পড়ে আছে। জীবনে অনেক ফাইটই দেখেছে স্যাম, কিন্তু কাউকে মরতে দেখা, এই প্রথম।

ওই রাতে আর কোথাও থামল না ওরা। ঝামেলা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোচ্ছে।

মোটামুটি ওই দিকটাই নির্দিষ্ট রেখে এগিয়ে চলল ওরা। টিঙ্কার তার মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্যামও কিছু জিনিস বদলা-বদলির ব্যবসা করল।

টেক্সাসের জেফারসনে পৌঁছে সাপ্লাই সংগ্রহ করে শহরের বাইরে ওই রাতের জন্য ক্যাম্প করল। আগুনে কফি চাপিয়ে খাবার জোগাড় করছে স্যাম। এই সময়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে টিঙ্কারকে সাবধান করার জন্যে ঘুরে দেখল লোকটা আগুনের আলো থেকে দূরে অন্ধকারে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনের ধারেই অপেক্ষায় থাকল স্যাম। লোকগুলো ভাববে সে একাই আছে।

দূরেই ঘোড়া থামাল আরোহীরা। ওদের একজন নিচু স্বরে হাঁকল, 'হ্যালো, ক্যাম্পে কে আছ? আমরা আসতে পারি?'

'বন্ধু হলে এগিয়ে এসো,' সাড়া দিল স্যাম। 'কফি তৈরি হচ্ছে।'

পশ্চিমে দূর থেকে সাড়া না দিয়ে কোন বাড়ি বা আগুনের কাছে এগিয়ে যাওয়ার রীতি নেই। এই নিয়ম নিরাপদও বটে।

ওরা সংখ্যায় তিনজন। একজন স্যামের সমবয়সী বাকি দুজন

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। পরনে বুনো এলাকায় বাস করার উপযোগী পোশাক। প্রত্যেকেই ভালভাবে অস্ত্রে সজ্জিত। দেখে বোঝা যায় ওরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'নিচে নেমে আগুনের ধারে বসো। আমরা শান্তিপ্রিয় লোক।'

ঘোড়া থেকে নামল ওরা। সতর্ক চোখে সব লক্ষ করল। টিঙ্কারের হাতে ছুরিটাও ওদের চোখ এড়ায়নি।

'এই যে ছুরির মালিক,' কালো চুলের সুদর্শন লোকটা বলল, 'তুমি কি ঝামেলা চাইছ?'

'খুঁজছি না, তবে ঝামেলার জন্যে তৈরি আছি,' জবাব দিল টিঙ্কার।

সুগঠিত লম্বা লোকটা আগুনের ধারে এগিয়ে এল। 'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে দেশান্তরে যাচ্ছ,' সহজ সুরেই মন্তব্য করল সে। 'আমিও একসময়ে তাই করেছিলাম...টেনেসি থেকে টেক্সাসে চলে এসেছি।' ইঙ্গিতে সঙ্গী দুজনকে দেখাল সে। 'এরা আদি টেক্সান।'

আগুনের পাশে বসল লোকটা। স্যাম ওর দিকে কফি এগিয়ে দিল। অন্য দুজনও এবার এগিয়ে এসে বসল। কাউকে এতগুলো করে পিস্তল বয়ে বেড়াতে এই প্রথম দেখল স্যাম। বেশির ভাগ লোক একটাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এই লোকের বেল্টে ঝুলছে দুটো, একটা কোমরে গোঁজা আছে। এছাড়া দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে ওর কোটের পকেটে আরও একটা ছোট পিস্তল রয়েছে।

পিস্তলে গুলি ভরতে সময় খরচ হয়, তাই যার একবারে অনেকগুলো গুলি ছোঁড়ার প্রয়োজন তাকে বাধ্য হয়েই একটার বেশি সাথে রাখতে হয়। মিসৌরির ওদিকে একজন আউল ছিল যে হামলা করার সময় ছয়টা পিস্তল সাথে নিত। কেউ কেউ সুবিধার জন্যে এমন পিস্তল ব্যবহার করে যেগুলোর সিলিন্ডার চট

করে বদলে ফেলা যায়। ওদের পকেটে থাকে লোড করা বাড়তি সিলিন্ডার।

টিঙ্কার এগিয়ে এল আগুনের ধারে। ওর কোমরে ঝোলানো ছুরিগুলো এবারে দেখতে পেল সবাই।

'পিস্তল ব্যবহার করো না তুমি?'

'যেকোন মানুষের গুলির চেয়ে দ্রুত ছুরি ছুঁড়তে পারি আমি।'

কমবয়সী লোকটা হেসে উঠল। 'তুমি ভুল মানুষকে ওকথা শোনাচ্ছ।' আমাদের কালেন পৃথিবীর সেরা পিস্তলবাজ। ড্র করার সাথেই গুলি ছুঁড়তে পারে ও।

আড়চোখে কালো চুলের লোকটাকে দেখল টিঙ্কার। 'তুমিই কি কলিন বেকার?'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম।' পাশেরজনকে দেখিয়ে সে বলল, 'এ হচ্ছে বব লী, আর ওটা সিড ল্যাম্বার্ট।'

'আমি টিঙ্কার, আর আমার সঙ্গীর নাম স্যাম স্লোন।'

'তোমার রঙ ইন্ডিয়ানদের মতই,' মন্তব্য করল কালেন। 'কিন্তু চেহারায় তা মনে হয় না।'

'আমি একজন জিপসি,' বলল সে। অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল স্যাম। জিপসিদের অনেক গল্পই সে শুনেছে, কিন্তু জানত না তাদেরই একজনের সাথে তার পরিচয় হয়েছে। শোনা যায় জিপসিরা অত্যন্ত কৌশলী আর ভবঘুরে স্বভাবের হয়। টিঙ্কারও তাই।

কালেন আর তার সঙ্গী দুজন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ছিল। ওদের খাওয়া শেষ হলে স্যাম বলল, 'তোমরা ঘুমাতে চাইলে ঘুমিয়ে নাও। আমি আর টিঙ্কার পালা করে পাহারায় থাকব। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'তোমরা মিছে আমাদের জন্যে ঝামেলা মাথায় নিতে চাচ্ছ,'

বলল বব লী। 'আমরা কার্পেটব্যাগ আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি বলে গভর্নর ডেভিসের লোক আমাদের পিছনে লেগেছে।'

'আমার এখন আউটকাস্ট,' সায় দিল কালেন।

'আমার লোকজন জন্মজন্মান্তর ধরে আউটকাস্ট,' বলল টিঙ্কার।

'আমার জানা মতে কোন স্লোন কখনও আউটল বা আউটকাস্ট ছিল না। কিন্তু অন্যদিকে কোন স্লোন তার ক্যাম্পফায়ার থেকে কাউকে ফিরিয়েও দেয়নি। তোমরা বিনা দ্বিধায় আমাদের সাথে রাত কাটাতে পারো।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে নিয়ে সিড আর বব আগুন ছেড়ে ঝোপের আড়ালে ঘুমাতে গেল। স্যামের সাথে গল্প করার উদ্দেশ্যে কফির কাপ হাতে আগুনের ধারেই রয়ে গেল কালেন।

'তুমি টেনেসি ছেড়ে পশ্চিমে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলে?'

'ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায়। টেনেসির পাহাড়ে থেকে সারাজীবন কঠিন পরিশ্রম করলেও কেউ বড়লোক হতে পারবে না।'

নিজের কাপটা আবার ভরে নিল কালেন। তারপর দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাপের গরমটা উপভোগ করল।

'আমিও ওই একই কারণে টেনেসি ছেড়েছিলাম।' অনেকটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল বেকারের কথা।

কথার মোড় ঘুরিয়ে কালেনের ফাস্ট ড্র সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করল স্যাম।

'আমি অনেক ভেবেচিন্তে নিজের জন্যে এই পদ্ধতিটা বের করে নিয়েছি,' বলল সে। 'মানুষের বিপদ সাধারণত হঠাৎ করেই আসে। ওই সময়ে তৎক্ষণাৎ পিস্তল হাতে তৈরি হতে না পারলে

মানুষকে মরতে হয়। পিস্তলের মাথায় তাক করার জন্যে যে মাছিটা বসানো থাকে, রেত আর সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে আমার পিস্তল থেকে সেটা মসৃণ করে নিয়েছি। তাই পিস্তল বের করার সময়ে খাপের সাথে বেধে ওটা বাধার সৃষ্টি করে না। রিভলভিং পিস্তল আবিষ্কার করে স্যামুয়েল কোল্ট আমাদের সবারই উপকার করেছে।

'আত্মরক্ষার সবথেকে ভাল উপায় হচ্ছে পিস্তল বের করেই গুলি ছোঁড়া। তাক করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, পিস্তলের নলটাকে আঙুল নির্দেশ করার মত ধরতে হবে। তবে এর জন্যে চাই প্রচুর প্র্যাকটিস। নয় মাস অভ্যাস করার পর আমি প্রথম এই পদ্ধতি ব্যবহার করি।'

'তুমি পিস্তল ব্যবহার করো?'

'না, আমার কেবল একটা পুরোনো রাইফেল ছিল। সেটাই ব্যবহার করেছি। এখন সেটাও আর নেই।'

'তাহলে তুমি কম সময়েই এই পদ্ধতি রপ্ত করতে পারবে। কারণ তাক করে গুলি ছোঁড়ার অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে না।'

শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করল কালেন। 'একটা লোক আমাকে বিরক্ত করছিল–এটা ওর থেকেই নেয়া। পশ্চিমে তোমার একটা গান দরকার হবে। এটা .৩৬ ক্যালিবারের ওয়ালশ নেভি পিস্তল। এতে বারোটা গুলি ধরে।

'বারোটা!' অবাক হলো স্যাম। 'দেখতে তো ছয় গুলির পিস্তলের মতই দেখাচ্ছে।'

'ওজনেও প্রায় সমান। দেখেছ? দুটো ট্রিগার, ঘোড়াও দুটো। এটা খুব ভাল পিস্তল–লম্বা নল থাকায় এর নিশানাও অব্যর্থ। কিন্তু আকারে এটা আমার জন্যে বেশি বড়। এটা তুমি রাখো।'

'ধন্যবাদ, কালেন। সত্যিই একটা অস্ত্রের অভাব আমি অনুভব

করছিলাম।'

পিস্তলটা লম্বায় বারো ইঞ্চির চেয়ে একটু বড়ই হবে। ওজন দুই পাউন্ড। আখরোট কাঠের হাতল। ১৮৫৯ সাঁলের ছাপ রয়েছে ওটার গায়ে। চমৎকার অস্ত্র–দেখতে একেবারে ঝকঝকে আনকোরা দেখাচ্ছে।

'প্যাকটিস করতে হবে…গুলি ছোঁড়ার আগে বেশ কিছুদিন পিস্তল বের করে লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ করা প্র্যাকটিস করলে দেখবে তোমার সব গুলি ঠিকই লক্ষ্য ভেদ করছে।'

কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বেকার।

'হ্যাঁ, আরও একটা কথা।' কঠিন সবুজ চোখে স্যামকে দেখল সে। 'মনে রেখো পশ্চিমে কেউ কোমরে পিস্তল ঝোলালে ধরে নেয়া হয় ওটার ব্যবহার জানে সে। এখানে শো দেখাতে কেউ পিস্তল ঝোলায় না।'

ভোরের আলো ফুটতেই ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সঙ্গী দুজনকে নিয়ে কালেন বিদায় নিল। টিঙ্কার আর স্যাম পায়ে হেঁটে পশ্চিমে রওনা হলো। নতুন পাওয়া পিস্তলটা নিয়ে পথ চলার ফাঁকে প্রচুর প্র্যাকটিস করছে স্যাম। ওটা যে কখন কাজে লাগবে তা কেউ বলতে পারে না।

ল্যাঙফোর্ডদের কোন চিহ্ন ওরা দেখতে পায়নি বটে, কিন্তু জানে, ওই তিনজন খুব বেশি পিছনে নেই। ওরা স্যামকে হত্যা করতে আসছে।

## তিন

টেনেসির পাহাড় ছেড়ে আসার ছমাস পর টেক্সাসের স্যান অগাস্টিনে পৌঁছল স্যাম আর টিঙ্কার।

পুরোনো শহর। এখানে এসে স্যামের মনে হচ্ছে যেন বাড়িতেই ফিরে এসেছে। লাল-মাটির পাহাড়ের সারি সারি পাইন গাছ। যেদিকেই তাকানো যাক দেখা যায় চেরোকী গোলাপ ফুটে আছে।

শহরের শহরতলির কাছে গাছের তলায় ক্যাম্প করেছে ওরা। বদলা-বদলি করে পাওয়া একটা পিস্তল স্যামের জন্য মেরামত করছে টিঙ্কার। পথচারী এক বুড়ো আগ্রহের সাথে ওর কাজ দেখছে।

কিছুক্ষণ টিঙ্কারের কাজ দেখার পর লোকটা বলল, 'এখানে কোন গানস্মিথ নেই। তুমি এখানে থেকে গেলে ভালই রোজগার করতে পারবে।'

'শুধু গানস্মিথের কাজই নয়, ও ঘড়ি মেরামতের মত জটিল কাজও জানে,' বলে উঠল স্যাম।

'তাই নাকি? বেলমন্টদের একটা ঘড়ি আছে–দেখার মত একটা ঘড়ি, কিন্তু অনেকদিন হলো অচল পড়ে আছে।'

কাপে কফি ভরে বুড়োর দিকে এগিয়ে দিল টিঙ্কার। নতুন

উৎসাহে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসল সে।

'এই শহরটা ১৭১৭ সালে স্প্যানিশরা গড়ে তুলেছিল। তবে পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে যখন বোঝা গেল ফ্রেঞ্চদের আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে, তখন একটা দুর্গ তৈরি করা হলো– স্টেটের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই শহরে একটা ইউনিভার্সিটিও চালু ছিল।'

লোকটা কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের যাচাই করে দেখে বলল, 'তোমাদের জায়গায় আমি হলে, চোখ-কান খোলা রাখতাম। তোমাদের সন্ধানে কিছু লোক আসছে।'

'একই রকম দেখতে লম্বা তিনজন লোক?'

'তাই। দেখেই বোঝা যায় ওরা সহজ লোক নয়। গতকালই শহরে পৌঁছেচে।'

'লোকগুলো ওরই মামা,' ব্যাখ্যা করল টিঙ্কার। 'ওকে হত্যা করতে চায়।'

'নিজের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে লড়ার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু নেই।' কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল বুড়ো। 'আমি খেয়ালী মানুষ; প্রথম নজরে কাউকে ভাল না লাগলে তাকে আর কখনও পছন্দ হয় না। তোমরা সাবধান থেকো বাছা।'

বুড়ো চলে যাওয়ার আগেই আড়চোখে স্যামের দিকে তাকাল টিঙ্কার। 'তুমি তাহলে পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়েছ?'

কোট সরিয়ে কোমরের পিস্তলটা দেখাল স্যাম। 'আমি এখনও ওস্তাদ হতে পারিনি বটে, কিন্তু লড়তে পিছপা হব না।'

স্যান অগাস্টিন টেক্সাসের বর্ডারের বেশ দক্ষিণে। স্যামের এদিকে আসার কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু টিঙ্কার বলেছে এদিকে বেশ কিছু বড় বড় র‍্যাঞ্চ আছে, যারা গরু ড্রাইভ করে পশ্চিমে নেয়।

কিন্তু ল্যাঙফোর্ডদের এত জলদি ওদের খোঁজ পাওয়ার কি কারণ হতে পারে? ওরা কি জানত স্যাম কোনদিকে যাচ্ছে?

'ঝামেলা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে লাভ নেই–এসো এখান থেকে আমরা সরে পড়ি।'

'মনে কোরো না এতে তোমাদের সমস্যা দূর হবে,' বলল বুড়ো। 'সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে রুখে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করা।'

'কিন্তু ওরা আমার আঙ্কেল!'

বুড়ো তামাকের একটা টুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে চিবাতে চিবাতে বলল, 'এটা এড়িয়ে গেলে তোমার কোন লাভ হবে না, বাছা, ওরা তোমার মাথার জন্য একশো ডলার দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। হত্যা না করে ওরা তোমায় ছাড়বে না।'

এতে স্যান অগাস্টিনের অনেক অকর্মা লোকই ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। 'কিন্তু সব জানার পরেও আমি ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না–ওদেরই আগে ঝামেলা সৃষ্টি করতে হবে।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওই ল্যাঙফোর্ডদের ওর প্রতি পারিবারিক কোন টান বা দুর্বলতা নেই।

কাজ শেষ করে টিঙ্কার সবকিছু গুছিয়ে নিল।

স্যান অগাস্টিন সুন্দর, কিন্তু এমন কোন জায়গা নয় যেখানে কেউ বড়লোক হতে পারে। বুড়োকে প্রশ্ন করল টিঙ্কার, 'গ্যালভেস্টন গাল্‌ফ্ থেকে আমরা কত দূরে আছি?'

'বেশি দূরে নয়–নদী ধরে দক্ষিণে গেলেই গাল্‌ফ্।'

'তাহলে এটা সমদ্রগামী লোকজনের অবসর নেয়ার জন্যে বেশ ভাল একটা জায়গা?'

'তুমি কি প্রশ্ন করছ, নাকি নিজের মনেই ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

'আরে না,' হেসে বুড়োর দিকে তাকাল টিঙ্কার। 'আমি জিজ্ঞেস করছি।'

বুড়ো ট্রেইল দেখিয়ে বলল, 'ওই পথে তেরো চোদ্দ মাইল দূরে হিগিনসরা থাকে।'

রওনা হলো ওরা। পোয়াতি ঘোড়াটার সাথে হেঁটেই এগোল। ওই দুই চাকার গাড়িটার ওপর স্যাম একটা বিজ্ঞপ্তি এঁটে দিয়েছে, 'টুকিটাকি যেকোন মেরামতের কাজ করা হয়।'

মাইল দশেক এগোবার পর একটা মেয়েকে দেখতে পেল ওরা। মেয়েটার বয়স চোদ্দ বছরের বেশি হবে না। মেয়েটা সুন্দরী, সন্দেহ নেই।

মেয়েটা প্রথমে টিঙ্কারকে দেখল। তারপর দুচাকার গাড়ির ওপর লেখাটা পড়ে দেখল।

'আমাদের একটা ঘড়ি আছে, ওটা মেরামত করা দরকার। আমি স্যালি হিগিনস।'

মেয়েটা যেভাবে কথাটা বলল তাতে মনে হলো এখনই ট্রাম্পেট বাজিয়ে ওকে স্বাগত জানানো উচিত। নামে ওদের চেনে না স্যাম। হাওয়ার ওপর বিচরণ করছে যেন স্যালি।

বাড়িটা সত্যিই বিশাল। প্রচুর ওক আর এল্‌ম্‌ গাছ রয়েছে ভিতরে।

'তুমি কি একজন টিঙ্কার?' স্যামকে প্রশ্ন করল স্যালি।

'না, ম্যাম, আমি স্যাম স্লোন। পশ্চিমে যাচ্ছি।'

'ওহ্?' নাক উঁচাল মেয়েটা। 'তুমি তাহলে ভবঘুরে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। বেশির ভাগ মানুষই কোন না কোন সময়ে মুভ করে।' ভুলে যেয়ো না মৌমাছি মুভ করেই মধু সংগ্রহ করে। এই এলাকায় সম্ভবত এটাই সব থেকে সুন্দর বাড়ি।'

'তা ঠিক,' গর্বের সাথে বলল স্যালি। 'হিগিনসরা বনেদী বংশ,

ভার্জিনিয়া থেকে এখানে এসেছে।'

'মুভার্স?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার স্যামের দিকে তাকিয়ে টিঙ্কারের দিকে ফিরল স্যালি। 'কাজের লোকের প্রবেশ পথ বাড়ির পিছন দিকে।'

'তুমি ভুল লোকের সাথে কথা বলছ। আমরা কারও চাকর নই। তোমাদের যদি ঘড়ি ঠিক করাতে হয় তাহলে আমরা সামনের দরজা দিয়েই ঢুকব, নইলে ঘড়ি ঠিক হবে না।'

কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল টিঙ্কার, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

'তোমার সাথে নয়, আমি টিঙ্কারের সাথে কথা বলছিলাম। কি কাজ করো তুমি? নাকি কিছুই করো না?'

বাড়ির ভিতর থেকে একজন চাকর বেরিয়ে এসে ঘোড়াটাকে ধরার পর নিচে নামল স্যালি। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, 'মিস্টার টিঙ্কার, তুমি আমাকে অনুসরণ করো। তোমার সঙ্গী ইচ্ছা করলে এখানেই অপেক্ষা করতে পারে।'

বাড়িটার দিকে চেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলো স্যাম। সত্যিই তো, বড়াই করার মত কি আছে তার? ওর পরনে রয়েছে একটা মলিন বাকস্কিনের কোট আর খয়ে যাওয়া একজোড়া বুট। ওই বড়লোক মেয়েটার সাথে এভাবে কথা বলাটা তার মোটেও উচিত হয়নি।

খোয়ার রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসল স্যাম। ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি জলদি করো, বাচ্চাটা হোক তারপরে আমি সবাইকে দেখিয়ে ছাড়ব।'

পায়ের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখল শক্ত গড়নের এক বুড়ো এগিয়ে আসছে। মাথার চুল আর গোঁফ সাদা, স্প্যানিশদের মতই গায়ের রঙ।

স্যামের সামনে এসে লোকটা থামল। 'তুমি কি এখানে

কারও জন্যে অপেক্ষা করছ?' লোকটার গলার স্বর গমগমে। অনেকটা আর্মি অফিসারদের মত।

'আমি টিঙ্কারের সাথে এখানে এসেছি। মিস হিগিনস একটা ঘড়ি মেরামত করতে আমাদের ডেকে এনেছে। মেয়েটা আমাকে চাকরের দরজা দিয়ে ভিতরে যেতে বলেছিল। আমি অস্বীকার করেছি।'

'আমি জনেথন ওয়াকার, স্যালির মামা। আমি তোমার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি।'

'আমি স্যাম স্লোন।'

'নামটা চেনাচেনা ঠেকছে। একজন স্লোনকে আমি চিনতাম, লোকটা ল্যাঙফোর্ড পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল।'

'আমার বাবা, ম্যাক্স স্লোন।'

'তাই নাকি? এখন সে কোথায়?'

মায়ের মৃত্যুর পর স্যামকে বিল ডাইকের কাছে রেখে ম্যাক্সের চলে যাওয়ার কথা জনেথনকে জানাল সে।

'আমার বিশ্বাস হয় না বাবা মারা গেছে। ল্যাঙফোর্ডরা দাবি করে বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

একটু হাসল জনেথন। 'আমি বলব তোমার বিবেচনা যথেষ্ট ভাল,' বলল সে। 'ম্যাক্স স্লোন বড় শক্ত লোক। সহজে কেউ ওকে মারতে পারবে না।'

'তুমি বাবাকে চিনতে?' অবাক হলো স্যাম। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল অবাক হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। এটা হিগিনসদের প্ল্যানটেশন–সমুদ্রগামী এক নাবিকের খোঁজই করেছিল টিঙ্কার।

'আমি ওকে ভাল করেই চিনতাম। এক সময়ে আমরা সহকর্মীও ছিলাম।' দরজার দিকে ঘুরল জনেথন। 'এসো মিস্টার

স্লোন, ভিতরে চলো।'

'আমি এখানে সমাদর পাইনি,' আড়ষ্ট হয়ে বলল সে।

জনেথনের চেহারা শক্ত হয়ে ওঠায় বোঝা গেল লোকটার রাগ বেশি। 'তুমি আমার অতিথি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'এবং আমি বলছি তুমি আমন্ত্রিত। ভিতরে এসো।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকে প্রথমেই স্যালির দেখা পেল স্যাম।

'আঙ্কেল জনেথন, ওই ছেলেটা টিঙ্কারের সাথে এসেছে।'

'স্যালি, মিস্টার স্লোন আমার অতিথি। তুমি পিটারকে বলো ও আমাদের সাথে ডিনার খাবে।'

'কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল স্যালি, কিন্তু সুযোগ পেল না। ওকে এখনই খবরটা জানিয়ে দাও।'

কথাটা জনেথন যে সুরে বলল সেটা আদেশ দিতে অভ্যস্ত। এবং কারও তা অমান্য করার উপায় নেই।

'জ্বি, আঙ্কেল,' বলল স্যালি। কিন্তু যেভাবে প্রস্থান করল তাতে ওর প্রতিটা অঙ্গ এর প্রতিবাদ করল। স্যামের হাসতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখল সে।

জনেথন হাতের ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলে বাড়ির অন্য একটা অংশের দিকে এগোল। উঁচু উঁচু দরজা পেরোবার সময়ে স্যাম ভালভাবেই উপলব্ধি করল এরা সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ।

একটা হল পেরিয়ে বড় একটা কামরায় ঢুকল জনেথন। উল্টো পাশের দেয়ালে দুটো বর্শা ক্রস করে ঝোলানো আছে। 'জুলু—দক্ষিণ আফ্রিকার,' বলল সে।

উঁচু ছাদের কামরাটার চারপাশে থরেথরে বই সাজানো রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা চমৎকার কারুকাজ করা পাথরের মূর্তি। স্যামকে কৌতূহলী হতে দেখে জনেথন বলল, 'খুব পুরোনো

জিনিস, লিবিয়ার। খুব সুন্দর, তাই না?'

'এটা টিঙ্কার দেখতে পেলে খুব আনন্দ পেত। লোকটা শিল্পের পুজারি।'

'সে কি সুন্দর জিনিস পছন্দ করে?'

'হ্যাঁ, ওর হাতের কাজ খুব ভাল। ওর হাতে সুন্দর জিনিস আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। ওর তৈরি ছুরি দেখলে তুমি অবাক হবে। আমরা দুজনই ওই ছুরি দিয়ে শেভ করি।'

'এই টিঙ্কার কোথাকার লোক?'

'পাহাড়ের থেকে আমরা একসাথেই এসেছি। ওখানে ব্যবসা করত সে।'

হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে একটু ভদ্রস্থ হলো স্যাম। লাইব্রেরি ঘরে ফিরে দেখল জনেথন একটা চার্ট দেখছে। স্যামকে দেখে ওটা গুটিয়ে রাখায় স্যাম ওটা দেখার সুযোগ পেল না।

উঠে গিয়ে সাইডবোর্ড থেকে দুগ্লাস ওয়াইন ঢেলে নিয়ে এল জনেথন। একটা গ্লাস স্যামের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'মদিরা। দেশটা এই মদের ওপরই গড়ে উঠেছে। ওয়াশিংটন এই মদ খেয়েছে, জেফারসনও খেয়েছে। প্রত্যেকটা কৃতদাসের জাহাজেই প্ল্যানটারদের অর্ডারে ব্যারেলের পর ব্যারেল এই মদ আফ্রিকা থেকে এসেছে।'

টেবিলে বসার পর মদটা চেখে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'তোমার ভবিষ্যৎ প্ল্যানটা কি, মিস্টার স্লোন? বলছিলে তুমি পশ্চিমে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ক্যালিফোর্নিয়া বা পশ্চিমে আর কোথাও যাব।'

'ক্যালিফোর্নিয়া অত্যন্ত সুন্দর জায়গা। আমারও ইচ্ছা ছিল ওখানেই বসবাস করব, কিন্তু মানুষের জীবনে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যায়, সত্যিই বিচিত্র সব ঘটনা।'

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যামের দিকে চেয়ে থেকে সে আবার বলল, 'তাহলে তুমিই ম্যাক্স স্লোনের ছেলে। তুমি ওর মত লম্বা হওনি বটে, তবে তোমার কাঁধ খুব চওড়া।' আবার ওয়াইনে চুমুক দিল সে। 'আচ্ছা, সে তোমাকে কখনও আমার কথা বলেছে?'

'না, স্যার। সে নিজের সম্পর্কে বা তার কাজ সম্পর্কে খুব কমই আলাপ করত। আমার মনে হয় মাকেও সে খুব কম কথাই বলেছে।'

'খুব বুদ্ধিমান লোক...অত্যন্ত জ্ঞানী। এমন জীবন যারা কাটায়নি তারা ঠিক বুঝবে না। তোমার বাবা কোনদিনও ছাপোষা মানুষ ছিল না। অলসভাবে আগুনের ধারে সময় কাটানো ওর ধাতে ছিল না।'

একটা চুরুট ধরাল জনেথন। 'তাহলে ম্যাক্স তোমাকে কখনও মেক্সিকান যুদ্ধের কথা বলেনি? বা পাদ্রে দ্বীপে যাদের কবর দিতে সাহায্য করেছিল, তাদের কথা?'

'না।'

'আচ্ছা, বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে কি ম্যাক্স তোমাকে কিছু দিয়ে গেছিল? অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ভাবে শুধু তোমার জন্যে?'

'কিছুই না। যাওয়ার সময়ে আমার কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কেবল কিছু উপদেশ দিয়েছিল।'

একটু হাসল সে। এই সময়ে বাড়ির ভিতরে কোথাও একটা মৃদু ঘণ্টা বাজার আওয়াজ হলো।

'চলো, ভিতরে যাই। ডিনার সার্ভ করা হয়েছে।' উঠে দাঁড়াল জনেথন। 'তোমাকে আগেই বলে রাখছি, কেউ যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহলে অপমানটা গায়ে মেখো না।

'আসলে কথা হচ্ছে এটা আমারই বাড়ি, এবং আমারই

প্ল্যানটেশন। এখানে বহুদিন অনুপস্থিতির সুযোগে আমার বোনের স্বামী জন হিগিনস আমাকে সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ফন্দি এঁটেছিল। আমার ফিরে আসাটা সে মোটেও পছন্দ করতে পারেনি।'

ওয়াইন শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল জনেথন। 'মিস্টার স্লোন, যেকোন মানুষকে গান বা সোর্ড দিয়ে মোকাবেলা করা যায়, কিন্তু একাউন্টেন্ট থেকে সাবধান। ওরা তোমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।'

ডাইনিঙ কামরায় ঢুকে অবাক হলো স্যাম। এতবড় ডাইনিঙরুম বা টেবিল সে আগে কখনও দেখেনি।

'টিঙ্কারও কি এখানে আসবে, স্যার?'

'সেই রকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

স্যামকে দেখে নাক উঁচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল স্যালি। সাদা গাউন পরা মেয়েটাকে ঠিক রাজকুমারীর মতই দেখাচ্ছে। স্যামের মনে হলো এত সুন্দরী আর এত নীচ মেয়ে সে আর দেখেনি।

কিন্তু স্যালির তুলনায় ওর বাপের চেহারা আরও বেশি বিদ্বেষপূর্ণ দেখাচ্ছে। খাটো লোকটার মাথাজোড়া টাক। স্যামের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল সে। ওর চোখে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

'সত্যি, জনেথন,' বলল সে, 'আমরা তোমার অভ্যাস আর চালচলন সম্পর্কে জানি, কিন্তু তোমার নিজের বাড়িতে তোমার বোন আর আমার মেয়ের সামনে এই ধরনের লোকজনকে আপ্যায়ন করাটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?'

ওর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জনেথন বলল, 'মিস্টার স্যাম স্লোন, আমার ভগ্নিপতি, জন হিগিনস, আর আমার বোন লিলি হিগিনস। আর এ আমার দ্বিতীয় বোন ভার্জিনিয়া ওয়াকার।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলে স্যাম ছোট্ট একটা কুর্নিশ করে বলল, 'আমার সৌভাগ্য।'

অবাক হলেও হাত বাড়িয়ে দিল ভার্জিনিয়া। মেয়েটা সুন্দরী, বয়স উনিশের মত হবে। 'মিস্টার স্লোন, তুমি ডিনারে আমার পাশে বসলে আমি খুশি হব,' বলল সে।

এই সময়ে একজন নিগ্রো চাকর দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'মিস্টার কসমো লেঙগ্রো!' লোকটা আর কেউ নয়–টিঙ্কার!

কিন্তু এতদিন যে টিঙ্কারকে স্যাম চিনত এটা সেই টিঙ্কার নয়। দরজির তৈরি ইস্তিরি করা একটা দামী কালো সুট ওর পরনে, সাথে কুঁচি দেয়া ধবধবে সাদা ডিনার শার্ট। পরিপাটি করে ছাঁটা গোঁফ, চুলটাও যত্নের সাথে আঁচড়ানো। মোট কথা সুদর্শন চেহারার একজন রোমান্টিক যুবকের মতই দেখাচ্ছে ওকে।

জনেথন ওয়াকার ঘুরে তাকিয়ে টিঙ্কারকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। টিঙ্কার আর কাউকে দেখছে না, সরাসরি জনেথনের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওই দাঁড়াবার ভঙ্গিটা স্যাম চেনে। যেকোন মুহূর্তে ছুরি ছুঁড়ে সে সামনের লোকটাকে হত্যা করতে পারে। নদীর পাড়েও ওই ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়েছিল সে।

টিঙ্কার কোমর থেকে দেহ ভাঁজ করে কুর্নিশ জানাল। 'বহু বছর পরে আবার দেখা–তাই না ক্যাপ্টেন?'

ভার্জিনিয়া অবাক বিস্ময় নিয়ে নিজের ভাইকে দেখল। জন হিগিনসের চেহারা আড়ষ্ট হলো। কিন্তু স্যামের চেয়ে বেশি অবাক আর কেউ হয়নি।

মাথা না ফিরিয়েই স্যামের সাথে কথা বলল ওয়াকার।

'তুমিও কি এর সাথে জড়িত? তুমি জানতে ও আমাকে চেনে?'

'আমি ওর ঠিক নামটাও আজকের আগে জানতাম না।

পাহাড় থেকে এত দূরে কেউ ওকে চিনতে পারে, এটাও আমার জানা ছিল না।'

মলিন বাকস্কিনের কোট পরা অবস্থায় এই ডিনার টেবিলে তাকে কেমন দেখাচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল স্যাম।

নাক উঁচু স্যালি স্যামের দিকে আড়চোখেও একবার তাকায়নি। কিন্তু ভার্জিনিয়া সব ঘাটতি পুষিয়ে দিল।

'ভার্জিনিয়া নামটা আমায় মানায় না,' বলল সে। 'তুমি আমাকে জিন নামেই ডেকো–আমার ভাই আমাকে ওই নামেই ডাকে।'

টেবিলে যেসব কথাবার্তা চলেছে তাতে অংশ নিতে পারছে না স্যাম। তাই সে চুপচাপ শোনার সিদ্ধান্তই নিল। কিন্তু জিন তা হতে দিল না। বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে প্রশ্ন করে স্যামকে সে কথায় ব্যস্ত রাখল। ম্যাক্স স্লোনের কথা থেকে শুরু করে পাহাড়ের কেবিনটার কথা, চেরোকী ইন্ডিয়ানদের কথা, ফাঁদ পেতে শিকার ধরার কথা, সবই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিল।

খাওয়া শেষ হলে স্যাম আর টিঙ্কারকে নিয়ে জনেথন তার লাইব্রেরিতে এসে ঢুকল। খাবার টেবিলে যে অস্বস্তিকর একটা টেনশন বিরাজ করছিল সেটা আর এখন নেই।

'ঠিক আছে, লেঙগ্রো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জনেথন, 'তোমার এখানে আসাটা নেহাৎ দৈবক্রম নয়, কোন কারণ রয়েছে...সেটা কি?'

'সোনা,' সরাসরি জবাব দিল টিঙ্কার। 'সোনার কারণেই এসেছি। এর জন্যে আমরা বহুদিন অপেক্ষা করেছি।'

'আমরা?'

'অতীতে আমরা কখনও বন্ধু ছিলাম না,' শান্ত সুরে বলল টিঙ্কার, 'কিন্তু সেটা অতীত। আমরা জানি ওখানে সোনা রয়েছে,

অতীতের বিদ্বেষ ভুলে এখন আমাদের মিলিত শক্তিতে কাজ করাই উচিত।'

'ও কতখানি জানে?' স্যামকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল জনেথন।

'খুব সামান্যই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওর বাবা সবই জানত। সোনা ঠিক কোন জায়গায় আছে তার সন্ধান একমাত্র সেই জানে।'

'ম্যাক্স কি বেঁচে আছে?'

'তুমিই হয়তো ওই প্রশ্নের সঠিক জবাবটা দিতে পারবে।'

'ইঙ্গিতে আমিই ওকে হত্যা করেছি কিনা জানতে চাইলে বলব তা আমি করিনি।'

'তোমরা যা বলছ তার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' বলে উঠল স্যাম। 'কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস সে বেঁচেই আছে–কোথাও।'

'তুমি আমাকে বলেছিলে তার ফিরে আসার প্ল্যান ছিল,' মন্তব্য করল টিঙ্কার। 'তোমার কি মনে হয় ইচ্ছে করেও সে দূরে সরে থাকতে পারে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভেবে নিল স্যাম। তার বাবা সব দিক দিয়ে কঠিন আর মারাত্মক লোক ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আদর্শ বাবা আর স্বামীও ছিল। বাসায় বাবাকে সে কখনও চড়া গলায় কথা বলতে শোনেনি।

'তার পক্ষে ফেরত আসা সম্ভব হলে সে অবশ্যই ফিরত।'

'তাহলে সে নিশ্চয় মারা গেছে,' বলল টিঙ্কার।

'অথবা আটকে রেখে তার ফিরে আসা ঠেকানো হয়েছে,' মন্তব্য করল জনেথন। 'যেমন আমাকে চার বছর রাখা হয়েছিল।'

অনেক রাত পর্যন্ত ওদের মধ্যে আলাপ চলল। স্যামের কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বুঝল কেন টিঙ্কার পাহাড়ে

ঘুরঘুর করত, এবং কেনইবা লোকটা টেক্সাস ছেড়ে আরও পশ্চিমে যেতে রাজি হয়নি।

ওটা ছিল ১৮৬৮ সাল। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মেক্সিকোর যুদ্ধ থেকেই এই ঘটনার শুরু।

ক্যাপ্টেন ওয়াকার নিউ ইয়র্ক থেকে জেনারেল জ্যাখারি টেইলরের আর্মির জন্য জাহাজে করে গোলা-বারুদ নিয়ে রিও গ্রান্ডের মোহনায় পৌঁছল। জাহাজের হেড নাবিক ছিল টিঙ্কার। জাহাজ থেকে স্টীমারে লোড করে নদীপথে সাপ্লাই নিয়ে যাওয়ার কথা।

ক্যাপ্টেন ওয়াকার কড়া শাসনে জাহাজ চালাত বলে শ্রদ্ধা পেলেও ক্রুরা কেউ ওকে পছন্দ করত না—টিঙ্কারও না।

ঘটনার রাতে ডেকে ছিল ক্যাপ্টেন আর টিঙ্কার। নদীর অন্য পাড়ে মেক্সিকো। হঠাৎ মেক্সিকোর তীর থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। কিছুক্ষণ পরেই মেক্সিকান সৈনিকদের নৌকা এসে ভিড়ল জাহাজের গায়ে। টিঙ্কারের সাথে ওরা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলল। তখনও ওয়াকারের স্প্যানিশ ভাষা জানা ছিল না—যদিও পরে জেলে বসে ভাষাটা শেখার প্রচুর সময় পেয়েছিল সে।

নৌকা নিয়ে ফেরত যাওয়ার সময়ে ওরা জানিয়ে গেল জেল থেকে ফেরারী এক আসামীকে ওরা খুঁজছে। লোকটাকে জীবন্ত ধরতে পারলে পাঁচশো পেসো পুরস্কার পাওয়া যাবে।

'পাঁচশো পেসো পুরস্কার!' বলেছিল টিঙ্কার। 'লোকটা যেই হোক, সে নিশ্চয় এমন কোন মূল্যবান তথ্য জানে যেজন্যে ওরা এত টাকা খরচ করে ওকে জীবন্ত ধরতে চায়।'

'তা সে জানে,' অন্ধকার ডেক থেকে একটা স্বর শোনা গেল। উপসাগর থেকে জাহাজের নঙ্গর ফেলা শিকল বেয়ে ডেকে উঠে

এসেছে কেউ। লোকটা এগিয়ে এল। প্যান্ট থেকে উপরের দিকটা নগ্ন– খালি পা–ভেজা দেহ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে–লোকটা ম্যাক্স স্লোন।

আমি যা জানি তাতে আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যাব,' বলল সে। প্রমাণ হিসেবে পকেট থেকে একটা চকচকে সোনার মুদ্রা বের করে দেখাল স্লোন।

'এটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে এক মিলিয়ন ডলার নয়–এক মিলিয়ন এই রকম মুদ্রা আছে।

তিরিশ বছর আগে জলদস্যু এবং ক্রীতদাস ব্যবসায়ী জিন লাফিটের একটা জাহাজ পাদ্রে দ্বীপের দক্ষিণে চরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। মাত্র পাঁচজন যাত্রী বেঁচে পাড়ে পৌঁছেছিল। তাদের দুজন ইন্ডিয়ানদের হাতে মারা পড়ল। বাকি তিনজন ছোট একটা গ্রামে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ওই গ্রামের সামরিক অফিসারের হাতে কিছু সোনার মুদ্রা সহ ধরা পড়ল। ওই লোভী অফিসার জলদস্যুদের ওপর অনেক নির্যাতন করেও সোনার উৎস বের করতে না পেরে ওদের হত্যা করার হুমকি দিল। অফিসার জানত না যে ওই লোকগুলো কত কঠিন। জেলের গার্ডকে হত্যা করে পালাবার সময়ে একজন মারা পড়লেও বাকি দুজন বেমালুম সরে পড়ল। ওদের একজন ক্যাপ্টেন ম্যাক্স স্লোনের স্টীম বোটে রাঁধুনীর চাকরি নিল, আর অন্যজন হলো জেরি ল্যাঙফোর্ডের তথ্য পাওয়ার উৎস। ওর কাছ থেকেই জেরি জানল যে আরও একজন বোম্বেটে সোনা বোঝাই জাহাজটার অবস্থান জানে, যে ক্যাপ্টেন স্লোনের জাহাজে কাজ করে। রাঁধুনীকে হত্যা করার চেষ্টায় বাধ সাধল স্লোন। ওকে বাঁচাতে গিয়ে একজনকে হত্যাও করল। সেই থেকেই ল্যাঙফোর্ড পরিবারের সাথে স্লোনের বিরোধ। কৃতজ্ঞ রাঁধুনী ম্যাক্সকে সব কথা খুলে বলাতেই সোনার খোঁজ পেয়েছিল।

'ল্যাঙফোর্ডরা যারা জানে তাদের সবাইকে হত্যা করে কেবল নিজেরাই সব সোনা ভোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক খুঁজেও তারা ডুবে যাওয়া জাহাজটার সন্ধান পায়নি।'

ওয়াকারের লাইব্রেরিতে বসে সব কথাই শুনল স্যাম। বাবার সম্পর্কে কত কমই না সে জানে! তার মাও এত কথা জানত কিনা সন্দেহ।

'কিন্তু তুমি কিভাবে জানো যে ওরা সোনা খুঁজে পায়নি?' প্রশ্ন করল স্যাম।

'খুঁজে পেলে ওরা তোমার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটত না।'

ওই রাতেই ঠিক হলো যে মেক্সিকোতে গরু কিনে ওগুলোকে উপসাগরের তীর ঘেঁষে তাড়িয়ে উত্তর দিকে আনার দায়িত্ব স্যামকেই নিতে হবে, কারণ টিঙ্কার বা জনেথনকে মেক্সিকানরা চিনে ফেলতে পারে। টেক্সাস সীমান্তের কাছে গালফের তীরে জনেথনের যে র‍্যাঞ্চটা আছে সেখানেই আপাতত গরু তাড়িয়ে এনে স্টক করা যাবে। মেক্সিকো থেকে গরু আনার পথে মাঝেমাঝে সাগরের তীরে ক্যাম্প করে সোনা খোঁজা হবে। চিঠি লিখে গরু কেনার ব্যবস্থা করে খোঁজাখুজির জন্যে বেশ কয়েকটা ট্রিপ দেয়ার দরকার হতে পারে। জনেথন আর টিঙ্কার কাউহ্যান্ড হিসেবে পরে স্যামের সাথে যোগ দেবে।

সহজ প্ল্যান। কাউহ্যান্ডরা সোনা খুঁজছে এটা কেউ সন্দেহ করবে না। তাছাড়া ওই পথে যথেষ্ট ঘাস আর ঈষৎ লোনা পানি থাকায় ওই পথ যুক্তিসঙ্গতও হবে।

'তুমি নিশ্চিত যে ম্যাক্স কোন ম্যাপ বা দিকের নির্দেশ রেখে যায়নি তোমাকে গাইড করার জন্যে?' প্রশ্ন করল টিঙ্কার।

'যাওয়ার সময়ে সে আমাকে কিছুই দিয়ে যায়নি—কোন ম্যাপ

থাকলেও সেটা হয়তো নিজেই কাজে লাগাবার জন্যে কাছে রেখেছে।'

উঠে দাঁড়াল জনেথন। 'আমার ভগ্নিপতি হয়তো তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। আমার র‍্যাঞ্চে কাজ করার জন্যে তোমাদের রাখা হয়েছে বলাই যথেষ্ট।'

'তাহলে এটাই স্থির হলো? মেক্সিকোর দিকে রওনা হচ্ছি আমরা?' প্রশ্ন করল টিঙ্কার।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্যাম। 'বেশি সোনা দেখা আমার ভাগ্যে কখনও জোটেনি। এখন একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যোগ্যতায় বাবার অর্ধেক হতে পারলেও আমি ধন্য হব।'

## চার

তিন দিনের দিন বিকেল বেলা ওরা তিনজন জনেথনের র‍্যাঞ্চের ঘাসের চাপড়ায় ছাওয়া র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছল। জনেথন পাহাড়ের ঢালে গুহা খুঁড়ে কাজ চালাবার মত একটা বাড়ি তৈরি করে নিয়েছিল। ভিতরে কয়েকটা বাঙ্কের ব্যবস্থাও আছে।

হঠাৎ দরজা খুলে একজন কঠিন চেহারার লোক বেরিয়ে এল। ওর মুখে খোঁচাখোঁচা কালো দাড়ি। কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দেখেই বোঝা যায় লোকটা পিস্তলবাজ।

'আমি ওয়াকার,' বলল জনেথন। 'এই র‍্যাঞ্চের মালিক। তুমি কে?'

লোকটা জনেথনের দিকে চেয়ে থাকল, কোন জবাব দিল না। এবার দরজায় আরও একজনের আবির্ভাব ঘটলে প্রথমজন তাকে বলল, 'এই লোক দাবি করছে সেই মালিক। আমরা কি ওকে উচিত জবাবটা শুনিয়ে দেব?'

'সেটাই ভাল।'

'ঠিক আছে।' ওয়াকারের দিক থেকে টিঙ্কারের দিকে তাকাল সে। 'এখন আর তোমরা এর মালিক নও। এটা আমাদের। তোমাদের এখান থেকে সরে পড়ার জন্যে আমরা অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। র‍্যাঞ্চটা বেশ বড়, তাই এখনই রওনা হলে তা তোমাদের জন্যেই ভাল হবে।'

জনেথন কিছু বলার আগেই মুখ খুলল স্যাম। এসব ক্ষেত্রে বাপের রাগটাই পেয়েছে ও।

'মিস্টার ওয়াকারের কথা তোমরা শুনেছ। যথাযথ দলিল করেই এটা কেনা হয়েছে। এখানে জবরদখল সহ্য করা হয় না। তোমরা আমাদের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিয়েছিলে। আমি তোমাদের দুমিনিটের বেশি সময় দেব না।'

মুহূর্তে লোকটার হাতে পিস্তল উঠে এল। অথচ পিস্তল বের করার চিন্তা তখনও স্যামের মাথাতেই আসেনি।

'তুমি বেশ দ্রুত ড্র করেছ,' বলল স্যাম, 'কিন্তু এখনও তোমাকে ওটা শূট করতে হবে। তবে আমাকে মারার অনেক আগেই তুমি আমার গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। এই কালেনের কথাই ধরো, আমাকে ড্র শেখাবার সময়ে সে বলেছিল–'

'কে? কার কথা বললে তুমি?'

'কালেন,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'কালেন বেকার। সে

বলেছিল–'

'কালেন বেকার তোমাকে ড্র করা শিখিয়েছে?' লোকটা সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশে তাকাল। 'সে কি তোমাদের সাথে রাইড করছে?'

'ওর আমাদের সাথেই ক্যাম্প করার কথা। কালেনের সাথে সিড ল্যাম্বার্ট আর বব লীও আছে। ওরা এখানেই আমাদের সাথে দেখা করবে। গভর্নর ডেভিস ওদের পিছনে লোকজন লাগিয়েছে, তাই ওরা দক্ষিণে সরে আসছে।'

মুখে কালো দাড়িওয়ালা লোকটা ওদের তিনজনকে আরেকবার একে একে দেখে পিছিয়ে পিস্তল খাপে ভরল।

'আমি জানতাম না তোমরা কালেন বেকারের বন্ধু। ওর, বা ওর দলের কারও সাথে আমরা বিরোধে যেতে চাই না।'

'তাহলে তোমাদের দুটো চয়েস আছে,' বলল স্যাম। 'ব্রাউন্সভিল, অথবা কর্পাস ক্রিস্টি। ওরা এসে পড়ার আগেই আমি কফি চাপাতে চাই–কালেনের ফ্রেশ কপি খুব পছন্দ।'

আর দ্বিতীয় কথা না বলে ঘোড়া নিয়ে ওরা ছুটে পালাল। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর জনেথনের দিকে তাকাল টিঙ্কার। 'ম্যাক্সের ছেলের কাণ্ডটা দেখলে? খোলা পিস্তলের মুখেও কেমন শান্ত স্বরে কথা বলে লোকগুলোকে ভাগাল?'

'কালেন সত্যিই আমাদের সাথে ক্যাম্প করেছিল।' বলল স্যাম। 'এবং সন্দেহ নেই আমাদের কফিও সে পছন্দ করেছিল।'

বাড়িটা পরিষ্কার করে খাওয়া সারতে মাঝরাত হলো। বাঙ্কে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল ওরা।

সকালেই রেঞ্জটা একটু ঘুরে দেখতে বেরোল ওরা। একটা খাঁজে কিছু ষাঁড় আর গরু ইতস্তত চরছে। মালিক থাকা সত্ত্বেও এগুলো এখন বুনো লঙহর্ন। কেউ যদি ভাবে সে গরু হ্যান্ডল করতে পারে, প্রথমে তার টেক্সাস লঙহর্ন দেখা উচিত। মাথা

তুললে এগুলো ঘোড়ার চেয়েও উঁচু। এদের শিঙ একটা মানুষ কাঁধ বরাবর দুপাশে হাত বাড়ালে যত লম্বা হয়, তার সমান–ডগাগুলো বাঁক নিয়ে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠেছে। ওজনে এরা ষোলোশো পাউন্ডের বেশিই হবে। কাউবয়ের দিকে তেড়ে এলে গুলি করা ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না।

ছোট একটা উপত্যকায় একটা ইয়াকাল (jacal মেক্সিকান কুঁড়েঘর) রয়েছে। ওদিকেই এগোল জনেথন। ওটার চারপাশ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভিতরে চমৎকার একটা বাগান আর কোরাল। কাছে এগিয়ে জানালা দিয়ে একটা রাইফেলের নল বেরোতে দেখল স্যাম। দরজা দিয়ে গানবেল্ট পরা একজন লম্বা মেক্সিকান বেরিয়ে এল। জনেথনের দিকে চোখ পড়তেই লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'সেন্‌ইয়র! হোয়ানিতা, সেন্‌ইয়র ফিরে এসেছে!'

গান ব্যারেলটা জানালা থেকে অদৃশ্য হলো। দরজায় এসে দাঁড়াল একটা সুন্দরী মেয়ে।

'টিঙ্কার, স্যাম... এ হচ্ছে জাপাতা,' পরিচয় করিয়ে দিল ওয়াকার। 'আমরা পুরোনো বন্ধু।'

পরদিনই দক্ষিণে ব্রাউন্সভিলের দিকে রওনা হলো ওরা চারজন। স্যাম, জাপাতা, টিঙ্কার আর ওয়াকার। স্যাম তার ঘোড়াটা জাপাতার ওখানেই রেখে এসেছে। শীঘ্রি ওটার বাচ্চা হবে– এবং এসব ব্যাপারে জাপাতার স্ত্রী অভিজ্ঞ।

শওনি টেইল ধরেই এগোচ্ছে ওরা। পথে অনেকগুলো ক্যাটল ড্রাইভ উত্তরে ক্যানসাসের দিকে যেতে দেখল।

দ্বিতীয় দিন ছয় ঘোড়ায় টানা একটা চমৎকার কোচ পার হলো। ঘোড়ার পিঠে ছয়জন গার্ড ওটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে।

'অমন কোচ এই এলাকায় একজনেরই আছে,' স্যামকে জানাল জনেথন। 'সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন রিচার্ড কিঙ। লোকটা অনেকগুলো জাহাজ আর একটা বিশাল র্যাঞ্চের মালিক।' (এই কিঙ র্যাঞ্চ আজও পৃথিবীর সব থেকে বড় র্যাঞ্চ)।

গার্ডদের একজন জনেথনকে চিনতে পেরে চিৎকার করে ডাকল। গলা বাড়িয়ে জনেথনকে দেখতে পেয়ে কোচ থামানোর নির্দেশ দিল কিঙ।

'জনেথন,' বলল সে, 'এ আমার স্ত্রী হেনরিয়েটা। হেনরিয়েটা, এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন জনেথন ওয়াকার।'

ব্রাউন্সভিলে ওদের পৃথক হতে হবে। গরুর চার্জ বুঝে নিতে স্যাম আর জাপাতা মেক্সিকোতে ঢুকবে, আর বাকি দুজন কাউহ্যান্ড হিসেবে পরে ওদের সাথে যোগ দেবে।

ছোট শহর ব্রাউন্সভিল। লোকসংখ্যা হাজার তিনেক হবে। মেক্সিকোতে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে স্যাম যা কিনল সেগুলো হচ্ছে একটা নতুন হেনরি রাইফেল, ওটার জন্যে এক হাজার ·৪৪ গুলি, পিস্তলের জন্যে হাজার রাউন্ড ·৩৬ গুলি, ঝোপ আর কাঁটা গাছের খোঁচা থেকে বাঁচার জন্যে এক জোড়া শ্যাপস, একটা কালো সুট, আর একটা গাঢ় নীল শার্ট।

হেনরি হচ্ছে একটা চমৎকার রাইফেল। যারা ব্যবহার করে তাদের মতে হাজার গজের মধ্যে ওটার নিশানা অব্যর্থ। ওতে একবারে আটাশটা গুলি ধরে।

দুপুর বেলা টিঙ্কার আর জনেথনের হাত মিলিয়ে বিদায় নিয়ে স্যাম আর জাপাতা নদী পার হয়ে মেক্সিকোর মাটামোরাসে ঢুকল।

একটা জিনিসের বড্ড অভাব বোধ করছে স্যাম। কোমরে ঝোলাবার মত মনের মত একটা ছুরি সে আজও পায়নি। টিঙ্কারকে অনেক পটিয়েও ওর থেকে একটা ছুরি বাগাতে পারেনি। শেষে একটা স্টোরে ঢুকে কিছু বাওয়ি নাইফ দেখে একটা পছন্দ করল। ওটা টিঙ্কারের ছুরির মত না হলেও ব্যালেন্সটা ভাল।

দোকানির টাকা শোধ করে দোকানের ভিতরেই ছুরিটা বেল্টে ঝুলাবার জন্যে একটু দাঁড়াল সে। ওই ক্ষণিকের জন্যে থামাই ওকে সরাসরি ঝামেলার মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকে বাঁচাল।

মাত্র দশফুট তফাতেই বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান ডাইক!

স্যামের দিকে পিছন ফিরে একটা লোকের সাথে আলাপ করছে ড্যান। ওর পিছন দিক আর মুখের একটা পাশই কেবল দেখতে পাচ্ছে স্যাম। কিন্তু বাঁকা নাকটা দেখেই সে ড্যানকে চিনতে পেরেছে। কারণ, ওটা তারই কীর্তি।

ড্যান যার সাথে কথা বলছে তাকে এবার খুঁটিয়ে দেখল স্যাম। ওর মাথায় এব্রাহাম লিঙ্কনের মত উঁচু হ্যাট, পরনে লেজওয়ালা কালো কোট, মুখটা লম্বা, পরনে একটা আধময়লা শার্ট, টাইটা দূর থেকেও একটু তেল চিটচিটে দেখাচ্ছে। ওর চোখ দুটো নিষ্ঠুর।

ফুটপাথে নেমে ধীর পায়ে ড্যানের পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করল স্যাম। কুঁকড়ে রয়েছে সে–মনে হচ্ছে যেন ওরা দুজনই ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে। যেকোন মুহূর্তে ওদের কারও বুলেটে সে বিদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে ফিরে দেখল ওরা এখনও কথা বলছে।

ওই লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি স্যাম। কিন্তু ধারণা

করছে এই লোকটাই রিভার গ্যাম্বলার ফিলিপ। রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে পিছন ফিরে দেখল এখনও ওরা কথা বলছে। ওরা যে উদ্দেশ্যেই এখানে এসে থাকুক, স্যাম বেশ বুঝতে পারছে তাকে কেন্দ্র করেই সব ঘুরছে।

যে ক্যানটিনে জাপাতাকে বসিয়ে ছুরি কিনতে গেছিল, সোজা সেখানেই ঢুকল স্যাম। জাপাতার টেবিলে বসে সে বলল, 'তোমার ড্রিঙ্কটা পুরোপুরি উপভোগ করে নাও। আমাদের আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'আজ রাতেই?'

'কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে যত জলদি সম্ভব আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

একটু সুস্থির হয়ে বিয়ারে চুমুক দেয়ার ফাঁকে এর কারণ ব্যাখ্যা করল স্যাম। মিসিসিপি থেকে এত দূরে এখানেও ফিলিপের নামটা এদের কাছে পরিচিত। তাই জাপাতা আপত্তি তুলল না।

'একটা কথা,' বলল সে, 'আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে, কারণ খবর পাওয়া গেছে যে দক্ষিণে কোথাও একজন কয়েদী জেল থেকে পালিয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে সে নাকি সীমান্তের দিকেই আসছে। এবং মেক্সিকান সৈনিকরা ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

ওরা যখন লিভারি-আস্তাবল লণ্ঠনের হলুদ আলোর বৃত্তটা পার হলো তখন রাত বারোটা বাজে। দেয়ালে হেলান দিয়ে আস্তাবল রক্ষী ঘুমাচ্ছে।

নিজেদের ঘোড়া দুটো আস্তাবল থেকে হাঁটিয়ে বের করে আস্তাবলের ভাড়া হিসেবে এক পেসো ঘুমন্ত লোকটার কোলে ফেলে ওকে না জাগিয়েই ঘোড়ার পিঠে উঠল ওরা। ক্যানটিন

থেকে বাজনার সুর ভেসে আসছে।

রওনা হওয়ার সময়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে জাপাতার মনে হলো যেন ক্যানটিনের দরজায় দাঁড়ানো একটা লম্বা লোকের বুট আর হ্যাটের মাথা দেখতে পেল সে—অবশ্য এটা ওর মনের ভুলও হতে পারে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে শহরটাকে বহু পিছনে ফেলে এল ওরা। নিস্তব্ধ রাত, ঝোপের ভিতর ঝিঁঝি পোকার একটানা গান ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ওদের সামনে লম্বা যাত্রা পড়ে রয়েছে। যেখানে ওরা গরু কিনতে যাচ্ছে সেটা সান্তা তিরেসার দক্ষিণ পশ্চিমের একটা র‍্যাঞ্চ। সমুদ্রের তীরে ওটারই কিছু উত্তরে কোথাও সোনা রয়েছে।

যতদূর জানা গেছে তাতে বর্তমানে একমাত্র ম্যাক্স স্লোনই ওই সোনার জাহাজ কোথায় ডুবেছে তার সঠিক অবস্থান জানে। ল্যাঙফোর্ডরা মনে করেছিল এলাকার বর্ণনা থেকেই ওরা জাহাজটা খুঁজে বের করতে পারবে, তাই দ্বিতীয় যে ব্যক্তি জানত তাকে খুন করেছিল। জেরির ম্যাপে কেবল একটাই ভিতরে ঢোকার পথ দেখানো ছিল—যেখানে আসলে রয়েছে প্রায় চল্লিশটা। এগুলো পরে উপশাখা হয়ে রীতিমত একটা গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই ওরা অনেক খুঁজেও জায়গা মত পৌঁছতে পারেনি।

'সৈনিকরা আমাদের থামাতে পারে,' সতর্ক করল জাপাতা। 'ওদের না চটানোই ভাল, কারণ ওরা নৃশংস ডাকাতদের চেয়েও ভয়ানক।'

চলার পথে স্যামের বারবার ঘুরেফিরে কেবল জিন ওয়াকারের কথাই মনে পড়ছে। মেয়েটা হয়তো স্যামের চেয়ে কিছু বড়ই হবে, কিন্তু যেকোন পুরুষের চোখে ধরার মত অত্যন্ত মধুর আর কামনীয়। কিন্তু মনেপ্রাণে চাইলেও ওকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে

ভাবতে বাধছে, কারণ তার নিজের কিছুই নেই, আর মেয়েটা অত্যন্ত ধনী পরিবারের মেয়ে।...স্যালি হিগিনসের কথাও ওর মনে পড়ছে। হয়তো দু'তিন বছরের মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর জিভ আর উঁচু নাকের গর্ব...অসহ্য।

ভোরের আলো ফোটার অল্প আগেই ওরা ট্রেইল ছেড়ে ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকল। আধমাইল এগোনোর পর পর্যাপ্ত ঘাস আর ছোট্ট একটা ঝর্নার পাশে ওরা বিশ্রাম নেয়ার জন্য ক্যাম্প করল। ঘাস খাওয়ার জন্যে ঘোড়া দুটোকে লম্বা দড়ির সাথে খুঁটি দিয়ে বেঁধে ওরা ঘুমাতে গেল। দুমিনিটের মধ্যেই জাপাতা ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু স্যামের ঘুম আসতে দেরি হচ্ছে। বিভিন্ন চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়।

সে অবাক হয়ে ভাবছে এতসব ঝামেলার মোকাবিলা করেছে তার বাবা। সে স্যামকে অনেক কিছু শিখিয়েছে–সব সময়েই শিখিয়েছে, এরই ফাঁকে সোনা কোথায় আছে সেটাও কি তার অজান্তেই শিখিয়েছে?

নিজের অতীত স্মৃতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে সোনার খোঁজ পেল না স্যাম। কেবল বেদনাই বাড়ল। মা এখন আর নেই...বাবা? কে বলতে পারে সে এখন কোথায়। ওই সময়ে কেউ ঘর ছেড়ে বেরোলে তার কোন নিরাপত্তা থাকত না। ইন্ডিয়ান...রেনেগেড... ডাকাত... জুয়াচোরের খপ্পর বা ড্রাইগালশিঙ...সব রকম উৎপাতই ঘটতে পারে। কিন্তু ল্যাঙফোর্ডরা ওকে মারতে পারে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

# পাঁচ

পরবর্তী কয়েকদিন ফিলিপ বা ল্যাঙফোর্ডদের কারও দেখা পাওয়া গেল না।

সান্তা তিরেসা একটা শান্তিপ্রিয় গ্রামের মতই। বাচ্চা নিয়ে মুরগি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওখানে টরটিয়ার যে স্বাদ ওরা পেল, তা এর আগে বা পরেও বহুদিন পায়নি। টরটিয়া হচ্ছে ভুট্টার আটার রুটি। কিভাবে খামির করা হয় তার ওপরই নির্ভর করে এর স্বাদ।

সেনইঅর উয়োয়া তার তিনশো গরু বিক্রি করল। লোকটা খুব ভাল। গরুগুলো কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্যে সে তিনজন লোকও দিল। চারদিন পর সান্তা তিরেসার উত্তরের ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। কিন্তু ওখানে কোন লোকের দেখা পাওয়া গেল না। টিঙ্কার আর জনেথনের এখানেই দলে যোগ দেয়ার কথা।

এখান থেকেই উয়োয়ার কাউহ্যান্ডরা ফিরে যাবে। এ পর্যন্ত ঘাস ভাল ছিল বলে কোন ঝামেলা হয়নি, কিন্তু এরপর যাত্রা কঠিন হয়ে উঠবে।

ক্যাম্প করে মাত্র আগুন জ্বালা হয়েছে, এই সময়ে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসার আওয়াজ শোনা গেল। ক্যাম্পটা ঘিরে ফেলল ওরা। সৈনিকের দল ওদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে।

ওদের অফিসার পাতলা গড়নের একটা বুনো লোক। সে গরুগুলোর ব্র্যান্ড চেক করে আগুনের ধারে ফিরে এল।

'এখানকার চার্জে কে আছে?' স্প্যানিশ ভাষায় প্রশ্ন করল অফিসার।

ইশারায় স্যামকে দেখিয়ে জাপাতা বলল, 'ওই আমেরিকান। আমরা গরুগুলো সেনইঅর উয়োয়ার কাছ থেকে কিনেছি। এগুলোকে আমরা টেক্সাসে নিয়ে যাচ্ছি।'

'মিথ্যে কথা!'

'না, সেনইঅর,' বলে উঠল উয়োয়ার একজন কাউবয়। 'আমি উয়োয়ার র‍্যাঞ্চেরই লোক। আমরা তিনজন এই ক্যাম্প পর্যন্ত গরুগুলো পৌঁছে দিতে এসেছি। ওদের নিজস্ব রাইডার এখানেই দলে যোগ দিয়ে বাকি পথ ওগুলোকে তাড়িয়ে নেবে। এটাই সত্যি, সেনইঅর।'

'কঠিন ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে স্লোনকে দেখল অফিসার। 'তোমার নাম?'

'স্যাম, সেনইঅর' বলল সে। ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় নামটা বলল না। ওটা হয়তো ওর পরিচিত হতে পারে।

রুষ্ট চোখে স্যামকে খুঁটিয়ে দেখল অফিসার। 'তুমি সেনইঅর কিঙকে চেনো?'

'কয়েকদিন আগেই আমরা তার সাথে কথা বলেছি। সে তার স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ব্রাউন্সভিল যাচ্ছিল।' সীমান্তের দুধারেই কিঙ পরিচিত এবং সম্মানিত।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখল অফিসার। 'একটা কথা, সেনইঅর। একজন কয়েদী জেল থেকে পালিয়েছে। ওকে আমরা চাই। তুমি যদি পথে কোথাও তার দেখা পাও তাহলে তৎক্ষণাৎ ওকে আটক করে আমার কাছে খবর

পাঠাবে। কেউ তার সাহায্য করলে তাকে গুলি করা হবে।' আর কোন কথা না বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সে বিদায় নিলো।

ওরা বিদায় নেয়ার পর উয়োয়ার কর্মচারীটা চেহারা গম্ভীর করে বলল, 'সেনইঅর, ওই লোকটার নাম অ্যানটোনিও হেরারা–খুব খারাপ লোক। ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল।'

বিদায় নেয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হলো ওরা তিনজন। যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। অবশ্য এজন্যে ওদের দোষ দেয়া যায় না। এটা ওদের সমস্যা নয়।

উয়োয়ার লোকজন চলে যাওয়ার পর জাপাতা ঘোড়া নিয়ে গুরুগুলোকে রাতের জন্য জড়ো করতে গেল। স্যাম বারবার উত্তরের ট্রেইলের দিকে তাকাচ্ছে টিঙ্কার আর জনেথনকে দেখার আশায়।

জাপাতা ফিরলে সে বলল, 'সাহায্য আসুক বা না আসুক, কাল সকালেই আমরা সীমান্তের দিকে রওনা হব।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল জাপাতা। 'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বন্ধু। ওই হেরারা লোকটা খুব খারাপ।'

ওরা সান্তা তিরেসার কয়েক মাইল উত্তরে সমুদ্রের কাছাকাছি ক্যাম্প করেছে। চারপাশে প্রচুর ঝোপঝাড়, কাছেই কিছু জলাভূমিও রয়েছে।

'ওই পলাতক কয়েদী সহজে ধরা দেবে না,' মন্তব্য করল জাপাতা। 'লোকটা পালাবার সময়ে একজন গার্ডকে খুন করেছে। ওর ওপর অনেক নির্যাতন করা হয়েছে, সেনইঅর। শুনেছি সে নাকি কোন ধনরত্নের সন্ধান জানে।'

'ধনরত্ন?' প্রশ্ন করল স্যাম।

'হ্যাঁ, সেনইঅর। ওটা বোম্বেটে লাফিটের ধন। তিরিশ বছর

আগে ওটা হারিয়েছিল। এখান থেকে কিছুটা উত্তরে ওই জাহাজটা ডুবে যায়। বহু লোক অনেক খুঁজেও ওটার সন্ধান পায়নি–তবে হেরেরা আর তার বাবা এর পিছনে হন্যে হয়ে লেগে আছে।'

'আগামীকাল ভোর হওয়ার একঘণ্টা আগেই আমরা রওনা হব। বিশ মাইল পথ পাড়ি দেব!'

'অনেক লম্বা পথ,' সন্দেহ প্রকাশ করল জাপাতা।

দূরে কোথাও একটা কয়োটি ডেকে উঠল। আরও কাছে সাগরের ঢেউ ভাঙার শব্দ কানে আসছে। কিছুটা সামনেই লাগুনা মাদ্রের জলরাশি।

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই রওনা হয়ে গেল ওরা। ব্লুরোন ষাঁড়টাই লীড নিল। শুরু থেকে ওটাই লীড দিয়ে এসেছে। চলার পথে ঘাসও খাচ্ছে। প্রথম তিন ঘণ্টা এভাবেই চলল। তারপর ওদের চলার গতি বাড়াল স্যাম। মাঝেমাঝে পিস্তলের বাঁটটা মুঠো করে ধরছে সে। বিপদের মুহূর্তে পিস্তলের বাঁটের চেয়ে স্বস্তিদায়ক আর কিছু নেই।

নিজেদের রাইডার দুজনের জন্যে সামনের টেইলের ওপর চোখ রাখছে ওরা।

ওদের ডানদিকে, অর্থাৎ পুবে সমুদ্র। বারবার ওদিকে তাকাচ্ছে স্যাম। কারণ জীবনে কখনও সমুদ্র দেখেনি সে। হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত পানি মানুষের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আনে। ওখানেই কোথাও পানির তলায় রয়েছে সোনা, রূপা, হীরে-জহরতে ভরা একটা জাহাজ।

সোনার কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছে স্যাম। ওই লাফিট–সে কেবল জলদস্যু আর কৃতদাস ব্যবসায়ীই ছিল না, সে একজন দক্ষ কামারও ছিল। নিউ অরল্যান্সে ওর একটা দোকান ছিল যেখানে ক্রীতদাসরা কাজ করত। সে এবং তার ভাই...কিন্তু

এসব কথা সে জানল কিভাবে?

এটা কি টিঙ্কার বা জনেথন উল্লেখ করেছিল? মনে হয় না...তবে? সে কি এসব কল্পনা করছে?

জাপাতা ঘোড়াটাকে পিছিয়ে স্যামের পাশে চলে এল। ওর ডান ঘোড়াটা ঘেমে উঠেছে। জাপাতা নিজেও অত্যন্ত ক্লান্ত।

'সেনইঅর,' বলল সে, 'আমাদের থামতেই হবে।'

কিন্তু এখনও বিশ মাইল পথ আসেনি ওরা। 'ঠিক আছে,' বলল স্যাম। 'কিন্তু আমরা সারারাতের জন্যে থামছি না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হব।'

স্যামের দিকে চেয়ে থাকল জাপাতা। তারপর কাঁধ উঁচাল। আসলে মাত্র দুজনের পক্ষে এতগুলো গরু সামলানো সত্যিই কঠিন কাজ। উয়োয়ার তিনজন লোক চলে যাওয়ার পরে ওদের এক পাও নড়ার কথা নয়, ওখানেই টিঙ্কার আর জনেথনের জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল।

যেখানে ভাল ঘাস জন্মেছে সেখানে গরুগুলোকে জড়ো করে থামাল ওরা। সমতল জমির ওপর দিয়ে পানির একটা সরু ধারা ধীর গতিতে লেগুনের দিকে বয়ে চলেছে।

একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিল জাপাতা। ওরা দুজনেই ক্লান্ত, কিন্তু স্যামের মত জাপাতাও তার পিস্তল আর রাইফেলের থেকে ধুলো ঝেড়ে কলকজা পরীক্ষা করে দেখল।

'আমি ওদের জেলে বন্দী হতে রাজি না,' বলে উঠল স্যাম। 'ওই হেরারার যদি আমাকে ধরতে হয় তাহলে ওকে কঠিন পথেই তা করতে হবে।'

'ওর বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না।'

'তাহলে তুমিই বলো, প্রয়োজন হলে আমরা লড়ব?'

'প্রথমে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চেষ্টা করব। যদি তা কোনভাবেই

সম্ভব না হয় তাহলে লড়ব।'

চার ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর আবার রওনা হলো ওরা। মাঝ রাতে ওরা ছোট্টগ্রাম গুয়াদালুপের কাছে থামল। এখানে সব লোনা পানি।

'আমরা এখানেই ক্যাম্প করব,' বলল স্যাম। 'ওই গোল টিলাটার কাছে ঝর্না থেকে ভাল পানি পাওয়া যাবে।'

হাঁ করে স্যামের দিকে চেয়ে রইল জাপাতা। 'এ কথা তুমি জানো কিভাবে?' প্রশ্ন করল সে। 'সেনইঅর ওয়াকার বলেছিল তুমি আগে কখনও মেক্সিকোয় আসোনি।'

'আমি–' জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল স্যাম। সত্যিই তো–সে মেক্সিকোতে কখনও আসেনি। তবু সে জানে–কিন্তু কিভাবে? ওয়াকার তাকে বলেছে? কিন্তু সে বলেনি। তবে?

দেখা গেল ওখানেই আছে একটা ঝর্না। কাছেই একটা গাছের গায়ে একটা নাম খোদাই করা আছে 'এম.এস.এল'। টেনেসির পাহাড়ে কেবিনের কাছে বড় পাইন গাছটার গায়েও ওই রকম লেখা আছে। তার বাবা ম্যাক্স স্লোন স্যামের সামনেই ওটা লিখেছিল। অর্থাৎ ম্যাক্স এখানে এসেছিল!

জাপাতা ওটা দেখেনি, বা দেখলেও খেয়াল করল না। জনেথন ওকে কতটা বলেছে জানে না স্যাম। কিছু অবশ্যই বলেছে...কিন্তু সব নয়।

গরুগুলো কোন ঝামেলাই করল না। পা ভাঁজ করে বসে ঝিমাতে ঝিমাতে জাবর কাটা শুরু করল।

'ঘুমিয়ে পড়ো,' জাপাতাকে বলল স্যাম। 'আমি পাহারায় থাকব।'

জাপাতা এত ক্লান্ত যে কোন অপত্তি তুলল না। স্যাম ভিতরে ভিতরে এত উত্তেজিত যে এখন ওর কিছুতেই ঘুম আসবে না।

ম্যাক্স ওকে এই জায়গার বর্ণনা দিয়েছিল যেটা সে ভুলে গেছিল। কিন্তু ওর অবচেতন মনের ওটা ঠিকই স্মরণ ছিল। তাই সে সচেতন ভাবে চিন্তা না করেও ঠিক জায়গা মতই এসে হাজির হয়েছে। এখন ম্যাক্স তাকে ঠিক কি বলেছিল সেটা তার মনে করতে হবে। তার বাবা নিশ্চয় তাকে কেবল একটা অংশ বলেনি, পুরোটাই বলেছিল।

কখন বলেছিল? অনেককাল পিছিয়ে ভাবতে শুরু করল স্যাম। ওর বয়স তখন মাত্র দশ বছর। মা অসুস্থ। একান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া ম্যাক্স কিছু বলে না। কিন্তু এই কথাগুলো যেন তার কচি মনে গেঁথে থাকে সেজন্যে সে নিশ্চয় এর খুঁটিনাটি বর্ণনা বারবার জোর দিয়ে বলেছে। এখন তাকে কেবল কথাগুলো মনে করতে হবে।

কিন্তু মন এমনই একটা জিনিস যে ইচ্ছা করলেই মনে করা যাবে এমন কোন কথা নেই। অত্যন্ত পরিচিত লোকের নাম মনে করতেও অনেক সময়ে মানুষ হিমশিম খেয়ে যায়।

মরা ঝোপের কিছু ডাল জড়ো করে আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিল স্যাম। হঠাৎ দেহের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল। ডান ঘোড়াটার দিকে তাকাল সে। ক্লান্ত হলেও কান খাড়া করে মাথা উঁচিয়ে অন্ধকারে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

পিস্তলটা স্যামের কোমরেই ঝুলছে। ওটাকে খাপ থেকে একটু আলগা করে রাখল, যেন প্রয়োজনে দ্রুত বের করা যায়।

ওখানে কিছু একটা রয়েছে।

ভূত-প্রেতে স্যামের তেমন বিশ্বাস নেই। তবু রাতের বেলায় কবরখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে অকারণেই হাঁটার গতি বেড়ে যায়। কেবলই মনে হয় পিছন থেকে কিছু যেন এগিয়ে আসছে।

সাগরের তীরে এখানে কতজন মরেছে তা কে জানে? শুধু লাফিটের জাহাজেই তো ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশজন। ওরা সবাই এখন মৃত।

ওখানে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে। এটা ওই ডান ঘোড়াটা যেমন জানে স্যামও তেমনি বুঝতে পারছে। একটাই তফাত–ঘোড়াটা বাতাস শুঁকে নিশ্চিত জানে ওটা কি–স্যাম জানে না। কিন্তু ওখানে কি আছে ঘোড়া তা বলবে না।

জাপাতাকে জাগাতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু লোকটা ভাববে কি? ভয় সে সত্যিই পেয়েছে, কিন্তু তাই বলে স্বীকার করবে?

এবার পিস্তলের হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল স্যাম। শেষে ওটা বের করে কোলে রাখল। ভয়ের কাছে হারতে সে রাজি নয়। তাহলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে।

আগুনের আলোর গণ্ডীর বাইরে পায়ের চাপে বালু ধসে পড়ার শব্দ স্যামের কানে স্পষ্ট ধরা পড়ল। শব্দের দিকে পিস্তল তাক করে অপেক্ষা করছে স্যাম।

বেশ কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। ডান ঘোড়াটা ঘাস খাওয়ায় মন দিয়েছিল। হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল সে। উত্তরের ট্রেইল দেখছে। আচমকা ঘোড়াটা ডেকে উঠল। ওদিকে অন্ধকার থেকে আরেকটা ঘোড়া জবাব দিল।

একটা ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। আওয়াজ শুনে উঠে বসল জাপাতা।

দুজনেই কান পেতে রয়েছে। আগুনের আলো থেকে সরে যাওয়ার কথা কারও মনে এল না...যেমন সেই রাতে টিঙ্কার সরে গেছিল।

ওখানেই বসে আরোহীকে ক্যাম্প ফায়ারের কাছে এগিয়ে আসার সুযোগ দিল।

ভূত দেখলেও এতটা অবাক হত না স্যাম। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আরোহী জিন ওয়াকার!

## ছয়

সাইড-স্যাডেল রাইড করছে মেয়েটা। প্রথমবার যখন দেখেছিল তেমনই সুন্দর আর কমনীয়। স্যাম ভাবতেই পারেনি এত জলদি সে আবার ওর দেখা পাবে।

তাড়াতাড়ি উঠে ওকে জিন থেকে নামতে সাহায্য করল স্যাম। নিচে নামানোর পরে সে লক্ষ করল মেয়েটার চোখের তলায় কালি পড়েছে।

'জাপাতা,' বলল সে, 'তুমি ওর ঘোড়াটা সামলাও। আমি নতুন করে কফি চাপাচ্ছি।' কফি চাপিয়ে আগুনটাকে উস্কে দিল সে।

'একটা মানুষকে আমার গুলি করতে হয়েছে,' বলল জিন।

ওর বড় বড় চোখ দুটো স্যামকে বড় একটা ধাক্কা দিল। 'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ?'

'আমার তা মনে হয় না।'

জাপাতা ওদের দিকে ফিরে তাকাল। 'ওকে তুমি মেরে ফেললেই ভাল ছিল। এখন সে বলবে একজন সুন্দরী মহিলা

একাকী দক্ষিণে যাচ্ছে। আরও লোক তোমার পিছু নিতে পারে।'

'ওর সাথে আরও দুজন লোক ছিল। কিন্তু এই লোকটা আমার ঘোড়ার ব্রাইডল (ঘোড়ার লাগামের সাথে জোড়া ওর মুখে ঢুকানো লোহার দণ্ড।) অবশ্য ওরা আমার পিস্তল দেখেনি। ওকে গুলি করেই আমি পালিয়েছি। আরেকজন আমাকে ধরতে এগিয়েছিল, কিন্তু ঘোড়ার ধাক্কায় সে পড়ে গেল।'

'এটা কোথায় ঘটেছে?'

'মাটামোরোসের থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।'

তারপরে সে আবার বলল, 'আমি সাহায্য করতে এসেছি।' জনেথন আর টিঙ্কার গ্রেফতার হয়েছে। আমার মনে হয় আগে থেকেই কেউ ওদের খবর দিয়েছিল। ওরা জানত সে কোথায় আছে।'

প্রথমেই জন হিগিনসের কথা স্যামের মনে এল। জনেথন ফিরে না এলে ওরই সবথেকে বেশি লাভ হবে।

হিগিনস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না স্যাম। কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাতে ওর মনে হয়েছে লোকটা ইচ্ছে করেই প্ল্যানটেশনটাকে দেনায় ফেলেছে যেন পরে সে নিজেই ব্যাঙ্কের মর্টগেজ ছাড়িয়ে নিজেই মালিক হয়ে বসতে পারে।

'তোমার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি,' বলল স্যাম। 'এটা মেয়েদের উপযুক্ত কোন জায়গা নয়।'

স্যামের দিকে চেয়ে একটা মিষ্টি হাসি দিল জিন। তারপর বলল, 'যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আমার জায়গা। আমি পুরুষদের মতই রাইড করতে পারি। বেশির ভাগ জীবন আমি র‍্যাঞ্চেই কাটিয়েছি।'

'তুমি পথে কাউকে দেখেছ?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল জিন। 'না, এমন

নির্জন এলাকা আমি আগে কখনও দেখিনি। তোমাদের ক্যাম্প ফায়ারের আলো দেখতে না পেলে আমি হয়তো সোজা তোমাদের পেরিয়ে চলে যেতাম।'

'তুমি আসার আগে ক্যাম্পটা চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখেছ?'

'না।'

স্যামের দিকেই তাকিয়ে আছে জাপাতা। ওর হাতে রাইফেলটা লক্ষ করল স্যাম।

'ক্যাম্পের আশেপাশেই কেউ বা কিছু আছে,' বলল সে।

'জানি। সেজন্যেই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্যাম্পটা ঘুরে দেখেছে কিনা।'

অনিশ্চিত ভাবে ওই 'কেউ বা কিছু-র' সন্ধানে অন্ধকারে চেয়ে আছে জাপাতা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

'আমরা খুঁজে দেখব?' প্রশ্ন করল সে।

'না,' বলল স্যাম। 'আমরা এখানে বসেই বিশ্রাম নেব। ওই আউটলগুলো যদি জিনের খোঁজে এখানে আসে তাহলে এমনিতেই আমাদের অনেক ঝামেলা হবে। কাল সকালেই আমরা এগোব।'

'কোথায়, সেনইঅর?'

'আমার মনে হয় সামনে কোথাও আমরা গরুগুলোকে ধরে রাখার মত জায়গা খুঁজে পাব। ওই টিঙ্কার লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। হয়তো আমাদের সাহায্য করার জন্যে অন্য লোক পাঠানো হবে।'

স্যামের বিছানাতেই গা এলিয়ে দিল জিন। আগুনটাকে উস্কে দিয়ে গরম কফি আর দুটো ঠাণ্ডা টরটিয়া খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল স্যাম।

সকালে সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস বইছে। মিষ্টি তাজা বাতাস। এর স্বাদই আলাদা। জেগে উঠে গাছের গায়ে খোদাই

করা ম্যাক্সের চিহ্নটার কথাই ভাবছে স্যাম। ওর বাবা দূরদর্শী মানুষ। হয়তো চিহ্নটা তাকেই নির্দেশ দেয়ার জন্যে লেখা হয়েছিল। সোনা কোথায় আছে তাও নিশ্চয় তাকে জানানো হয়েছে–কিন্তু ওকথা সে সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছে।

অবশ্য কিছুকিছু জিনিস তার মনে আছে। বাবা তাকে শিখিয়েছিল কিভাবে ইন্ডিয়ান পদ্ধতিতে ট্রেইল চিহ্নিত করতে হয়। এবং এটাও হয়তো সে ওই পদ্ধতিতেই করেছে? এখানেই একটু ঘুরেফিরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে। যদি কোন চিহ্নই না পাওয়া যায়, তখন গরুগুলো আগে বাড়ানো যাবে। হয়তো এই ঘোরা ফেরার মাঝেই তার মনে পড়বে তার বাবা আর কি শিখিয়েছিল।

ক্যাম্পটা চক্কর দিয়ে ঘুরে ম্যাক্সের রাখা কোন চিহ্নই ওর চোখে পড়ল না। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন চিহ্নও সে দেখেনি, তা নয়। কিন্তু যা দেখল তাতে ওর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল।

নেকড়ের পায়ের ছাপ! কিন্তু কোন নেকড়ের থাবা এত বড় হয় না। তবে? ভূতুড়ে নেকড়ে? Were wolf! চমকে উঠে জিনও ওর কনুই খামচে ধরল।

ওয়েরউলফের গল্প কারও অজানা নেই। কিন্তু স্যাম আর কিছু ভাবছে। নেকড়ের চারটা পা। সুতরাং চারটা পায়েরই ছাপ ওখানে থাকার কথা–কিন্তু রয়েছে মাত্র দুটো। খোঁজ করে আরও ছাপ পাওয়া গেল, ওটা বালুর মধ্যে অনেকখানি বসে গেছে।

ট্র্যাকটা ঝর্নার ওয়াটার হোলের পানির চারপাশে ঘুরেছে। ক্যাম্পফায়ারের আলো পানির ওপর পড়ছিল, এবং একজন জেগে থেকে পাহারাও দিচ্ছিল।

আরও একটা চিহ্ন চোখে পড়ায় ওয়েরউলফের চিন্তা বাদ দিল

স্যাম। সে কখনও পিপাসার্ত ভূতের কথা শোনেনি।

মেসকিট ঝোপের পাশে একটা খাগড়ার নল পড়ে আছে। ওখানে ওটা থাকার কথা নয়–কেউ এনেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল দুটো নল একসাথে জোড়া হয়েছে। খাগড়া মাত্র পাঁচ ফুট মত লম্বা। সুতরাং দুটো জোড়া না দিলে আড়ালে থেকে পানি পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল জিন।

'কারও পানি খাওয়ার খুব দরকার ছিল তাই সে এই ব্যবস্থা করেছে। অথচ আমিই ওখানে পাহারায় ছিলাম।'

কেউ আর কোন কথা বলল না। স্যাম আরও তলিয়ে খোঁজ করল কিছুক্ষণ। দেখল কোথায় একটা মানুষ বা আর কিছু হাঁটু গেড়ে বসে পানি খেয়েছে। টিঙ্কার বা ওই রকম কারও মাথা থেকেই এমন একটা বুদ্ধি আসতে পারে।

'চলো, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি,' বলল জিন।

'না,' প্রতিবাদ করল স্যাম, 'আমরা যেজন্যে এসেছি সেটা পুরো না করে যাব না। অনেক ঝুঁকি নিয়েই আমরা এতদুর এসেছি।'

'কিন্তু তুমি তো জানো না সোনা কোথায় আছে। তাহলে?'

'হয়তো জানি, কিন্তু এখন মনে করতে পারছি না। কিন্তু বাবা আমাকে যেসব কথা বলেছিল সেগুলো আমার কিছু কিছু মনে পড়ছে।'

বাতাসের বেগ বেড়েছে। আকাশে মেঘ করেছে। গরুগুলো ছোট ছোট দলে ঝর্না থেকে পানি খেয়ে এখন ঘাস খাওয়ার দিকে মন দিয়েছে। ওদের মধ্যে কোন অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না। আপাতত এখানে থাকাই ওরা পছন্দ করছে।

কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে আগুনটাকে রক্ষা করার জন্যে

একটা দেয়াল খাড়া করল স্যাম। আগুনটাকে তাজা রাখার জন্যে কিছু কাঠও যোগ করল সে।

ভাবনায় পড়েছে স্যাম। জনেথন আর টিঙ্কার দুজনেই জেলে...অর্থাৎ করণীয় যা কিছু তা ওকেই করতে হবে। এর ওপর জিন ওর কাঁধে জিনের মতই চেপে বসেছে। অথচ কাছেই কোথাও ওই সোনা ভরা জাহাজটা রয়েছে।

এর মধ্যে সকালের নাস্তা খেতে বসে হেরেরা সম্পর্কে আরও তথ্য জেনেছে স্যাম। ওই লোক জেনারেল হুয়ান নেপোমিউয়েসিনো করটিনার সহযোগী। করটিনা ছেনো নামেই বেশি পরিচিত। ওই লোক টেক্সাসের যুদ্ধে নিজের র‍্যাঞ্চ হারিয়ে এখন আউটলতে পরিণত হয়েছে। কিঙের সাথেই ওর বেশি শত্রুতা, কারণ ওর র‍্যাঞ্চটার মালিকানা এখন কিঙের হাতে।

ওর নিজের গড়া সৈন্যদল টেক্সাসে হানা দিয়ে হাজার হাজার গরু চুরি করেছে। কেবল কিঙ র‍্যাঞ্চ থেকেই পঞ্চাশ হাজার গরু সে চুরি করেছে।

জাপাতাকে ক্যাম্পে ছেড়ে স্যাম আর জিন সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে তদন্তে বেরোল। কিন্তু পানি ছাড়া আর কিছুই ওদের নজরে পড়ল না। ডাঙায় কেবল নিচু জমি আর ঘাস। সামুদ্রিক চিল আকাশে উড়ছে মাছের খোঁজে। পানিতে ঢেউয়ের টুপির মত ঢেউ ভাঙার সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। এলাকাটা বিরূপ হলেও এর একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে, যেটা কথায় বর্ণনা করা যায় না।

'ঠাণ্ডা লাগছে,' বলল জিন। ওর গাল দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। ওকে সত্যিই কমনীয় দেখাচ্ছে। 'চলো ফেরা যাক।'

ফিরতি পথ ধরল ওরা। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। বৃষ্টি আসতে আর বেশি বাকি নেই।

ফিরে চলল ওরা। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

যেখানে ওরা ক্যাম্প করেছে তার তিন পাশেই পানি। সমুদ্রের ঢেউ-এর বাড়িতে এলাকাটার দুপাশ ক্ষয়ে গেছে। পুব দিকে বহু মাইল লম্বা একটা সরু চর। মাঝখানে মাইলখানেক বিস্তৃত পানি।

'এটা আমার খুব পছন্দ,' হাত ঘুরিয়ে চারপাশের এলাকা দেখিয়ে বলল স্যাম। 'যদিও বুনো আর নির্জন, তবু ভাল লাগে।'

হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে পিছন ফিরে চেয়ে চমকে উঠল স্যাম। এখানকার উপকূলের বাঁকগুলো ওর কাছে অদ্ভুত রকম পরিচিত ঠেকছে। ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত বোধ করছে স্লোন। কপাল কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না।

'বাবা নিশ্চয়ই আমাকে এই এলাকার বিবরণ দিয়েছিল,' বলল সে। 'আমি অনুভব করতে পারছি এখানেই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওই সোনা।'

'তোমার বাবা নিশ্চয় তোমার মতই আকর্ষণীয় লোক ছিল।'

'সোনা এখানে আছে জেনেও ছেড়ে দেয়ার মানুষ সে নয়। তবে মা চাইত না বাবা আবার এখানে ফিরে আসুক।'

হঠাৎ সামনে একটা জায়গায় কিছু ঘাস দলা পাকিয়ে থাকতে দেখে আচমকা ঘোড়ার লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল স্যাম।

কিছুটা সামনে এগিয়ে গেছিল জিন। কিন্তু সঙ্গীর চেহারা দেখে সেও থেমে দাঁড়াল।

'হঠাৎ তোমার কি হলো, স্যাম?'

ওখানে ঘাসগুলো দৈবাৎ দলা পাকিয়ে যায়নি, অন্য লম্বা ঘাস ব্যবহার করে কেউ ওগুলোর মাথায় গিরে দিয়েছে।

ম্যাক্স স্লোন!

'জিন,' ফিসফিস করে বলল স্যাম, 'বাবা এখানে এসেছিল!'

ভুরু উঁচাল জিন। 'অবশ্যই, যখন সে সোনা পেয়েছিল।'

'না...ইদানীং। হয়তো গত দু'একদিনের মধ্যেই।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে উবু হয়ে আরও সামনে থেকে ওটা পরীক্ষা করে দেখল স্যাম। ট্রেইল চিহ্নিত করতে ইন্ডিয়ানরা এবং অভিজ্ঞ ট্র্যাকাররা ওই চিহ্ন ব্যবহার করে। গেরো দেয়ার জন্যে ছিঁড়ে নেয়া ঘাস এখনও সবুজ রয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সময় নিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল স্যাম। আরও কয়েক জায়গা ঘাস অমন জমাট বেঁধেছে বটে, কিন্তু ওগুলোর একটাও মার্কার নয়। অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া ওই চিহ্ন আর কারও চোখে পড়বে না। ম্যাক্স স্লোন খুব যত্ন নিয়ে স্যামকে ওই চিহ্ন ব্যবহার করা শিখিয়েছিল। চারপাশে লক্ষণীয় আর কিছুই ওর নজরে পড়ল না। হাঁটু সমান উঁচু ঘাস, কিছু ঝোপঝাড়, সাগরে ঢেউ ভাঙার সাদা ফেনা, আর তীরের কাছে কিছু নল খাগড়া।

নল খাগড়া!

হাত বাড়িয়ে খাপ থেকে হেনরি রাইফেলটা বের করে নিল স্যাম। 'জিন, তুমি পাহারায় থাকো। সব দিকেই লক্ষ রাখবে, শুধু আমার দিকে নয়।'

দু'তিন মিনিট ঘোড়ার পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে খাগড়া খুঁটিয়ে দেখল। প্রতি দশ ফুট অংশ আলাদা ভাবে দেখল।

এবার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে খাগড়াগুলোর দিকে এগোল স্যাম। এতক্ষণ খুঁটিয়ে লক্ষ করে খাগড়ার ভিতর প্রবেশ করার একটা সরু পথ দেখতে পেয়েছে সে। একটা খাগড়াও না ভেঙে ওই পথেই অত্যন্ত সাবধানে ভিতরে ঢুকল। মাঝের দিকে ভিতরের একটা জায়গা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আরও একটু আগে বেড়ে দেখল দুপাশের খাগড়ার মাথা বাঁকিয়ে একসাথে বাঁধা হয়েছে। মাঝখানের খাগড়াগুলো কেটে সেগুলো বাঁধা খাগড়ার সাথে বুনে আট ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট চওড়া চমৎকার একটা আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে।

'আমি বন্ধুত্ব চাই,' নিচু স্বরে বলল স্যাম। 'ঝামেলা পাকাতে আসিনি।'

কোন সাড়া এল না।

একটু এগিয়ে ভিতরে উঁকি দিল স্যাম।

আশ্রয়টা খালি।

পিছিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঠিক এই রকম আশ্রয়ই তাকে তৈরি করতে শিখিয়েছিল ওর বাবা। ওর বয়স তখন ছিল মাত্র ছয়, কিন্তু সে ভোলেনি।

ম্যাক্স স্লোনই ওখানে ছিল।

এখন একেবারে নিশ্চিত। মার্কারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায়...তারপর ওই আশ্রয়।

ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল স্যাম। ওখানে সে কি দেখেছে শোনার অপেক্ষায় ছিল জিন, এবং সেও বলল।

'বাবা কাছেই কোথাও আছে। আমার মনে হচ্ছে হেরেরা যে পলাতক কয়েদীকে খুঁজছে সে আমারই বাবা।'

'তুমি ঠিক জানো সে আশপাশেই আছে?'

'হ্যাঁ। যদি আহত অবস্থায় কোথাও পড়ে না থাকে তাহলে ঠিকই আমাকে খুঁজে বের করবে।'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পে ফিরল ওরা। মানসিক উত্তেজনায় সতর্ক থাকতে ভুলে গেল স্যাম। ঝোপের পাশ দিয়ে ঘুরেই সে অনেকগুলো রাইডারের সামনে পড়ে গেল।

জাপাতা মাটিতে পড়ে আছে। ওর মুখটা রক্তাক্ত। শক্ত গড়নের একজন মেক্সিকান—ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চাবুক। কাছেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে হেরেরা।

স্যামের কপাল ভাল যে নরম ভিজে বেলেমাটির ওপর ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ সৈনিকরা কেউ খেয়াল করতে পারেনি।

তাছাড়া খোলা রাইফেলটা ওর হাতেই ছিল। ওটা বাগিয়ে ধরে কক করল স্যাম।

শব্দটা ওদের সবাই শুনল।

সুতোয় বাঁধা পুতুল নাচের খেলার মত সবার মাথা একই সাথে উঠল। কিন্তু স্যামের রাইফেল স্বয়ং হেরেরার দিকে তাক করা রয়েছে।

'ওই লোকটাকে ডেকে ফেরাও,' বলল সে। 'নইলে তোমাকে আমি হত্যা করব।'

র‍্যাটল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে হেরেরা স্যামের দিকে তাকিয়ে রইল। রাইফেলের দিকে চেয়ে সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে হত্যা করলে তার পর মুহূর্তে তুমি নিজেও মরবে।'

ধোঁকায় পড়ল না স্যাম। সে বলল, 'তাহলে আমি হব দ্বিতীয় লাশ। তোমার লাশটাই আমার কুশন হবে।'

স্থির দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল ওরা। হেরেরা বুঝে গেল স্যাম ধাপ্পা দিচ্ছে না। যাই ঘটুক হেরেরাকে সে হত্যা করবে।

'আর ওই মহিলা? আমরা মরে গেলে ওর কি ঘটবে?'

'আমরা কেউই তা জানব না, জানব?' বলল স্যাম। 'আমার মনে হয় সেনইঅরিটা নিজের নিরাপত্তা নিজেই সামলাতে জানে। তবে ওর যদি কোন ক্ষতি হয় সেটা ছেনো পছন্দ করবে না।'

'ছেনো সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

'আমি? বলতে গেলে কিছুই জানি না। কিন্তু টেক্সাসে থাকাকালীন সেনইঅরিটার পরিবারের সাথে ছেনোর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। নইলে মেয়েটা মেক্সিকোয় একা ঢোকার সাহস কোথায় পেল?'

কথাগুলো মনোযোগ দিয়েই শুনল হেরেরা, এবং বিশ্বাসও

করল। অবশ্যই স্যাম আন্দাজে একটা ধাপ্পা দিয়েছে। হয়তো ওদের ভিতর সত্যিই জানাশোনা ছিল–জানে না সে। আসলে সে মেয়েটার সাথে সাথে নিজের চামড়াও বাঁচাতে চেষ্টা করছিল।

ব্যাপারটা হেরেরার পছন্দ হচ্ছে না। এতে তার হাত বাঁধা থাকল।

'তোমরা এখানে থেমেছ কেন?' এখনও ছাড়তে রাজি নয় লোকটা।

'কি করব? আমাদের সাহায্যে যে দুজন কাউহ্যান্ডের আসার কথা ছিল, তারা পৌঁছায়নি। আমরা মাত্র দুজনেই গরুগুলোকে তাড়িয়ে এতদূর নিয়ে এসেছি। এখন আমাদের সবারই বিশ্রাম দরকার, তাই থেমেছি।'

একথা পুরোপুরিই সত্যি, এবং স্যাম আগে থেকেই আবার দেখা হলে এই অজুহাতই দেখাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল।

'তোমাদের ক্যাম্পে ওই সেনইঅরিটা ছাড়া আর কেউ এসেছে?'

'কেউ এসে থাকলে তাকে আমি দেখিনি। আমরা আশা করছিলাম কেউ কিছু খাবার নিয়ে এখানে এলে ভালই হয়, আমাদের সাথে খাবার খুব কমই আছে।'

আরও কয়েকটা প্রশ্নের পর দলবল নিয়ে বিদায় নিলো হেরেরা। কিন্তু স্যাম জানে ওদের ওপর নজর রাখার জন্যে সে অবশ্যই কিছু লোক মোতায়েন রাখবে।

জাপাতার কাটা ঠোঁট আর মুখ ফুলে উঠেছে। কয়েকবার চাবুক দিয়ে মারা হয়েছে ওর মুখে, একবার রাইফেলের বাঁট দিয়েও আঘাত করা হয়েছে। কারণ জাপাতা ওদের কিছুই বলেনি।

এখন মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে স্যামের দিকে ফিরে তাকাল। 'সাবধান, বন্ধু। এখন ওই লোকটা তোমাকে মেরে ফেলবে, অথবা

তোমারই ওকে মারতে হবে। ওর দিকে রাইফেল তাক করেছিলে তুমি, ও তোমাকে কখনও ক্ষমা করবে না।'

'এখান থেকে সীমান্ত পঁচিশ মাইল দূরে,' বলল স্যাম। 'কিছু গরু হারালেও একটানা চলে এই পথটা আমরা পার হতে পারব না?'

কাঁধ উঁচাল জাপাতা। 'কপাল ভাল থাকলে মানুষ সবই করতে পারে, সেনইঅর।'

চিন্তা করছে স্যাম। যা ঘটার তা খুব দ্রুত ঘটবে এখন। আজ বা আগামীকাল রাতে। ওরা সীমান্তের দিকে এগোবে—সোনা থাকবে ওদের সাথে।

কিন্তু সোনার কথা ভাবছে না স্যাম। ভাবছে বাবার কথা, যাকে সে প্রায় আট বছর দেখেনি। সেই ম্যাক্স স্লোনই ওইখানে অন্ধকারে কোথাও রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তার বাবা কি জানে সে এখানে এসেছে?

# সাত

রাত একটার সময়ে জাপাতার ঝাঁকিতে স্যামের ঘুম ভাঙল। উঠে বসল সে। বাতাসে একটা ভেজাভেজা ভাব রয়েছে।

'চারদিক নীরব,' বলল জাপাতা, 'অস্বস্তিকর ধরনের নীরবতা।'

আগুনের ওপর কফি ফুটছে। জিন তার স্যাডলের ওপর মাথা

রেখে ঘুমাচ্ছে।

'আমরা দ্রুত টেক্সাস সীমান্তের দিকে এগোব, তুমি ঘুমিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

জাপাতা অত্যন্ত ক্লান্ত। স্যামের কফি শেষ হওয়ার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্যামকে জাগাবার আগেই জাপাতা স্যামের ডানের পিঠে জিন চাপিয়ে রেখেছিল। তার স্বভাবই এমন–টেক্সাসে তার স্ত্রী রয়েছে, যাই ঘটুক ওকে তার বউ আর ছেলের কাছে ফিরতেই হবে, কিন্তু লোকটা এতই অনুগত যে স্যামকে ছাড়া সে ফিরবে না।

গরুগুলো শান্ত, নীরবেই ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। হয়তো ওরা বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী ড্রাইভের জন্যেই তৈরি হচ্ছে।

আসল কথা হচ্ছে, স্যাম ভয় পাচ্ছে। জিন, জাপাতা আর ওই গরুগুলোকে নিরাপদে টেক্সাসে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ওর। জিন আর জাপাতার ধারণা যেকোন বিপদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা স্যামের আছে। কিন্তু স্যাম ভাবছে, সে কখনও গোলাগুলির মুখোমুখি হয়নি। বিপদে পড়লে সে তার নার্ভ ঠিক রাখতে পারবে তো?

ঝোপের ভিতর জোর বাতাস নাকি কান্নার আওয়াজ তুলছে। কফি শেষ করে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল স্যাম। তারপর ঘোড়ায় চেপে নিচু স্বরে গান গাইতে গাইতে গরুগুলোর দিকে এগোল। নীরবে কাউকে আসতে দেখলে গরুগুলো ভয় পেতে পারে, তাই গান গেয়ে এগোবার এই রীতি চালু হয়েছে। সমুদ্রের পাড় থেকে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ আসছে।

রাতের বেলা এই রকম সময়েই পালাবার সব থেকে ভাল সুযোগ। হেরেরার লোক নজর রাখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাতটা যদি ঠাণ্ডা আর অপ্রীতিকর হয়, তাহলে সফল হওয়া সম্ভব হতে

পারে।

এলাকার সর্বাঙ্গীন প্রকৃতি বোঝার চেষ্টায় দুবার গরুর দল থেকে দূরে সরে ঘুরে দেখল স্যাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না, শোনা গেল আরও কম। বিপদ মোকাবিলার জন্যে সে সর্বক্ষণ নেভি পিস্তলটা হাতেই রেখেছিল।

তবে এই সময়ে টুকরো টুকরো অনেক কথাই ওর মনে পড়ল। ওদের উত্তরে সমুদ্রের একটা অংশ সরু আর লম্বা হয়ে অনেকদূর ঢুকে এসেছে। ওদের দক্ষিণেও চওড়া হয়ে কিছুদূর ঢুকেছে। আবছা ভাবে স্যামের মনে পড়ছে ম্যাক্স ওদের কেবিনের পিছনের উঠানে ঠিক ওই রকম একটা ছবি এঁকে ওকে অনেক কথা বলেছিল। ওইখানে পানির অংশে সে একটা ক্রস চিহ্নও এঁকেছিল।

সকালে...হ্যাঁ, সকালেই স্যাম ওখানে যাবে।

স্যাম যখন ক্যাম্পের দিকে ফিরল তখন আকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে। গরুগুলো বিশ্রাম নেয়া শেষ করে উঠে ঘাস খাচ্ছে। সে যা ভাবছে তা যদি সত্যি হয়, তবে আজ রাতেই ক্যাম্প গুটিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা হতে পারবে ওরা।

ক্যাম্পফায়ারের দিকে এগিয়ে সে দেখল জিন উঠেছে, কফি খাচ্ছে। এরই মধ্যে নিজের চুলটাও সুন্দর করে আঁচড়ে নিয়েছে মেয়েটা। আগুন থেকে কফিপট তুলে সে জাপাতার কাপটা আবার ভরে দিল...কিন্তু লোকটা জাপাতা নয়।

ম্যাক্স স্লোন!

কাঁধে একটা কম্বল জড়িয়ে কুঁজো হয়ে আগুন পোহাচ্ছে সে। বাবার এত করুণ চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। চোখ আর গাল দুটো গর্তে বসে গেছে–অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে।

আগুনের ধারে পৌঁছল স্যাম। ম্যাক্স মুখ তুলে তাকাল। দুজনেই বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল।

'পা?' বলল সে। ওর গলা দিয়ে কেবল এটুকুই বেরোল।

উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স, কম্বলটা কাঁধ থেকে মাটিতে খসে পড়ল। ওর কাঠামোটা এখনও বিশাল, কিন্তু গায়ে মাংসের অভাব। জেলে ওকে কতদিন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তা কে জানে?

'বাছা?' বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। 'স্যাম?'

'লম্বা সময় পরে, পা।'

দুজনের অবস্থা প্রায় একই রকম। কেউই কথা খুঁজে পাচ্ছে না। স্যামকে কিশোর বয়সে ছেড়ে গেছিল ম্যাক্স, এখন তার ছেলে পরিণত যুবক। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাক্স। 'তুমি শক্তই আছ,' বলল সে। 'তুমি সবসময়েই শক্ত ছিলে।'

'খাবার খেয়েছ তুমি?'

'কফি...শুধু কিছু কফি খেয়েছি, আর এই সুন্দরী তরুণীর সাথে কথা বলছিলাম। মনে হচ্ছে তুমি জাপাতা আর ওকে সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করে ওদের মন জয় করে নিয়েছ। ওই হেরেরাই আমাকে জেলে ভরেছিল। আমি পালানোর পরে সে আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

'তুমি আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর আমরা তোমার সব কথা শুনব। দিনের আলো ফুটলে আমরা পয়েন্টে যাব।'

'অ্যাঁ?' খুশি হয়ে উঠল ম্যাক্স। 'তাহলে তোমার সত্যিই মনে আছে?'

'কিছুটা সময় লেগেছে, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে সবই মনে পড়ছে।'

'জিনের কাছে শুনলাম, তুমি মার্কার আর নল খাগড়ার আশ্রয়টাও চিনতে পেরেছিলে।'

ম্যাক্সের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করছে জিন। সে বলে উঠল, 'তুমি কম্বলটা জড়িয়ে বসো, মিস্টার স্লোন। তোমার শরীরে জ্বর রয়েছে।'

বাপ আর ছেলে মুখোমুখি বসে আলাপ করছে। স্যামের বিশ্বাস হচ্ছে না তার বাবাই ওর সামনে বসে আছে, এবং সে জীবিত!

'কথাবার্তায় বোঝা যায় পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি,' বলল স্যাম। 'তবে তোমার কথা যে কারও চেয়ে খারাপ তা বলছি না।'

'বিল ডাইক তুমি যাওয়ার একবছর পরেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খেতের কাজে লাগিয়েছিল। তোমার সব টাকা সে নিজের কাজে খরচ করেছে। এবং ড্যানকে স্কুলে পাঠিয়েছে। পরের বছরই আমি ড্যানের নাক ভেঙে দিয়ে পালিয়ে পাহাড়ে তোমার কেবিনে পালিয়ে যাই। মাঝেমধ্যে চেরোকীদের সাহায্য নিয়ে ওখানেই একাকী আমার এতদিন সময় কেটেছে।'

'বিলের সাথে আমি কথা বলব,' কঠিন স্বরে বলল ম্যাক্স। 'তবে এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সরে পড়া দরকার। ওরা যদি আমার সাথে তোমাকে খুঁজে পায় তাহলে তোমাকেও গুলি করে মারবে।'

'সোনা না নিয়ে যাব না,' জবাব দিল স্যাম। 'আমরা এর জন্যেই এতদূর এসেছি।'

'কিছু সোনা এখনই নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি আছে,' বলল ম্যাক্স। 'আমি নিজে ওগুলো তুলেছি। বাকি বেশির ভাগ সোনা তুলতে অনেক সময় দরকার।'

'আমার মনে হয় মিস্টার স্লোন যুক্তিসঙ্গত কথাই বলছে,

স্যাম। সে অসুস্থ। ওর শ্বাসের আওয়াজে মনে হয় এটা নিউমোনিয়ার লক্ষণ। শীঘ্রি চিকিৎসা না করালে হয়তো ওকে বাঁচানো যাবে না।'

স্যাম সিদ্ধান্ত নিল এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে একটা ভাল ঘেসো এলাকায় ক্যাম্প করবে, যেখান থেকে সন্ধ্যা বা রাতের বেলায় সুবিধা বুঝে ছুটে পালানো যাবে।

'সোনা কি সহজে লোড করা যাবে এমন কোন জায়গা আছে?' জানতে চাইল স্যাম।

'তা আছে।'

'তাহলে আমরা গরুগুলোকে সমুদ্রের লম্বা বাহুটার পাশে কোথাও নিয়ে ক্যাম্প করব। যেন আমরা সারা রাতের জন্যে ওখানেই ক্যাম্প করব। তারপর মাঝরাতে আমরা পালাব।'

'তোমার সিদ্ধান্তটা খারাপ নয়। কিন্তু তার পরেও তুমি সহজে পার পাবে না,' বলল জাপাতা।

ধীরে-সুস্থে ওরা গরুগুলোকে আগে বাড়াল। ম্যাক্সকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ওরা মাইল দুই এগিয়ে নতুন ক্যাম্প করল। বিকেলের দিকে আগুন জ্বালা হলো।

চারটা তাগড়া ষাঁড়কে নিয়ে আসা হলো ক্যাম্পে। তারপর রাত হওয়ার অপেক্ষায় রইল ওরা।

অত্যন্ত অস্থির হয়ে আছে জাপাতা। ঝোপঝাড়গুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। ওর ধারণা রাতে পালাবার আগেই কিছু একটা ঘটবে।

'আমি গুয়াদালুপে যাচ্ছি,' বলল স্যাম। 'আমাদের আরও দুটো ঘোড়া দরকার।'

অস্বীকার করার উপায় নেই। ম্যাক্সের জন্যে একটা ঘোড়া দরকার। তাছাড়া এক ছুটে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে হলেও ওদের

বাড়তি ঘোড়া প্রয়োজন।

জাপাতা কাঁধ উঁচাল। বলল, 'আমার মনে হয় এতে ঝামেলার সম্ভাবনা কম। আমাদের যে আরও ঘোড়া দরকার এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

জিনের কাছে বেশকিছু টাকা ছিল, সে স্যামকে ঘোড়া কেনার জন্যে একশো ডলার বের করে দিল। বেরিয়ে পড়ার আগে ম্যাক্স যেখানে ঝোপের ভিতর বিশ্রাম নিচ্ছে হেঁটেই সেখানে পৌছল স্যাম।

'তুমি আপাতত এখানেই বিশ্রাম নাও,' বলল সে। 'আমি গুয়াদালুপ থেকে দু'তিনটে ঘোড়া কিনতে যাচ্ছি।'

'সোনার জন্যে প্যাক-হর্স লাগবে না?'

'প্যাক-হর্স দেখলে মেক্সিকানরা খুব সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে, তাই আমি ঠিক করেছি ঘোড়ার বদলে ষাঁড় ব্যবহার করব। গরুর দলের সাথে কি যাচ্ছে তা কেউ লক্ষ করবে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি বের করেছ। কিন্তু লক্ষ করলে ওগুলোও দেখতে পাবে মানুষ।'

'কিন্তু আমরা রাতের বেলা পথ চলব। তাছাড়া এতগুলো শিঙ আর ধুলোর মধ্যে হয়তো আমরা পার পেয়ে যাব।'

গুয়াদালুপ ওখান থেকে তিন মাইলের পথ। ওখানে ঘর-বাড়ি ডজনখানেকেরও কম। ওখানে একটা ক্যানটিন আর একটা আলকালদের (মেয়র) অফিসও রয়েছে। ওটার পিছনেই হাজত। একটা কোরালে কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে—কিন্তু কোথাও কোন লোকজন নেই।

বাতাসটা ঠাণ্ডা—হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। ক্যানটিনের সামনে হিচ রেইলে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। নিজের ডানটাকেও ওখানে বেঁধে ভিতরে ঢুকল স্যাম।

নিচু ছাদের প্রায় অন্ধকার একটা কামরা। ওখানে বারে মাত্র তিনজন লোক রয়েছে। দুজন লোক স্যামের দিকে পিছন ফিরে একসাথেই রয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছে চওড়া কাঁধের একজন মেক্সিকান। বিরাট একটা সমব্রেরো ওর পিঠে ঝুলছে। বুকের ওপর ক্রস করেছে দুটো কার্তুজের বেল্ট। বারের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে সে। ওকে হেরেরার লোক বলেই ধারণা করল স্যাম। বারে দাঁড়ানো দুজন লোকের ওপরই নজর রেখেছে ওই লোক।

এগিয়ে গিয়ে বারে কনুই রেখে বারটেন্ডারকে একটা বিয়ার দিতে বলল স্যাম।

লোকটা হাসিমুখেই বিয়ারের বদলে স্যামের টাকা গ্রহণ করল। কিন্তু ওর চোখে সাবধান করার একটা ইশারা লক্ষ করল স্যাম। চোখের ইঙ্গিতে হেরেরার লোকটাকেই দেখাল সে।

'শহরের অল্প দূরেই রয়েছে আমার একদল গরু,' বলে উঠল স্যাম। 'আমাদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। এখানে কোথাও সস্তায় কোন ফ্রেশ ঘোড়া পাওয়া যাবে?'

কথাটা সবার শোনার মত জোরে বললেও প্রায় মিনিটখানেক ওদের ভাবে মনে হলো যেন কথাটা ওদের কারও কানেই যায়নি।

তারপর ওর পাশের লোকটা বলে উঠল, 'আমার তিনটে ঘোড়া আছে, আমি হয়তো বিক্রি করতে পারি–কিন্তু সস্তায় নয়।'

লোকটা টিঙ্কার!

ওর দিক থেকে মাথা ফিরিয়ে স্যাম তার বিয়ার শেষ করে আরও একটার অর্ডার দিল।

'আমি হিচ রেইলেই ওগুলো দেখেছি, শকুনের পেটে যাওয়ার অবস্থা ওদের।'

'ওগুলো ভাল ঘোড়া,' প্রতিবাদ করল টিঙ্কার। 'তুমি প্রস্তাব

দেয়ার আগে বিক্রি করার কথা আমার মনেও আসেনি। ওই বাকস্কিনটা...একটা ঘোড়া বটে।'

'আমি ওটার জন্যে তোমাকে আট ডলার দিতে পারি,' বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল স্যাম।

আধঘণ্টা ধরে দরাদরি চলল। শেষে স্যাম বলল, 'ঠিক আছে, ওই বাকস্কিনটার জন্য আমি বারো ডলার দেব, কিন্তু বাকি দুটোর জন্যে তুমি বিশ ডলারের বেশি পাবে না।'

এর মাঝে টিঙ্কারের সঙ্গী কোন কথাই বলেনি। মনে হচ্ছে ওকে মদে ধরেছে। স্যামের পিঠে নেশাগ্রস্ত ভাবে চাপড় দিল টিঙ্কার। 'ঠিক আছে, তুমি ভাল মানুষ। অত্যন্ত ভাল মানুষ! আমি তোমাকে তিনটে ঘোড়াই দেব, বিনিময়ে তোমাকে চল্লিশ ডলারের সাথে ভাল খাবার খাওয়াতে হবে...ওটাই আমার শেষ প্রস্তাব।'

কাঁধ উঁচাল স্যাম। 'ঠিক আছে, আমার কাছে চল্লিশ ডলারই মাত্র আছে, খাবার খেতে হলে তোমাকে সঙ্গী সহ আমাদের ক্যাম্পে আসতে হবে।'

বারে দাঁড়িয়েই টাকাটা ওকে দিল স্যাম। হেরেরার লোকটার দৃষ্টি ওর ঘাড় ফুটো করে দিতে চাইছে।

সিধে হয়ে দঁড়িয়ে টিঙ্কারের সঙ্গীর দিকে তাকাল স্যাম। লোকটা ওয়াকার!

সীমান্ত পার হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে ওকে ছেড়ে দিয়েছে করটিনা। কিন্তু হেরেরার সম্পর্কে সাবধান করেছে। লোকটা এখন মেক্সিকোতে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে।

বার ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। হেরেরার লোকটা এখনও তাকিয়ে আছে।

ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে।

ক্যাম্পে ফেরার পর জাপাতা বলল, ‘একমাত্র ওই উঁচু বালুর টিবির ওপর থেকেই ওরা আমাদের ওপর নজর রাখতে পারে।’ টিবিটা প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। যদি আরও পনেরো মিনিট ওরা অপেক্ষা করে, তাহলে সূর্যের আলো সরাসরি ওদের চোখে পড়বে। টিবির ওপর থেকে ওরা দেখলেও এখন ক্ষতি নেই, কারণ ওদের লোকবল এখন অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে ছয়টা রাইফেল আছে ওদের। জিনও গুলি ছুঁড়তে জানে।

বিছানা পাতার আয়োজন করল ওরা। এটা লোক দেখানো কাজ। কিন্তু টিবির আড়াল থেকে কেউ নজর রাখলে তার জন্যে এটা অর্থবহ হবে।

সূর্য আরও নিচে নামলে দুটো গরু আর কয়েকটা ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে বাবার সাথে স্যাম আর টিঙ্কার ঝোপের ভিতরে ঢুকল। পথে মেক্সিকোর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কথাই বলল ম্যাক্স।

এখানে কর্টিনা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। হেরেরার মত আরও কিছু লেফটেন্যান্ট আছে ওর। গত সাত বছরে কয়েকবার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

ঝোপের আড়াল দিয়েই সাগরের তীরে পৌছল ওরা। ম্যাক্স বলল, ‘ওখানেই পাঁচ ফ্যাদম (এক ফ্যাদমে ছয় ফুট) পানির তলায় রয়েছে ওই জাহাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে ডুব দিয়েই আমি এই জ্বর বাধিয়েছি।’

একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে কিছু ঘাস মুঠো করে ধরে টান দিল ম্যাক্স। মাটির চাপড়া সহ ঘাস উঠে এল ওর হাতে। ঠিক একটা ঢাকনার মত। ভিতরে কয়েকটা টিনের বাক্স। সবগুলোই সোনার মুদ্রায় ভরা।

নষ্ট করার মত সময় ওদের হাতে নেই। দ্রুত হাতে সোনার

মোহরগুলো ক্যানভাসের ব্যাগে ভরল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে।

গরুর পিঠে সোনা চাপিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। যেন দুটো বিক্ষিপ্ত গরু ফিরিয়ে আনছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আগুনের ধারে বসে জাপাতার তৈরি খাবার খাচ্ছে ওরা। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও জিন আর স্যাম আগুনের ধারেই বসে রইল। খুঁচিয়ে আগুনটা একটু উস্কে দিল স্যাম।

'সত্যিই একটা পুরুষ বটে,' হঠাৎ বলে উঠল জিন।

'কে, বাবা? হ্যাঁ, সে আমার স্বপ্নের মানুষ। এমন আর দুটো হয় না।'

কিন্তু কথা বলার আর সময় নেই। ওদের এখন পালাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। গরুগুলো রাতের বিশ্রামের প্রস্তুতিতে বসে জাবর কাটছে। ওরা এখনও জানে না ওদের ভাগ্যে কি লেখা আছে। মাঝরাতে এক সময়ে উঠে ওদের সীমান্তের দিকে রওনা দিতে হবে। অবশ্য ওই সময়েই ওরা উঠে-দাঁড়িয়ে কিছু ঘাস খেয়ে আবার বিশ্রাম নেয়ার জন্যে তৈরি হবে। ওই সময়েই বিনা হট্টগোলে ওদের তাড়িয়ে নেয়া সহজ।

মাঝরাতের দিকে ওরা তৈরি হলো। কিন্তু গরুগুলো এখনও বসে জাবর কাটছে। তারপর হঠাৎ করেই একটা গরু উঠে দাঁড়াল। দু'মিনিটের মধ্যেই আরও ডজনখানেক উঠে ঘাস খেতে শুরু করল। নিঃশব্দে পিছন থেকে ওদের ঘিরে ফেলার পর ধীর গতিতে উত্তরে এগোবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করল স্যাম, টিঙ্কার, জাপাতা, ম্যাক্স আর জনেথন। ম্যাক্সের জ্বর বেড়েছে দেখে ওকে সাহায্য করার জন্যে ওর পাশেই থাকল জিন ওয়াকার।

প্রথম এক মাইল খুব ধীরে পার হওয়ার পর ওরা চলার গতি

বাড়াল। কিন্তু ওরা যত দ্রুতই এগোক হেরেরার লোকজন ঘোড়া ছুটিয়ে ধাওয়া করলে সহজেই ওদের ধরে ফেলতে পারবে। স্যামের ধারণা পশ্চিমের উঁচু বালুর টিবিটার ওপর থেকেই হেরেরার লোক ক্যাম্পের ওপর নজর রাখছে, তাই রওনা হওয়ার আগে আগুনে কিছু বাড়তি কাঠ চাপিয়ে এসেছে। যতক্ষণ আগুন না নিভছে ততক্ষণ ওদের মনে সন্দেহ জাগার কারণ নেই। কিন্তু আগুন নিভলেই গরুগুলোকে না দেখে ওরা ধাওয়া করে আসবে। সম্ভবত ভোর বেলাতেই।

ছ'মাইল পথ এগোনোর পর টিঙ্কার পিছিয়ে স্যামের পাশে চলে এল। 'আমাদের দুজনের গার্ড হিসেবে একটু পিছিয়ে থাকাই ভাল।'

ভোর হয়ে আসছে।

একটা ক্রীকের ধারে গরুগুলোকে পাড়ের কাছে থামিয়ে ওদের পানি খাওয়ার সুযোগ দেয়া হলো। দশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। আরও কয়েক মাইল এগোতে না পারলে স্বস্তি পাবে না ওরা। সীমান্ত এখনও বেশ কিছুটা দূরে।

যে দুটো ষাঁড়ের পিঠে সোনা আছে তাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। সোনা অবশ্য শক্ত করেই বাঁধা আছে, সুতরাং ওগুলো পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু মেক্সিকান সীমান্ত এলাকায় ডাকাতের উপদ্রব বেশি। সোনা আছে তা কেউ টের পেলে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

ম্যাক্সকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে, চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু তবু ঘোড়ার পিঠে সে শক্ত হয়েই টিকে আছে।

গরুগুলোকে এখন হাঁটিয়ে নেয়া হচ্ছে। ধুলো যত কম ওড়ে ততই ভাল। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ওরা।

মাটামোরাসের পুবে একটা জায়গায় টেক্সাসের সীমান্ত

অনেকখানি দক্ষিণে ঢুকে এসেছে। ওদের জন্যে সীমান্তের দূরত্ব ওই পথেই সবথেকে কম পড়বে। তাই গরুগুলোর মুখ ওদিকেই ঘোরানো হলো।

দুপুর বারোটার কিছু আগে, সীমান্ত থেকে মাত্র পাঁচ-ছয় মাইল দূরে হেরেরার লোকজন ওদের নাগাল পেল। কিন্তু এর আধঘণ্টা আগে দলপতি হিসেবে স্যামের মাথায় একটা চতুর বুদ্ধি খেলে গেল। টিঙ্কার ছাড়া আর কাউকে কিছু না জানিয়ে জিনের পাশে হাজির হলো সে।

'শোনো, তুমি বাবাকে আর ষাঁড় দুটোকে নিয়ে আগেই সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে যাও। আমরা পিছনে থাকছি। আমাদের যদি লড়তে হয়, তোমাদের ভাবনা না থাকলেই আমরা ভাল ফাইট দিতে পারব।

'আমি লড়তে জানি,' বলল ম্যাক্স।

ম্যাক্সের কাশি, ফ্যাকাসে চেহারা আর জ্বর দেখে উদ্বিগ্ন হলো স্যাম। ওর চোখদুটো আর গাল গর্তে ঢুকে গেছে। সোনা তোলার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে ডুবে স্যামের নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। জলদি শহরে পৌঁছে চিকিৎসা না করালে ওকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না।

'শোনো, পা, তোমাকে এত বছর পরে ফিরে পাওয়ার পর আবার হারাতে চাই–আমি যা বলছি সেটাই করো। সোনা তোমাদের কাছে থাকলে আমরা যদি ধরাও পড়ি, তোমরা আমাদের ছাড়াতে পারবে।

'আর তুমিও শোনো জিন–আমি অবশ্যই ফিরে আসব। সম্ভব হলে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

'যদি আগেই মারা না পড়ো,' বলে উঠল ম্যাক্স।

'এত সহজে আমি মরব না, পা,' বলল স্যাম। 'এখন আমার কাঁধে জিনের আসর হয়েছে। তাছাড়াও আমাকে টেনেসিতে ফিরতেই হবে–ডাইকদের সাথে কিছু বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে। তোমরা এগোও।'

গরুগুলো নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। সোনা-বোঝাই ষাঁড় দুটো রইল সবার আগে।

এর বিশ মিনিট পরে ওরা দূরে ধুলো উড়তে দেখল। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো ঘোড়া দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দও ওদের কানে পৌঁছল। স্যামের সাথে টিঙ্কারের দৃষ্টি বিনিময় হলো। ওদিক থেকে গুলি আসতে শুরু করল। এতে খুশিই হলো স্যাম, কারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে কারও দিকে গুলি ছোঁড়া ওর নীতিবিরুদ্ধ।

মসৃণ গতিতে স্যামের হেনরি রাইফেলটা উঠে এল ওর কাঁধে। প্রথম গুলিতেই সামনের লোকটা স্যাডল ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আর দেরি না করে টিঙ্কার আর স্যাম ঘোড়া ঘুরিয়ে বর্ডারের দিকে ছুটল। গরুগুলোর পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গরুর আড়ালে চলে এল ওরা। ওয়াকার আর জাপাতাও তাই করল। সহজেই গরুগুলোকে ঘুরিয়ে নিজেদের আর ধাওয়াকারীদের মাঝখানে এনে ফেলল ওরা। তারপর ওদের স্ট্যামপিড করাল।

দুই পক্ষই সমানে গুলি ছুঁড়ছে। মাত্র কয়েকজনই এগোল, বাকি সবাই হতভম্ব হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারপর দুপাশ দিয়ে এগিয়ে এল। লম্বা ডাইভের পর ওদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, ছুটে পালানো অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে ওখানেই রুখে দাঁড়াতে হলো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামল স্যাম। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওটার জিনের ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে। ওর চারপাশ থেকেই বুলেট আসছে। ভয় পাওয়ারও সুযোগ মিলল

না।

'স্যাম!' চিৎকার করে ডাকল টিঙ্কার। 'ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলো!'

দুজনেই ঘোড়ার পিঠে উঠল। কালো স্যুট পরা একটা লোক ওদের ভিতর থেকে ডাবল ব্যারেল শটগান হাতে বেরিয়ে এল। ওয়াকারকে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোতে দেখে লোকটা ওকে তাক করে দুটো ব্যারেলই খালি করল।

জাপাতা আহত, এখন জনেথনও পড়ল। সে যে মারা গেছে এটা স্যামকে কারও বলে দিতে হলো না। কালো স্যুট পরা লোকটাকে লক্ষ্য করে স্যাম গুলি ছোঁড়ার আগেই সে অদৃশ্য হলো।

কিন্তু স্যাম ওকে চিনতে পেরেছে।

লোকটা জন হিগিনস! টিঙ্কারও ওকে দেখেছে।

দুজনেই ঘোড়া ছুটাল ওরা। হঠাৎ স্যাম অনুভব করল তার ঘোড়াটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ওটা বালুতে মাথা ঠুসে পড়ে গেল। ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল স্যাম।

স্যাম দেখল টিঙ্কার আতঙ্কিত চোখে একবার পিছন ফিরে ওকে দেখল, তারপরে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ওর মুখের ভাব দেখে স্যাম বুঝল টিঙ্কার নিশ্চিত সে মারা পড়েছে।

হাত থেকে হেনরি রাইফেলটা পড়ে গেছিল। ওটা তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল স্যাম। একটা বুট সজোরে এসে পড়ল ওর মুঠির ওপর। মুখ তুলে চেয়ে দেখল হিংস্র চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে অ্যানটোনিও হেরেরা। ওর চেহারায় প্রতিহিংসা সুস্পষ্ট। স্যামের নিস্তার নেই এখন।

ম্যাক্সের মত তাকেও এখন অনেক নির্যাতন সইতে হবে। কোনদিন সে কি টেক্সাসে ফিরতে পারবে?

# আট

তেতো দিনগুলো একে একে কেটে সপ্তাহে পরিণত হলো, সপ্তাহগুলো কেটে মাস, মাস কেটে বছর। তিনটে বছর কেটে গেল, কিন্তু ছাড়া পেল না স্যাম।

দিনের বেলা ক্রীতদাসের মতই সারাদিন খাটতে হচ্ছে, খাবার পশুর উপযুক্ত। রাতে নোঙরা খড়ের বিছানায় শুয়ে সে যেদিন মুক্তি পাবে সেইদিনের স্বপ্ন দেখে।

স্যাম একেবারে একা। যে ছোট্ট গণ্ডীর ভিতর সে আছে তার বাইরে কেউ জানেও না সে বেঁচে আছে। ওর সাথে কথা বলার কেউ নেই। যাদের সাথে সে কাজ করে তারা ইয়াকি ইন্ডিয়ান। সনোরা থেকে ওদের আনা হয়েছে। স্যামের সম্পর্কে কিছুই জানে না ওরা–তাই ওকে বিশ্বাস করে না। নিজেরা নিজেরাই কথা বলে ওরা।

হাজারবার সে জেল থেকে পালাবার বুদ্ধি এঁটেছে। কিন্তু একা এটা অসম্ভব। গার্ডরা কোন দুর্বলতা প্রকাশ করলেই তাদের বদলি করে দেয়া হয়েছে। গাঁইতি, কোদাল, ইত্যাদির হাতল মুঠো করে ধরে সারাদিন কাজ করে হাতের আঙুলও বাঁক নিয়েছে। ভারী

স্লেজ হ্যামার ব্যবহার করায় কাঁধের পেশীগুলো আরও পুষ্ট হয়ে ফুলে উঠেছে।

মাঝেমাঝে একা নিজের সেলে বসে মনে পড়ে প্রথম দিন হেরেরা ছোট্ট একটা কামরায় নিয়ে তার হাত শক্ত করে বেঁধে কিভাবে তাকে জেরা করেছিল।

পা ফাঁক করে ওর সামনে সমব্রেরোটাকে মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুদর্শন লোকটা তার সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলেছিল, 'তুমি আমার ওপর রাইফেল ধরেছিলে।' কথাটা শেষ করেই হাতের ছড়িটা দিয়ে আঘাত করেছিল স্যামের গালে।

ওটাই নির্যাতনের শুরু।

'এখানে সোনা আছে। কোথায় আছে বললে তোমাকে হয়তো মুক্তি দেয়া হতে পারে।'

লোকটা মিথ্যা বলল...স্যামকে মুক্তি দেয়ার কোন ইচ্ছাই ওর নেই। ওকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করাই ওর উদ্দেশ্য।

'সোনা যা ছিল তা ওরা সাথে করে নিয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা বলছ,' বলে সে আবার স্যামের মুখে আঘাত করল। কেটে বসে গেল ছড়ি। স্যাম রক্তের নোনতা স্বাদ টের পেল তার মুখে। বিদ্বেষ আর আক্রোশের সূত্রপাত ওখানেই।

জেরারও শুরু ওই দিন থেকেই। কিন্তু কেবল শুরু। হেরেরা জানে ওখানে সোনা আছে। এবং সেও অন্যান্য লোকের মত ওটা হস্তগত করতে চায়।

ওকে সোনার অবস্থান জানালে স্যামকে যে মেরে ফেলা হবে এটা নিশ্চিত। মরতে চায় না স্যাম, তাই কিছুই জানাল না। প্রত্যেক জেরার পরে একটা সেলে ওকে আটকে রাখা হত। প্রত্যেকবারই স্যামের মনে হত সে মরে যাবে। কিন্তু পাহাড়ের

ওই কেবিনে এতকাল একাকী থাকার ফলে ও যে কতটা কঠিন হয়ে উঠেছে তা সে নিজেও জানত না। হয়তো স্লোনদের রক্তেই আছে এই ইস্পাত কঠিনতা।

হেরেরাকে মনে রাখবে স্যাম। আরও একজনের কথা ওর মনে থাকবে। সে হচ্ছে জন হিগিনস, যে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেক্সিকানদের সব জানিয়েছে, এবং তার সম্বন্ধী ওয়াকারকে হত্যা করেছে। অবশ্যই এটা স্যামের বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য।

এদের হত্যা করার জন্যেই স্যামকে বেঁচে থাকতে হবে।

বাইরের থেকে কোন সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই, কারণ ওরা জানে না সে বেঁচে আছে। জনেথন মারা গেছে—হয়তো জাপাতাও। অবশ্য সে আহত অবস্থায় সীমান্তের ওপারেও পৌঁছে থাকতে পারে। স্যাম জানে টিঙ্কার ওকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে মৃত মনে করেই ছেড়ে চলে গেছিল। আহত মনে করলে কখনও ফেলে যেত না।

এক রাতে হঠাৎ স্যামকে গভীর ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো। ঘোড়ায় তুলে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো। হেরেরা ওর পাশে রাইড করছে।

'তোমার বন্ধুরা হাল ছাড়েনি, বলল সে, 'মেক্সিকোতেও ওদের অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছে। তাই তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে কেউ তোমার খোঁজ পাবে না।'

সীমান্তের কাছাকাছি একটা আউটল র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। এটা জেলের থেকেও ভয়ঙ্কর। কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই ভয়ানক শাস্তি। আউটল ফ্লোরেসের র‍্যাঞ্চ ওটা। লোকটা এত শক্তিশালী যে ওই প্রদেশের আইনও ওর অপরাধ অন্ধ দৃষ্টিতেই দেখে। করটিনার যোগসাজসে ওরা কিঙের মোট পঞ্চাশ হাজার গরু রাসল করেছে।

কর্তব্যের খাতিরে হেরেরাকে দক্ষিণে যেতে হলো। কিন্তু এতে স্যামের কষ্ট কমল না। তাকে ইউকি দাসদের সাথে ওকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তবে জেলের চেয়ে এখানকার খাবারটা ভাল। ভুট্টা, ফ্রিওল আর গরুর মাংস (ফ্রিওল মেক্সিকানদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার, যদিও আমার কাছে সুস্বাদু মনে হয়নি)।

ডজনখানেকবার সীমান্তের ওপারে খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছে স্যাম। দুবার ধরা পড়ে অমানুষিক মার খেতে হয়েছে ওকে।

'বলো সোনা কোথায় আছে,' হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাবের সময়ে একবার বলেছিল হেরেরা। 'বললেই তোমার একটা ঘোড়া আর সেইসাথে মুক্তি মিলবে।' কিন্তু স্যাম বলেনি।

অত্যন্ত প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে হেরেরা। আউটলরা সবাই ওর পক্ষে। টেক্সাসে আউটলদের রেইডে যা লাভ হয় তার একটা মোটা অংশ নিয়ে হেরেরা ওদের প্রোটেকশন দেয়। রাতের পর রাত ফ্লোরেস র‍্যাঞ্চের লোকজন সীমান্ত পেরিয়ে রেইডে যায় এবং গরু, ঘোড়া আর মেয়ে নিয়ে ফেরে।

আর কোন মেক্সিকান র‍্যাঞ্চে আসে না। সীমান্তের মেক্সিকানরা আউটলদের ঘৃণা করে, কিন্তু ওদের হাতে কোন ক্ষমতা না থাকায় কিছুই করতে পারে না।

এর পরে হেরেরা যেদিন আবার এল সেদিন ওর চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দরজা ঠেলে ধীরে কামরায় ঢুকল সে। ওর পিছনে দুজন সশস্ত্র গার্ড। হেরেরার বাম হাতে পিস্তল আর ডান হাতে একটা ক্যাট। জাহাজে ব্যবহৃত হয় ওই চাবুক, যার নাম ক্যাট ও' নাইন টেইলস–অর্থাৎ নয় লেজওয়ালা চাবুক। শক্ত কাঠের হাতল থেকে ঝুলছে নয়টা কাঁচা চামড়ার ফালি, যেগুলোর মাথা তার দিয়ে মোড়া। ওই চাবুক মানুষকে ফালি-ফালি করে ছিঁড়ে ফেলতে

পারে।

'আজই শেষ,' বলল হেরেরা। 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আজ রাতেই তুমি আমাকে বলবে, যদি না বলো তাহলে এটা দিয়ে চাবকে আমি তোমার চোখ তুলে নেব।'

স্যাম বুঝল আর উপায় নেই হেরেরাকে হত্যা করে আজই তাকে মরতে হবে।

লোকটা স্যামের দিকে এগোল। জায়গা থেকে নড়ল না সে–ঘরের কোনায় দুই দেয়ালের খাঁজে ওত পেতে অপেক্ষায় রইল।

স্যামকে সেদিনই লাস কেভাসে ফ্লোরেসের হেডকোয়ার্টার থেকে আধমাইল দূরে একটা ছোট র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছে। দিনটা ছিল ১৮৭৫ সালের উনিশে নভেম্বর। তারিখটা কোনদিন ভুলবে না স্যাম।

ওই রাতে কিঙের পাঠানো টেক্সাস রেঞ্জাররা একটা ভুল করেছিল। এই ধরনের ভুলের ওপরই নির্ভর করে মানুষের জীবন-মরণ। রাতের আঁধারে চুপিচুপি সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে রেঞ্জারের দল।

পিস্তল তৈরি রেখেই স্যামের দিকে এগোল হেরেরা। ধূর্ত লোকটা জানে স্যামের মাথায় কি চিন্তা চলছে। চাবুক উঁচাল সে, কিন্তু দেয়ালের কারণে ঘরের কোনায় ওটা চালানো কঠিন।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল স্যাম। এতদিনের নির্যাতনে জমাট বাধা প্রচণ্ড আক্রোশে ওর ভিতরটা জ্বলছে। এখন যাই ঘটুক না কেন হেরেরার গলাটা সে একবার নিজের দু'হাতের মুঠোয় পেতে চায়।

হেরেরা ওকে আঘাত করবে। ওর বুলেট মাংস ছিঁড়ে স্যামের দেহে ঢুকবে। দরজার কাছে দাঁড়ানো গার্ডদের বুলেটও হয়তো ওর

দেহ ভেদ করবে। কিন্তু একবার ওর হাত হেরেরার গলা পর্যন্ত পৌঁছলে লোকটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ছাড়বে না। স্যাম নিজেও মরবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে পরোয়া করে না। সে একা মরবে না–হেরেরাকেও সাথে নিয়ে যাবে।

চাবুক ঝাড়া দিল হেরেরা, কিন্তু স্যাম জায়গা থেকে নড়ল না। উপর থেকে স্যামের ওপর চাবুক নামিয়ে আনার জন্যে হাত উঁচাল সে এবং প্রচণ্ড বেগেই আঘাত করল, তবু নড়ল না স্যাম। এবার রাগে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল হেরেরা। যে সম্পদের পিছনে সে এতদিন যাবৎ ঘুরছে সেই সম্পদের অবস্থান জেনেও স্যাম ওকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ওর ঠোঁট বাঁকা হয়ে দাঁত বেরিয়ে এল। স্যামের মুখে আঘাত করার জন্যে আবার চাবুক তুলল সে। তার পেঁচানো চাবুক ওর চোখ খুবলে বের করে আনবে। হেরেরার চেহারায় ফুটে উঠেছে হিংস্রতায় ভরা একটা তীব্র ঘৃণা।

হঠাৎ বাইরে থেকে একসাথে অনেকগুলো গুলিবর্ষণের আওয়াজ উঠল। সেই সাথে শোনা গেল দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ। তার সঙ্গে টেক্সান তীক্ষ্ণ চিৎকার। ইয়াহ্ হু!

দরজার কাছে দাঁড়ানো গার্ড দুজন বাইরে কি ঘটছে দেখার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। এমনকি হেরেরাও হকচকিয়ে গিয়ে আঘাত করা ভুলে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক এই সময়েই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যাম।

ডান হাতে সে পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল, আর বাম হাতে চেপে ধরল ওর গলা। পুরো গলা নয়–ওর কণ্ঠার দুপাশে ঘামচে চেপে বসল স্যামের আঙুল।

গর্জে উঠল ওর পিস্তল, কিন্তু কব্জি মুচড়ে পিস্তলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে স্যাম। শব্দটা বাইরের গোলাগুলির

মাঝে ডুবে গেল। হেরেরাকে দেয়ালের ওপর আছড়ে ফেলল স্যাম, কিন্তু নিজের কোন মুঠিই আলগা করল না। ওর মাথার পিছন দিকটা সজোরে পাথরের দেয়ালে ঠুকে গেল। দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে ডান হাতে হেরেরার পিস্তল ধরা মুঠির গাঁটগুলো খরখরে দেয়ালে ঘষছে স্যাম। অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে–গোঙানির মত শোনাল ওটা।

হেরেরার রক্তাক্ত আঙুল আর পিস্তলটা ধরে রাখতে পারল না। সশব্দে ওটা খসে পড়ল মেঝের ওপর।

ওকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়াল স্যাম। দুর্বলভাবে চাবুকের একটা আঘাত হানল হেরেরা। ওটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাঁধের পুরো ওজন ব্যবহার করে বাম হাতে ওর চোয়ালে ঘুসি মারল স্যাম, তারপর আরেকটা–এবার ডান হাতে। পরপর আরও দুটো প্রচণ্ড আঘাত হানল। প্রথমটা পাঁজরের ওপর পড়ে দুটো পাঁজর ভাঙল। দ্বিতীয়টা পড়ল মুখের ওপর।

ওর মাথাটা দেয়ালের সাথে ভীষণ জোরে ঠুকে গেল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল ওর, স্যামের পায়ের কাছে পড়ল সে। মারা গেছে ও।

দ্রুত হাতে ওর গানবেল্টটা খুলে নিয়ে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল স্যাম।

দরজার বাইরে করিডরটা খালি। ছুটে এগিয়ে অন্য একটায় ঢুকল সে। একটা দরজা খোলা পড়ে আছে। গোলাগুলির শব্দে ওটা খোলা রেখেই সবাই বেরিয়ে পড়েছে। ভিতরে ঢুকল স্যাম।

কামরাটা খালি এবং নিস্তব্ধ। দ্রুতপায়ে গান কেসটার দিকে এগোল স্যাম। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে ওটার কাঁচ ভেঙে শটগান বের করে নিল, শেলগুলো পকেটে ভরল।

একটা হেনরি রাইফেল ছিল ওখানে, সেটাও নিল। দুটো

কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে একটা চেয়ারের পিছনে—ওগুলো মেক্সিকান স্টাইলে বুকের কাছে ক্রস করে পরল। স্যাম নিজের ওয়াল্‌শ্‌ নেভি পিস্তলটা কেসের কোনায় দেখতে পেয়ে ওটা কোমরে গুঁজল।

কামরা থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে ছুটল স্যাম। দরজা দিয়ে বাইরের লম্বা বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওখানে অন্ধকার একটা জায়গায় থামল। ঘোড়ার পিঠে কিছু লোক সামনের উঠানে ছোটাছুটি করছে। ওদের রাইফেল আর পিস্তলের মাথায় আগুনের ঝিলিক বর্শার মত অন্ধকারকে ছেদ করছে। একটা টেক্সাস হুঙ্কারের পরপরই ব্যালকনির ওপর একজন মেক্সিকান গুলি খেল। চিৎকার করে লোকটা স্যামের খুব কাছেই উঠানে পড়ল। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে আরোহী স্যামকে দেখতে পেল।

লোকটাকে গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলতে দেখে স্যাম চিৎকার করল, 'না! আমি আমেরিকান!'

পিস্তল তাক করে রেখেই সে ঘোড়া নিয়ে স্যামের দিকে এগিয়ে এল। 'তুমি কে?' লোকটার স্বরে কর্তৃত্বের আভাস।

'বন্দী। গত তিন বছর যাবৎ এরা আমাকে আটকে রেখেছে।'

'তিন বছর?'

হিচরেইলে বাঁধা ঘোড়াটার বাঁধন খুলে ফেলল আরোহী। উঠানের বাইরে ভারী গোলাগুলির আওয়াজ উঠল। 'এসো! দেরি কোরো না!'

ঘোড়া ছুটিয়ে গোলাগুলির জায়গায় পৌঁছল ওরা। একজন চিৎকার করে স্যামের পাশের রাইডারকে বলল, 'ভুল জায়গায় হানা দিয়েছি আমরা, আধমাইল দূরে ফ্লোরেসের প্রধান র‍্যাঞ্চ!'

'ওখানে দুশো লোক রয়েছে!' চিৎকার করে ওদের জানাল স্যাম।

'চলো ফিরি।' বলে উপত্যকা ধরে সীমান্তের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে

ঘোড়া ছোটাল কম্যান্ডার। মাইল দুই যাওয়ার পর গতি কমাতে কমাতে শেষে হাঁটার গতিতে চলল ওরা। আকাশের দিকে চাইল স্যাম–ধ্রুব তারাটা যেন চোখ মিটমিট করে ইশারায় ওদের ডাকছে।

'ওরা আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসবে,' স্যামের পাশের লোকটা বলল।

ঘন হয়ে বেশ দ্রুত এগোচ্ছে ওরা রিও গ্র্যান্ডের দিকে। ওটা এখনও কয়েক মাইল উত্তরে। শীতল রাত, কিন্তু কোন বড় পাথর পার হওয়ার দিনের বেলা ধরে রাখা তাপ টের পাওয়া যায়।

আবার হাঁটার গতিতে ফিরে গেল ওরা। পাশের রাইডার স্যাডল থেকে ঘুরে স্যামের দিকে তাকাল।

'তিন বছর, তাই না?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিল সে। কিন্তু সোনার কথা বলল না। কেবল জানাল যে ওরা এমন একটা তথ্য জানতে চেয়েছিল যেটা কেবল সেই জানে। হেরেরার নাম শুনে গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল কম্যান্ডার। 'ওই লোকটার দেখা পেলে ওকে আমি ছাড়ব না।'

'ওর দেখা তুমি আর কোনদিনই পাবে না।'

'কেন, তোমার ধারণা সে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, সে মারা গেছে। ওকে হত্যা করেই আমাকে সেল থেকে বেরোতে হয়েছে। সে যে মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমার নাম ম্যাক নেলি,' বলল সে। 'এরা সবাই টেক্সাস রেঞ্জার।'

ওরা সবাই এসেছে বর্ডারের এপাশে আউটলদের বিরুদ্ধে একটা আঘাত হানতে। ফ্লোরেসকে মারতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু ভুল করে ওরই একটা ছোট র‍্যাঞ্চে আঘাত হেনেছে। এতেই স্যামের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

ওরা যখন রিও গ্র্যান্ডে পৌঁছল, তখন আউটলররা ওদের বেশি পিছনে নেই।

'তুমি সীমান্ত পার হয়ে চলে যাও,' বলল কম্যান্ডার। 'ওদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছ তুমি।'

'তুমি আমাকে থাকার অনুমতি দাও, ক্যাপ্টেন। ওদের অনেকেই আমাকে আঘাত করেছে–কষ্টও দিয়েছে। ওদের কাছে আমার একটা ঋণ আছে–আমি ওদের শটগান নিয়ে এসেছি। অন্তত ওটার গুলিগুলো ওদের ফেরত দেয়া উচিত।'

এখানে নদীর কাছে বাতাসটা ঠাণ্ডা, নদীর কারণে বাতাসটা ভেজা। কয়েক বছর পর এই প্রথম স্যাম মুক্ত বাতাসের স্বাদ পাচ্ছে। চারদিকেই খোলা বাতাস।

আউটলররা ধাওয়া করে ছুটে আসছে। নদী পার হওয়ার আগেই রেঞ্জারদের ধরে ফেলবে ওরা। অভ্যর্থনা জানাতে এক ঝাঁক গুলি ওদের দিকে ছুটে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনজন খসে পড়ল। মেসকিট ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো ওরা। ম্যাক নেলির সাথে কয়েকজন রেঞ্জার মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এগোল। স্যামও ওদের সাথে গেল।

'যাকে মারার উদ্দেশ্যে তোমরা মেক্সিকোতে এসেছিলে, তাকে তোমরা ঠিকই মেরেছ। ওই ডান দিকের লোকটা স্বয়ং ফ্লোরেস।'

নদী পার হয়ে টেক্সাসে পৌঁছল ওরা। রিও গ্র্যান্ড থেকে কয়েক মাইল উত্তরে একটা ক্রীকের ধারে রেঞ্জারদের ক্যাম্প। ক্যাম্পে পৌঁছে ম্যাক নেলি বলল, 'এই বেশে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই তোমার, আমি তোমার জন্যে এক সেট জামা-কাপড় আর বুটের ব্যবস্থা করছি।'

ওই রেঞ্জার লোকগুলো ভাল, ওরা স্যামের জন্যে পুরো সেট পোশাকের ব্যবস্থা তো করলই, তারপরেও ওর হাতে যেন কিছু

ক্যাশ থাকে এজন্যে ওরা প্রয়োজন না থাকলেও হেরেরার পিস্তলটা ছয় ডলার দিয়ে কিনে নিল। ওই শটগানটা ম্যাক নেলি নিজেই বারো ডলার দিয়ে কিনল।

যে ঘোড়ায় চেপে এসেছে স্যাম ওটা সতেরো হাত উঁচু (ঘোড়ার মাপের জন্যে এক হাত হচ্ছে কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত) একটা চমৎকার রোন।

'কেউ যদি তোমার কাছে ওই ঘোড়ার বিল অব সেইল দেখতে চায়,' বলল ম্যাক নেলি, 'তাদের তুমি আমার কথা বলতে পারো।'

প্রথমেই স্যাম যা করল তা হচ্ছে ক্রীকে গিয়ে একটা গোসল। ওখানেই পুরোনো জামা-কাপড় ত্যাগ করল সে। তারপর নতুন পোশাক পরে রেঞ্জারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জনেথনের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরেই জাপাতার ছোট্ট বাড়িতে পৌছে গেল স্যাম। ওখানেই কানা মেয়ারটাকে রেখে গেছিল সে।

একজন যুবতী স্যামের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এল। মহিলা জাপাতার স্ত্রী হোয়ানিতা। ওর পাশে একটা বারো বছর বয়সের ছেলে। ছেলেটা নির্ভীক দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকালেও ওর মনে হলো ওরা দুজনেই ভীত।

'আমার কথা তোমার মনে আছে, সেনইঅরা? কয়েক বছর আগে আমি জাপাতা আর জনেথনের সাথে এখান থেকে বেরিয়ে গেছিলাম।'

চিনতে পারার চিহ্ন মেয়েটার চেহারায় ফুটে উঠলেও সে বলল, 'চলে যাও। জাপাতা মরে গেছে।'

'মারা গেছে, সেনইঅরা?'

'সি (হ্যাঁ)। মেয়েটা চোরাচোখে চারপাশটা একবার দেখে

নিল, যেন কেউ দেখে ফেলার ভয় করছে। সে মেক্সিকো থেকে ফিরে এসেছিল। কিন্তু পরে একদিন আর ফিরল না, ওদিকে "ব্যানডিডো" (ডাকাত আউটল) ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল।'

'তাই?' ব্যানডিডোর সাথে জন হিগিনসের কথাও একবার ভাবল স্যাম। তারপর প্রসঙ্গ পালটাল। 'আমি এখান থেকে যাওয়ার সময়ে একটা প্রসূতি মেয়ার রেখে গেছিলাম। প্রসবের সময়ে তোমার যত্ন নেয়ার কথা ছিল।'

'আমার মনে আছে সেনইঅর।'

'ওই বাচ্চাটা...ওটা কোথায়?'

ছেলেটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওর মা ওকে বাধা দিয়ে স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বলল। স্যাম এখন স্প্যানিশ ভাষা ভালই বোঝে, কিন্তু দূরে থাকায় কি বলা হলো ঠিক শুনতে পেল না।

'ওটা সুস্থই আছে, সেনইঅর। তবে তোমার ঘোড়াটা গতবছর মারা গেছে। ম্যানুয়েল ওটাকে নিয়ে আসবে।'

'দাঁড়াও।' ছেলেটার দিকে তাকাল স্যাম। 'তুমি ওটার পিঠে চড়েছ?'

'ওই মিউলটা? সি, সেনইঅর।' ছেলেটার চোখে বন্ধুত্বের কোন আভাস নেই।

'ওটা কি বাতাসের বেগে ছুটতে পারে?'

ছেলেটার চোখে উত্তেজনা আর উদ্দীপনার ভাব ফুটে উঠল। 'সি, সেনইঅর, ওটা দারুণ ছুটতে পারে।'

হোয়ানিতা দু'পা এগিয়ে এল। 'ম্যানুয়েল মিউলটাকে ভালবাসে,' বলল সে, 'অত্যন্ত বেশি ভালবাসে, কারণ ওটাই এখানে ওর একমাত্র বন্ধু। আমি ওকে বলেছি একদিন তুমি মিউলটাকে নিতে আসবে।'

'তুমি জানতে আমি ফিরে আসব?'

'সি, সেনইঅর। জাপাতা আমাকে বলেছে তুমি মারা যাওনি। এদিকে একমাত্র সেই বিশ্বাস করত তুমি বেঁচে আছ। অবশ্য সেনইঅরিটা ভার্জিনিয়া ওয়াকারও প্রায়ই বলত তুমি মরতে পারো না।'

'সে এখন কোথায়?'

'সেনইঅর ম্যাক্স স্লোন তাকে পাহাড়ে নিয়ে গেছে। তার ভাই মারা যাওয়ার পর সে আর টেক্সাসের ওই বাড়িতে থাকতে রাজি হয়নি।'

তাহলে জিন তার বাবার সাথেই আছে, হয়তো এখনও তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে। সে বিশ্বাস করে স্যাম বেঁচে আছে, এবং একদিন ফিরে আসবে! মনেমনে খুশি হয়ে উঠল স্যাম।

হোয়ানিতা এগিয়ে স্যামের ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল। আর ম্যানুয়েল অনিচ্ছার সাথে মিউলটাকে আনতে গেল। 'এদিকে অনেক ঝামেলা হয়েছে,' বলল হোয়ানিতা। 'সেনইঅর হিগিনস আমাদের এখানে থাকতে দেয় বটে, কিন্তু কোন অচেনা লোকের সাথে কথা বলতে বারণ করেছে। তুমি ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খবর দিতে বলেছে।'

ওই সময়ে স্যামের ঘোড়াটা হঠাৎ মাথা তুলল। স্যাম দেখল ওর মিউলটাকে নিয়ে আসা হয়েছে।

ওটা যে মিউল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অন্যান্য মিউলের তুলনায় ওটা বেশি উঁচু এবং লম্বা। পাগুলো সরু আর লম্বা।

মিউলটা যেভাবে ছেলেটার পিছন-পিছন আসছে তাতেই বোঝা যায় ওদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্যাম যখন ওটার কাছে গেল মিউলটা নাক বাড়িয়ে ওকে স্বাগত

জানাল। স্যামের ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে সব জীবজন্তুই ওকে খুব সহজে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেয়।

'মেয়ারটার কি হয়েছিল?'

'নেকড়ে, সেনইঅর। এটা তখন ছোট ছিল। আমি যদি ওই সময়ে ওখানে গিয়ে হাজির না হতাম, তাহলে এটাও মারা পড়ত।'

মিউলের ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে বর্তমান পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখল স্যাম। 'ম্যানুয়েল,' বলল সে, 'আমার মনে হয় তোমার আর হোয়ানিতার আমার সাথে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল হবে। আমি ভাবছি তোমাদের স্যান অ্যানটোনিও বা আর কোথাও চলে যাওয়া দরকার। তোমারও স্কুলের শিক্ষা প্রয়োজন।'

'কিভাবে?' বলল হোয়ানিতা, 'আমাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই, তাই এখান থেকে চলে যাওয়ার উপায় নেই। যা আছে তা হচ্ছে কিছু ছাগল আর মুরগি।'

'ঘোড়া আছে?'

'না, সেনইঅর। ঘোড়াগুলো সেনইঅর হিগিনসের।'

'উপায় নেই, ওগুলোই তোমাদের ব্যবহার করতে হবে।' একটু থামল স্যাম। 'লোকটা যদি জানে তুমি আমার সাথে কথা বলেছ তাহলে ঝামেলা করবে। তাছাড়া আমারও একজন রাইডার দরকার যে মিউলটাকে সফল ভাবে রাইড করতে পারবে বা রেসে জিততে পারবে। তুমি পারবে না ম্যানুয়েল?'

উৎসাহে ছেলেটার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, সে বলল, 'আমি পারব, সেনইঅর। ও খুব জোরে ছুটতে পারে।'

'আজই তোমরা রওনা হতে পারবে?'

'ছাগলগুলোর কি হবে?'

'ওরা নিজেই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারছে। ওদের

এখানেই থাকতে দাও।'

বেশি সময় নিল না ওরা, কারণ সাথে নেয়ার মত মূল্যবান কিছুই ওদের কাছে নেই। স্যামের ঘোড়াটা নিয়ে ম্যানুয়েলই দুটো পোনি ধরে নিয়ে এল। দড়ির ফাঁসের চমৎকার ব্যবহার জানে ম্যানুয়েল। ওদিকে স্যাম একেবারেই অজ্ঞ। ইদানীং পিস্তল নিয়ে আবার অনুশীলন করা আরম্ভ করেছে স্যাম। কিন্তু এখনও কালেন বেকারের মত মাস্টার হতে পারেনি। তবে ওই নেভি পিস্তলটাই ওর পছন্দ। ওটা যেন ওর হাতে বেশি খাপ খায়।

যে ট্রেইল ওরা ধরল, সেটা ক্যানসাসে গরু নিয়ে যাওয়ার ট্রেইল। স্যামের ধারণা জাপাতার কাছে তার কিছু ঋণ রয়ে গেছে। লোকটা সত্যিই খুব ভাল ছিল। বিশ্বস্ত এবং নির্ভরশীল। তাই ওদের স্যান অ্যানটোনে নিয়ে গেলে তার ঋণ অন্তত কিছুটা শোধ হবে।

'তোমার মনে হয় মিউলটা দৌড়ে এই ঘোড়াকে হারাতে পারবে?'

'অবশ্যই,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল ম্যানুয়েল। 'ওটা সত্যিই ছুটতে পারে।'

পরীক্ষা করার জন্যে দূরের কটনউডকে সীমানা ধরে প্রতিযোগিতায় নামল স্যাম। দূরত্ব সম্ভবত পৌনে এক মাইল।

মেক্সিকান ঘোড়াটা ভাল কাটিঙ হর্স। দ্রুত দৌড় শুরু করার ট্রেনিঙ ওটাকে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ওটা একজন আউটলর ঘোড়া–ওরা ভাল ছাড়া অন্য ঘোড়া ব্যবহার করে না কারণ তাতে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি থাকে। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই ওটা মিউলকে দুই ঘোড়ার দৈর্ঘ্য পথ পিছনে ফেলে দিল। অর্ধেক পথ চলার পর মিউলটার মাথায় ঢুকল যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে, তাকে ছুটতে হবে।

দুই তৃতীয়াংশ পথ চলার সময়েই মিউলটা স্যামের ঘোড়াকে

ধরে ফেলল। তারপরে স্যামকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

ওকভিল শহরেই প্রথম খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্যাম। তবে স্যামের পকেটের যা অবস্থা তাতে বাজির অঙ্কটা ছোটই হবে।

বিচার করে দেখলে ওকভিল কোন বড় শহর নয়। এখানকার লোক সংখ্যা একশোরও কম। এদের চল্লিশজন লোক উত্তর দক্ষিণের যুদ্ধে মারা গেছে। এটা দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়ার ট্রেইলের ওপরই পড়েছে।

শহরে পৌঁছে ম্যানুয়েল আর তার মা হোয়ানিতাকে কিছু টাকা দিয়ে দিনের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে বলে বারে ঢুকল স্যাম। হিচ রেইলে চারপাঁচটা ঘোড়া রয়েছে। ব্যাট-উইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল বারটেন্ডার ছাড়া কেবল একটা লোকই রয়েছে ওখানে।

'আমার সাথে একটা ড্রিঙ্ক খাবে?' আমন্ত্রণ জানাল স্যাম।

'আমার এতে কোন আপত্তি নেই,' জানাল লোকটা। লম্বা চিকন গড়নের লোক। গোঁফ একটু লালচে। চোখের ভাষায় প্রশ্ন। 'ক্ষণিকের অতিথি?'

'অনেকটা। তবে আমি একটা ঘোড়ার রেসের ব্যবস্থা করতে চাই। আমার সাথে একজন মেক্সিকান মেয়ে আর তার ছেলে রয়েছে।'

লোকটা আড়চোখে স্যামকে দেখল, এবং স্যাম বলল, 'ওর স্বামী আমার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্ডারের ওপাশে লড়েছে।

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। স্যান অ্যানটোনে ওদের আত্মীয়-স্বজন আছে।'

'তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

লোকটা তার হুইস্কির স্বাদ নিল, কিন্তু কিছুই বলল না।

নীরবেই সে দরজার কাছে গিয়ে মিউলটাকে দেখে ফিরে এসে বাকি ড্রিঙ্কটা গলায় ঢেলে দিল।

'শহরের পুবে একজন আছে, যার কাছে একটা ফাস্ট ঘোড়া আছে। আমি যদি কিছু টাকা বাজি ধরি, তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'আমি বরং খুশিই হব। তুমি এখানেই থাকো?'

'বীভিল। মাঝেমাঝে ব্যবসার খাতিরে এদিকে আসি। আমি গরু কিনছি।'

ওই লোকটার ঘোড়া বেশ ভাল ছুটতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই স্যামের মিউল ঘোড়াটাকে হারিয়ে দিল।

স্যামের দশ ডলার বিশে পরিণত হলো। গরু ক্রেতা ওকে আরও বিশ ডলার দিল। 'চিন্তার কারণ নেই, বাজি ধরে আমি অনেক টাকা পেয়েছি।'

চিন্তামগ্ন ভাবে স্যামের দিকে তাকাল লোকটা। 'তুমি কখনও বীভিলে গেছ? ওখানে অনেক টাকা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সামনের শনিবারে একটা ঘোড়ার রেসেরও ব্যবস্থা করছে ওরা। তুমি চাইলে আমার সাথে ওখানে যেতে পারো। ওটা তোমার পথে না পড়লেও তোমার এমন কিছু ঘোরাও হবে না।'

'কিছু টাকা বানানো আমার জরুরী দরকার,' বলল স্যাম। 'আমি তোমার সাথে যেতে রাজি আছি।'

'ওরা একটা প্রাইজ ফাইটেরও ব্যবস্থা করছে। ওখানকার বেশির ভাগ লোকই আইরিশ ইমিগ্রেন্ট। তোমার কাঁধের পেশী তো খুব শক্তিশালী, কখনও ফাইট করেছ?'

'না, তেমন ইচ্ছে আমার নেই,' বলল স্যাম, 'আমি দুজন লোককে খুঁজছি, ওদের পেলেই কেবল ফাইট করব।'

'ওখানে একজন জুয়াড়ী এক ফাইটার এনেছে,' বলল সে,

'লোকটা স্থানীয় গর্বকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তাই ওখানকার লোকজন আরেকটা ফাইটের ব্যবস্থা করে বদলা নিতে চায়।'

'আমি ফাইটার নই,' বলল স্যাম, 'নেহাত দায়ে না পড়লে লড়তে চাই না।'

'দুঃখের বিষয়। ঘোড়ার রেস মন্দ নয়, তবে তুমি যদি এই ড্যান ডাইককে হারাতে পারতে, তাহলে তুমি–'

'কি বললে? ড্যান ডাইক? আমি লড়ব।'

'হ্যাঁ ওর নাম ড্যান ডাইকই বটে। জিদের বশে ভুল কোরো না–লোকটা দক্ষ পেশাদার ফাইটার। ফিলিপ ওকে ব্যাক করছে।'

'তুমি ফাইটে বাজি ধরতে পারো,' বলল স্যাম, 'তবে আমার নাম ওদের কাছে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আমি ওকভিলের লোক বা সদ্য মেক্সিকো থেকে এসেছি বললেই চলবে।'

লোকটার নাম ডক ক্যালাহান। ডাক্তারির পাশাপাশি কিছু ব্যবসাও করে সে। তীক্ষ্ণ চোখে স্যামকে যাচাই করে সে বলল, 'ড্যান ডাইক কেবল টেক্সাসেই ছয়টা ফাইটে জিতেছে লুইজিয়ানা আর মিসিসিপিতে আরও বেশি। লোকটা খুব শক্ত এবং মোটেও বোকা নয়। জুয়াড়ীদের সাথেই ডাইকের ওঠাবসা, আর সে নিজেও জুয়াড়ী।'

'সে যাই হোক, তুমি যদি আমাকে ব্যাক করো তবে ওর বিরুদ্ধে আমি লড়ব।'

'তুমি ফাইট করার মত ফিট আছ?'

'তিন বছর আমি মেক্সিকান জেলে সশ্রম জেল খেটে এসেছি,' বলল স্যাম। 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই ফিট আছি।'

বীভিলে পৌঁছে পিছনের গলিপথে স্যামকে নিজের বাসায় নিয়ে গেল ক্যালাহান। হোয়ানিতা আর ম্যানুয়েলও ওই বাসাতেই উঠল। স্যাম একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার ঘোড় দৌড়ে বাজি ধরতে বের হলো। সেইসঙ্গে ডাইকের বিরুদ্ধে স্যামের লড়াইয়ের ব্যবস্থাও সে করবে।

শহরে কিছুটা ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল ম্যানুয়েল। বেশ সিরিয়াস ছেলে সে। 'আমাদের সামনে বড় বিপদ সেনইঅর। আমার মনে হয় সেনইঅর হিগিনস আমাদের অনুসরণ করেই এখানে এসে হাজির হয়েছে। ঘোড়ার গাড়িতে করে সেনইঅরিটাকেও সে নিয়ে এসেছে। তার সাথে বেশ কিছু লোকজনও রাইড করছে।'

বিছানার কিনারে বসে নিজের কড়া পড়া হাতের দিকে চেয়ে ভাবছে স্যাম। এত জলদি জনের পক্ষে তাদের খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। এবং অনুসরণই যদি করবে তাহলে স্যালিকে সাথে আনত না। এখন সে বিবাহযোগ্যা সতেরো বছর বয়সের তরুণী। পশ্চিমের মেয়েরা এই বয়সেই বিয়ে করে।

'আমার মনে হয় না সে আমাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছে, আমিগো (বন্ধু)। হতে পারে ওরা স্যান অ্যানটোনিওতে যাচ্ছে (ওই সময়ে ওটাই ছিল টেক্সাসের রাজধানী–পরে অস্টিনকে রাজধানী করা হয়েছে)। নিরাপত্তার জন্যে সাথে লোক এনেছে। শোনা যায় পথে অনেক চোর-ডাকাত আছে।'

ম্যানুয়েল চলে যাওয়ার পর বিছানার কিনারে বসেই স্যাম মনে মনে বর্তমান পরিস্থিতিটা আবার বিচার করে দেখল। একটা শোডাউন আজ হোক কাল হোক হতেই হবে, সেই সময়টাই কি ঘনিয়ে এসেছে? ড্যান ডাইক আসছে, জন হিগিনসও এখানে উপস্থিত আর কতজন আছে?

মাঝরাতের দিকে ডক ক্যালাহান ফিরে এল। ওর লম্বাটে বন্ধুত্বসুলভ হাসিখুশি চেহারাটা এখন গম্ভীর। 'ফাইটের ব্যবস্থা পাকা করে এলাম,' বলল সে। 'মিউলটাকেও রেসে ঢুকানো

হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে আমি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি।'

'কেন, কি ঘটেছে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ডক। 'আমি মিউলটার ওপর পাঁচ হাজার ডলার বাজি ধরেছি। ওরা আমাকে এমনভাবে কথার প্যাঁচে ফেলে উপহাস করা শুরু করল যে ওদের মুখ বন্ধ করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমি তোমার ওপর পঁচিশ হাজার ডলার বাজি ধরতে বাধ্য হলাম।'

পঁচিশ হাজার ডলার! অসম্ভব রকম বিচ্ছিরি একটা পরিস্থিতি।

'তুমি হেরে গেলে আমি আমার যথাসর্বস্ব হারাব,' বলল ক্যালাহান। 'ওরা আমাকে ফাঁসাবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল, জুয়াই ওদের ব্যবসা।'

'ডক, ওই পরিমাণ টাকার জন্যে ওরা আমাদের মত পঞ্চাশজনকে খুন করতেও পিছপা হবে না। তুমি ওদের গিয়ে বলো বাজি বাতিল হয়ে গেল, কারণ আমি লড়ব না।'

'এখন আর তা হয় না, স্যাম। ওরা আমাকে ওই টাকা অগ্রিম জমা দিতে বাধ্য করেছে। হোটেলের সিন্দুকে জমা রাখা হয়েছে ওটা।'

'ওরাও ওদের টাকা জমা রেখেছে তো?'

'অবশ্যই।' মেঝের ওপর পায়চারি করা শুরু করল ক্যালাহান। 'গত চল্লিশ বছর পরিশ্রম করে ওই টাকা আমি জমিয়েছিলাম। আবারও সেটা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

উঠে দাঁড়াল স্যাম। 'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি লড়ব। এবং ওকে হারিয়েও দেব। কিন্তু হোটেলের সিন্দুকটা পাহারা দেয়ার জন্যে আমাদের লোক রাখতে হবে। আর কোন পথ না থাকলে ওরা সিন্দুক লুট করবে।'

'সেটাই হচ্ছে বিপদ। ফিলিপ অনেক লোক নিয়ে এসেছে শহরে। সিন্দুকের ওপর নজর রাখার জন্যে হোটেলে কিছু লোকও রেখেছে সে। এই অবস্থায় আমরা উপায়হীন—সম্পূর্ণ অসহায়।'

দরজা নক করার শব্দ হলো। কোমর থেকে ওয়ালশ নেভি পিস্তলটা বের করল স্যাম।

'দরজাটা খুলে দাও,' হোয়ানিতাকে বলল সে। 'কিন্তু নিজে আড়ালে থেকো।'

মেয়েটা দরজা খুলে দিল। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। লম্বা আর চিকন গড়ন, হলদেটে চোখ, কানে সোনার রিঙ। 'স্যাম,' বলল সে, 'আমি ঠিকই ধারণা করেছিলাম ড্যানের চ্যালেঞ্জার তুমিই হবে।'

লোকটা টিঙ্কার।

## নয়

ভিতরে ঢুকে সাবধানে দরজা বন্ধ করল সে। কামরাটা ফায়ারপ্লেসের আগুন আর মোমবাতির আলোয় স্বল্প আলোকিত।

'আমি যখন শুনলাম একটা মিউলকে কেউ রেসে ঢুকিয়েছে, বুঝলাম ওটা তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

কাছে এগিয়ে স্যামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল টিঙ্কার। স্যাম এতটা অভিভূত হয়ে পড়ল যে ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

বেশি বন্ধু স্যামের নেই বটে, কিন্তু টিঙ্কারকে সে বন্ধু বলেই মনে করে।

'তোমার ওজন কিছু বেড়েছে,' বলল সে। 'এবং তুমি এখন পুরোপুরি পরিণত পুরুষ হয়ে উঠেছ!'

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর বসল সবাই। টিঙ্কারের মত একজন বন্ধুই এই সময়ে স্যামের দরকার ছিল।

'আমার আন্দাজ ভুল হয়নি,' বলল স্যাম, 'মিউলটা সত্যিই ছুটতে পারে।'

'রেসে জিততে হলে ওকে ভাল ছুটতেও হবে,' বলল টিঙ্কার। 'তুমি জানো তোমার বিরুদ্ধে কার টাকা বাজি লড়ছে? ফিলিপের আর ড্যান ডাইকের। ওই ড্যান কেবল ভাল ফাইটারই নয় সে জুয়াড়ীও–এবং বড় ধরনের জুয়াড়ী। ফিলিপ আর সে এখন পার্টনার।'

'ফাইটের কথা তুমি শুনেছ?'

'লোকে বলাবলি করছে। এটা আইরিশ শহর, তুমি জানো ওরা কেমন–ওরা ভাল বক্সিঙ ম্যাচ দেখতে ভীষণ ভালবাসে।'

'ডাইকরা আমার টাকা মেরে দেয়ার কিছুটা শোধ আমি ওকে কেবল ভাল একটা পিটুনিই দেব না, সেইসাথে ওর পকেটও কিছুটা হালকা করব। ডাইকদের গায়ে ওতেই চোট লাগবে সবথেকে বেশি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টিঙ্কার বলল, 'জন হিগিন্স শহরেই আছে।' তারপর হোয়ানিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোকটা তোমাকে খুঁজছে।'

'ওর সাথে ওর মেয়ে আছে না?'

'ওরা স্যান অ্যানটোনিও যাচ্ছে। সম্পত্তি নিয়ে ওখানে একটা মামলা দেয়া হয়েছে। তোমার বাবা আর জিনের আগামীকাল

এখানে পৌঁছানোর কথা। হিগিনসদের সাথে আর থাকে না জিন, তোমার ফেরার অপেক্ষায় ম্যাক্সের সাথেই থাকে।'

'স্যান অ্যানটোনিওতে কিসের মামলা?'

'জন হিগিনস দাবি করেছে যে ওয়াকারের প্ল্যানটেশন দেনার দায়ে ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ ছিল, সে ব্যাঙ্কের মর্টগেজের টাকা শোধ করে ওটা ছাড়িয়ে নেয়ায় এখন সেই প্ল্যানটেশনের মালিক।'

'তাহলে আমাকেও ওখানে যেতে হবে,' বলল স্যাম। 'আমি জনেথন হত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী।'

ভীত চোখ তুলে স্যামের দিকে তাকাল হোয়ানিতা। 'সে জানে? সেনইঅর হিগিনস, সে জানে?'

'জানে...সে দেখেছে আমি ওর দিকেই তাকিয়ে আছি। হিগিনস, হেরেরা আর করটিনার লোকজনের সাথে ছিল। আর কেউ নয় স্বয়ং জনই জনেথনকে হত্যা করেছে। দোনালা বন্দুকের দুটো ব্যারেলই খালি করেছে জনেথনের ওপর। আমরা যে সোনা আনতে মেক্সিকোয় ঢুকেছি সেটা জনই হেরেরাকে জানিয়েছে।

'এখন জনের তোমাকে মারতেই হবে। এছাড়া ওর কোন উপায় নেই।'

নিজের বিশাল হাত দুটোর দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচাল স্যাম 'চেষ্টা সে অবশ্যই করবে।'

ওই রাতে বিছানায় শুয়ে কাঠের আগুনের লাল আভার দিকে চেয়ে নিজের বিগত জীবনের কথাই ভাবছে স্যাম। বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে টিঙ্কারের সাথে পশ্চিমে রওনা হয়েছিল সে। ওই লাফিট সোনার পিছনে গিয়েই ওর জীবনটা নষ্ট হয়েছে। টিঙ্কারের সাথে পশ্চিমে রওনা হওয়াটাই হয়তো ওর ভুল হয়েছিল। তবে এটুকু লাভ তার হয়েছে যে সে বাবার দেখা পেয়েছে এবং তাকে উদ্ধারও করেছে।

আগামীকাল একটা ঘোড়ার রেস আর একটা ফাইট হবে। কপাল ভাল থাকলে সে ওই দুটোর একটা বা দুটোই জিতবে। কিন্তু রেস আর ফাইটের ওপর ভিত্তি করে কেউ একটা সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গড়ে তুলতে পারে না।

এইসব ভাবতে ভাবতেই এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে টিঙ্কার আর ক্যালাহান একই সাথে স্যামের কামরায় ঢুকল। 'সকাল দশটায় রেস শুরু হবে,' স্যামকে জানাল ক্যালাহান। 'দেড় মাইলের একটা কোর্স স্থির করা হয়েছে। ফাইট শুরু হবে দুপুর একটায়। কোরালের মাঝখানে রিঙ তৈরি করা হয়েছে। রিঙের চারপাশে যারা জায়গা না পায় তারা কোরালের তক্তার বেড়ার ওপর বসতে পারবে।'

'রেসে কয়টা ঘোড়া দৌড়াবে?'

'তোমার মিউল সহ পাঁচটা। ওকভিল থেকে যারা এসেছে তারা ছাড়া আর কেউই ভাবছে না একটা মিউল ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে। তাই এখন তোমার মিউলের ওপর বাজির হার হচ্ছে সেভেন টু ওয়ান—অর্থাৎ এক ডলারে সাত ডলার পাওয়া যাবে।'

শার্টের পকেট থেকে চল্লিশ ডলার বের করে টিঙ্কারের দিকে বাড়িয়ে দিল স্যাম। 'পুরোটাই মিউলের ওপর বাজি ধরবে তুমি। যদি ওটা জেতে, তাহলে হাতে যা থাকবে সবটাই বাজি ধোরো আমার ফাইটে।

'আপাতত আমি শহরটা একটু ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।'

ওই সময়ে বীভিল ছিল এমন একটা শহর যেখানে কেউ যেকোন দিকে তিন ব্লক হাঁটলেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারত। এবং ওই ব্লকগুলোতে দালানের সংখ্যাও ছিল খুব কম।

বীভিল ক্যাটল ট্রেইলের ওপর একটা শহর। ওখানে

বাসস্থানের চেয়ে সেলুন আর জুয়ার আড্ডাই ছিল বেশি। ওখানকার সফল ব্যবসায়ীদের কাছে টাকার অভাব ছিল না। কিন্তু ওই টাকা দিয়ে মদ খাওয়া আর জুয়া খেলা ছাড়া ওদের আর কিছু করার ছিল না। ক্যাটল রাসলিঙ ব্যবসায়ে সব থেকে সফল লোক ছিল এড সিঙ্গলটন।

শহরে র‍্যাঞ্চার আর রাসলারের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ওদের কাছে পরস্পরের নাম আর পেশা দুইই জানা ছিল। তখনকার দিনে গরু চোরকে ফাঁসিতে ঝুলাবার নিয়ম ছিল, কিন্তু হাতেনাতে ধরতে পারলে তবেই। ওই সিঙ্গলটন আর অন্যান্য রাসলাররা ছিল অত্যন্ত ধূর্ত।

ফাইটিঙ আর রেস, দুটোর ওপরই মোটা টাকা বাজি ধরা হয়েছে। শহরে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। দূর থেকেও অনেকে এসেছে। বীভিল আর ওকভিলের লোক তো আছেই, হেলেনা থেকেও কিছু লোক এসেছে। হেলেনার লোকগুলোর সত্যিই শক্ত বলে নাম আছে।

হাঁটতে বেরিয়ে শহরের এখানে-সেখানে তর্করত লোকের জটলা এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত স্যাম কোরালে এসে পৌঁছল। রিঙটা যথেষ্ট বড়, কিন্তু আবার ছোটও বলা যায়।

একটা লোক স্যামের পাশে থেমে দাঁড়িয়ে প্রথমে রিঙটা দেখল, তারপর আড়চোখে স্যামকে যাচাই করে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি শেরিফ ওয়েস্টন। তুমি কি আগেও লড়েছ?'

'কেবল নিরুপায় পরিস্থিতিতে জান বাঁচাতে লড়েছি। এই ধরনের ফাইট কখনও করিনি।'

'ড্যান ডাইক অভিজ্ঞ ফাইটার এবং একটা ব্রুট। আমি ওকে লড়তে দেখেছি।' একটু থামল সে। 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ ওকে হারাতে পারবে।'

'নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যায় না,' বলল স্যাম। 'তবে ছেলেবেলায় আমি ওর নাক আর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলাম। হয়তো আবারও পারব।'

'এটা কি রেষারেষির ফাইট?'

'তা না হলে আর কি? ওর বাবা আমাকে খাটাত আর মারত। আমার বেশ কিছু টাকাও সে মেরে দিয়েছে। এও আমার ওপর হম্বিতম্বি করত। আমার মনে হয় সে এখন ফাইটিঙের ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। কিন্তু কিছু দুর্বলতা ওরও থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। রিঙে ঢুকে আমি সেগুলোই খুঁজব।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল ওয়েস্টন। 'পঞ্চাশ থেকে একশো গুণ্ডা এসে হাজির হয়েছে শহরে। ওরা যে ফিলিপের লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব, কিন্তু তোমাকে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

'এই দেশে মানুষ নিজেই তার ঘোড়ায় স্যাডল বাঁধে, এবং নিজেদের বিরোধের নিষ্পত্তিও তারা নিজেরাই করে।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ওয়েস্টন। কিছুক্ষণ পরে স্যাম বাড়ি ফিরে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। রেসের সময় ঘনিয়ে আসছে।

ম্যানুয়েল মিউলটাকে বের করে আনল। 'ওরা জানতে চায় মিউলটার নাম কি।'

'তুমি ওটাকে কি নামে ডাকো?'

কাঁধ উঁচাল ম্যানুয়েল।

'ঠিক আছে, ওকে বোনাপার্ট নাম দেয়া হলো। আমরা আশা করছি ট্র্যাকটা ওয়াটারলু নয়।'

টিঙ্কার আর ডক ক্যালাহানও বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল। আরেকজন যে এল সে হচ্ছে একজন বিশালকায় আইরিশম্যান,

ওর হাতে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান।

'আমি একজন মিউল রক্ষক,' বলল সে। 'এবং আমি ওর ওপরই বাজি ধরেছি। আমার জীবনে আমি কিছু ফাস্ট মিউল দেখেছি, এটাকে আমি ওকভিলে দৌড়াতে দেখেছি।'

ওখানে ফিলিপও রয়েছে, সাথে ড্যান ডাইক। ওদের দুটো ঘোড়া এই রেসে দৌড়াবে।

'ম্যানুয়েল, তুমি কতখানি শয়তানি জানো?' প্রশ্ন করল স্যাম।

বড় বড় কালো চোখে স্যামকে দেখল ম্যানুয়েল। 'জানি না সেনইঅর। আমি কখনও শয়তানি করিনি।'

'তাহলে জেতার একটা উপায়ই তোমার খোলা আছে, মিউলটাকে আগে বাড়িয়ে ওকে নিজের ইচ্ছা মত ছুটতে দিও। ওই দুটো ঘোড়া'– আঙুল তুলে ওগুলোকে দেখাল স্যাম–'দুটোই শক্ত জকি চালাচ্ছে। ওদের একজন বা দুজনই তোমার পথ আটকাবার চেষ্টা করবে, সুতরাং সাবধান।'

'আমি বোনাপার্টের পিঠে রাইড করব, এর বেশি আমি আর কি করতে পারি?' বলল সে। 'বোনাপার্ট একটা গর্বময় নাম।'

সব ঘোড়া লাইন করে দাঁড়াল। বোনাপার্ট যেভাবে এগিয়ে সারিতে দাঁড়াল যেন মনে হলো ঘুমের ঘোরেই সে হাঁটছে। ফিলিপের ঘোড়া দুটো ওর দুপাশে অবস্থান নিল।

ফিলিপের দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। সবাইকে শুনিয়েই সে বলল, 'টিনহর্ন (পেশাদার জুয়াড়ী), তুমি প্রার্থনা করো যেন তোমার রাইডার দুজন ওই বাচ্চাটাকে জখম না করে। যদি তা করে, তোমাকে আমি খুন করব।'

সে ভাবল মিথ্যা বড়াই করছে স্যাম। মাথা নেড়ে ছোট একটা ইশারা করল ফিলিপ। দুজন বলিষ্ঠ লোক স্যামের দুপাশে এসে দাঁড়াল। 'ড্যান ডাইক তোমাকে পিটিয়েই হত্যা করবে,' বলল

ফিলিপ। এর আগে এত খাদে বলা কোন স্বর স্যাম শোনেনি। 'তবে তার আগে এরা তোমাকে পিটিয়ে একটু নরম করে নেবে।'

ওদের একজন স্যামের উদ্দেশে আঘাত হানল। কিন্তু টিঙ্কারের ট্রেইনিঙ কাজে লাগাল সে। কব্জি ধরে ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলল স্যাম। দ্বিতীয় লোকটা পিতলের মুঠি (গুণ্ডাদের মারপিটে বহুল ব্যবহৃত ধাতুর দস্তানা) পরে ওত পেতে স্যামের দিকে এগোল। স্যাম ওর কলার মুঠো করে ধরে এমন ভাবে মুচড়ে ধরল যে ওর পক্ষে শ্বাস নেয়াই কঠিন হয়ে উঠল। অন্য হাতে লোকটার মুঠি পরা হাতের কব্জি ধরে হাতটা উঁচু করে ধরল, যেন সবাই ওটা পরিষ্কার দেখতে পায়।

স্যাম জন্ম থেকেই শক্তিশালী, মেক্সিকান জেলে কাজ করে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কব্জির ওপর প্রচণ্ড চাপে লোকটার আঙুলগুলো সোজা হয়ে গেল। ঝাড়া দিয়ে মুঠিটা মাটিতে ফেলে একই সাথে ওর হাতটা মুঠো করে ধরল স্যাম। হাতটা এমন ভাবে পিছন দিকে মোচড় দিয়ে ধরল সে যে লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। বাড়তি চাপ দিয়ে ওর কব্জি ভেঙে দিল স্যাম।

'তুমি ওটাকে সৎভাবেই রাইড করো বাছা,' ম্যানুয়েলকে বলল সে। 'ওদের কেউ যদি হারামীপনা করে তবে সে একই ব্যবহার পাবে।'

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল একজন। প্রতিযোগিতা শুরু করার জন্যে একটা পিস্তলের গুলি আকাশের দিকে ছোঁড়া হলো।

দারুণ বেগে ঘোড়াগুলো সামনে ছুটল। প্রায় সবগুলোই কটিঙ হর্স। স্যামের মিউলটা স্টার্টিঙ পয়েন্টেই রয়ে গেল– কটিঙ হর্সগুলো দাঁড়ানো অবস্থা থেকে প্রচণ্ডবেগে এগোতে পারে বলে সুনাম আছে।

স্যামের মিউলটা স্টার্টিং লাইনেই দাঁড়িয়ে রইল। এতে সম্ভবত বোনাপার্টের ভালই হলো। কারণ ওর দুপাশের ঘোড়া দুটো দুপাশ থেকে চেপে এসে পরস্পর ধাক্কা খেল। ম্যানুয়েল বুদ্ধি করে মিউলটাকে ধরে রেখেছিল। স্যাম কি করবে সেটা না ভেবে ফিলিপ কি করবে সেটা ভেবেই এটা করেছে ওরা। ম্যানুয়েল যদি মাঝখানে থাকত তবে সে খারাপ ভাবে আহত হত।

এরপর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারের সাথে দৌড় শুরু করল ম্যানুয়েল। বোনাপার্ট এমন ভাবে ছুটল যেন ওকে কিছু প্রমাণ করতে হবে।

বোনাপার্ট প্রায় সাত গজ পিছনে পড়ে গেছে। কিন্তু বাতাসের বেগে ছুটছে ও। ওর লম্বা পায়ের মাহাত্ম্য স্যাম আগে বোঝেনি। কোন ঘোড়াকেই এত জোরে ছুটতে দেখেনি স্যাম।

রেসের শেষ দেখার সুযোগ স্যামের নেই। কোর্সটা সোজা, তাই এতদূর নজর চলে না। শেষের দিকে দেখা গেল কয়েকটাই বেশ কাছাকাছি দৌড়াচ্ছে।

একজন বিচারক সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরে এল। 'ওই মিউলটাই শেষ পর্যন্ত দেড় গজ ব্যবধানে জিতল,' বলল সে। 'সত্যিই অবাক কাণ্ড!'

এই দুটো রেসে ম্যানুয়েল যে টাকার মুখ দেখল, জাপাতার মৃত্যুর পরে আর এত টাকার মুখ ওরা দেখেনি। মেক্সিকান পাড়ার লোকজন বিশেষ দেখা না দিলেও হোয়ানিতা বর্তমানে তাদের সাথেই আছে। জন হিগিনস তাকে খুঁজছে শুনে মেয়েটা ভয় পেয়েছে। স্যামের এতে বেশ কিছু রোজগার হলো। নিজের পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে ডক স্যামকে পাঁচ হাজার ডলার দিল। ম্যানুয়েলকেও সে কিছু টাকা দিল। এমনিতেই প্রাইজ মানির দশ ভাগের একভাগ জকি পায়। সুতরাং ওদেরও রোজগার খারাপ

হয়নি।

বিছানায় টান হয়ে শুয়ে ফাইটের আগে বিশ্রাম নিচ্ছে। টিঙ্কার ওকে যথেষ্ট বক্সিঙের প্র্যাকটিস দিয়েছে। নামজাদা ফাইটারের বিরুদ্ধেও ড্যান বেশ ভাল ভাবেই জিতেছে। অবশ্যই অভিজ্ঞতার অনেক দাম আছে।

প্রতিযোগিতার মাঝে টিঙ্কার আরও অনেক অভিজ্ঞ ফাইটারের সাথে প্র্যাকটিস করেছে। তাই এখন পেশাদার বক্সারের প্রায় সব কৌশলই ওর বেশ ভাল রপ্ত হয়ে গেছে। তবে জেম মেইসের কথাই বেশি ভাবছে স্যাম, যে লোকটা টিঙ্কারকে শিখিয়েছে। সে ছিল ওস্তাদ বক্সার, লোকটা সত্যিই মহান ছিল। ওর ওজন কোন সময়েই একশো ষাট পাউন্ডের বেশি ছিল না, তবু সে ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। নিজের থেকে ষাট পাউন্ড বেশি ওজনের ফাইটারকেও সে হারিয়েছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল স্যাম। টিঙ্কারের ঝাঁকিতে ওর ঘুম ভাঙল।

'কিছুটা হেঁটে-চলে বেড়াও,' উপদেশ দিল সে। 'নিজের ভিতর থেকে ঘুমটাকে তাড়াও। এতে দেহের রক্ত চলাচল বাড়বে।'

যে আইরিশ লোকটা স্যামের মিউলের ওপর বাজি ধরেছিল, সে বাসায় স্যামের সাথে দেখা করতে এল। 'আমি তোমাকে ফাইট করতে কখনও দেখিনি,' বলল সে, 'কিন্তু যার একটা মিউলকে ঘোড়ার রেসে দাখিল করার মত বুদ্ধি আছে সে চতুর লোক, তাই আমার বাজিতে জেতা সব টাকা আমি তোমার ওপরই বাজি ধরেছি।'

টিঙ্কার একটা পিস্তল ঝুলিয়েছে। ওর জন্যে এটা সত্যিই অত্যন্ত বিরল একটা ব্যাপার। আইরিশ লোকটার কাছে তার শটগানটা রয়েছে। ডক ক্যালাহানের কোট দু'জায়গায় উঁচু হয়ে

ফুলে আছে– অর্থাৎ সেও দুটো পিস্তল সাথে নিয়েছে। স্যামও নিজেরটা কোমরে গুঁজে নিল।

ঘোড়া নিয়ে ওরা কোরালের বক্সিঙ রিঙের দিকে রওনা হলো। কিন্তু স্যামের নাম ধরে ডেকে কেউ ওকে থামাল। সুদৃশ ঘোড়ার গাড়িতে বসা মেয়েটা স্যালি হিগিনস। মেয়েটা এখন দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে।

ঘোড়া থামিয়ে মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে প্রশ্ন করল স্যাম, 'এখনও চাকরদের দরজা?'

গালে টোল ফেলে হাসল স্যালি। 'আমি তখন নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলাম। আমার কথা নিশ্চয়ই তোমার কাছে অত্যন্ত উন্নাসিক মনে হয়েছিল?'

'খুবই।'

'তুমি হ্যাঁকড়া।' আবার হাসল স্যালি। 'আমি দুঃখিত তোমাকে মেক্সিকোতে জেলে থাকতে হয়েছে। বাবা আমাকে বলেছে।'

'আমার এখন যেতে হচ্ছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল স্যাম।

'তুমি ওই জঘন্য লোকটার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছ। বাবা আমাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। আমি গাড়িতেই বসে থাকতে স্বীকার করার পরও অনুমতি পাইনি। কিন্তু একটা জানালা আমি খুঁজে পেয়েছি, ওখান থেকেই দেখব।'

'ফাইটটা হয়তো খুব পাশবিক হবে,' বলল সে, 'হয়তো আমাকেই বেশি মার খেতে হবে।'

'পরে আমি তোমার দেখা পাব?'

'সম্ভবত না। তোমার বাবার কারণেই আমাকে মেক্সিকোতে জেল খাটতে হয়েছিল।'

লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়া আগে বাড়াল স্যাম। টিঙ্কার আর

ডক ওর জন্যে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছে। ফাইটের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কোরালে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল স্যাম। ওর পেটের ভিতর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে।

স্যাম নিচে নামার অল্প পরেই দর্শকদের মধ্যে উল্লসিত একটা চিৎকার উঠল। স্যাম চেয়ে দেখল একটা কোচ থেকে ড্যান ডাইক নামছে। ওর পরনে ডোরাকাটা একটা গেঞ্জি রয়েছে। জনতাকে নিজের বিশাল দেহ দেখাবার উদ্দেশ্যে ওটা খুলে ফেলল সে। আবার উল্লাসের চিৎকার উঠল।

স্যামের থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা। ওজনের সময়ে দেখা গেল স্যাম দুশো ছয় পাউন্ড, এবং ড্যানের ওজন দুশো তিরিশ। ওর দেহে কোন মেদ নেই। সবই পেশী।

'দুই সেট গ্লাভ্‌স্ এনেছে ওরা,' বলল ক্যালাহান। 'তুমি ইচ্ছা করলে গ্লাভ্‌স্ পরে বা খালি হাতে লড়তে পারো।'

'গ্লাভ্‌স্ পরেই ফাইট করো,' পরামর্শ দিল টিঙ্কার। 'ওগুলো তোমার হাত রক্ষা করবে, এবং তুমি নির্ভয়ে আরও জোরে আঘাত করতে পারবে। অনেকেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে না যে খালি হাতের চেয়ে ব্যান্ডেজ আর গ্লাভস পরা হাত বেশি নিরেট, আর এতে হাতে চোট পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।'

স্যাম গ্লাভ্‌স্ পরতে সম্মতি জানালে গ্লাভ্‌স্ আনা হলো। হাতে ব্যান্ডেজের ফালি পেঁচিয়ে গ্লাভ্‌সে হাত ঢুকাল স্যাম। এগুলো তিন আউন্সের পাতলা গ্লাভ্‌স্। হাত মুঠো করে সে দেখল মুঠোটা পাথরের মতই শক্ত।

'আমরা লন্ডনের প্রাইজ ফাইটিঙ নিয়ম অনুযায়ীই লড়ব,' ব্যাখ্যা করল ডক। 'একজন পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফাইট চলবে। ওটা নক ডাউন, পিছলে পড়া, বা আছড়ে ফেলা হতে পারে।

এরপর দুজনকেই এক মিনিট বিশ্রামের পর আবার ফাইট শুরু করার জন্যে নিজের দাগে এসে দাঁড়াতে হবে নতুন রাউন্ড শুরু করার জন্যে। একজন নকআউট না হওয়া পর্যন্ত ফাইট চলবে।'

'নিয়মগুলো সেও জানে,' বলে স্যামের দিকে তাকাল টিঙ্কার। 'আমি আশা করছি আমাদের যাত্রার মাসগুলোতে তোমাকে আমি যেসব কৌশল শিখিয়েছি সেগুলো তুমি ভুলে যাওনি। ওকে তুমি কোমর ঠেকিয়ে আছড়ে ফেলার কৌশলটা ব্যবহার করতে পারো। এবং সুবিধা পেলে ওকে যতক্ষণ সম্ভব অনবরত আঘাত কোরো।'

সবাই মুগ্ধ হয়ে ড্যানকেই দেখছে। স্যাম যখন জামা খুলল ওর দিকে কেউ নজর দিল না। স্যামের গায়ের রঙ ইন্ডিয়ানদের মতই বাদামী। ওর কাঁধ আর পিঠে কিছু চাবুকের আঘাতে কাটা পুরোনো ক্ষত চিহ্ন আছে।

ওজনের তফাত থাকলেও স্যামের পেশীগুলো বেশি পুষ্ট। ওর কাঁধ আর বুকও ড্যানের চেয়ে বেশি চওড়া।

শেরিফ ওয়েস্টন এই ফাইটের রেফারি। সে ঘোষণা করল দড়ি গলে যে ভিতরে ঢুকবে তাকে সে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

রিঙের চারপাশে জুয়াড়ীদের ভিড়। স্যাম বুঝতে পারছে ওরা সবাই ড্যানের সমর্থক। কেবল ওর কোনাতেই ওর কিছু বন্ধু আছে। পিছনের লোকগুলোও ওকে সাপোর্ট করে। যারা ওর বন্ধু, সংখ্যায় কম হলেও ওরা সবাই এখানে উপস্থিত। তবে ওরা রিঙের কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

যদি রিঙের একপাশের সবাই একসাথে রিঙে ঢোকে তাহলে ওয়েস্টন কি করবে?

ফাইট শুরু করার সঙ্কেত পেয়ে এগিয়ে নিজের দাগের পাশে পা রেখে দাঁড়াল স্যাম। ওর পায়ের আঙুল দাগ স্পর্শ করার সাথে সাথে ড্যান বাম হাতে ওর মুখে আঘাত করল। জোরালো

আঘাত। লাফিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করল স্যাম। কিন্তু ড্যান প্রজাপতির মত নেচেনেচে স্যামের চারপাশে ঘুরছে। স্যাম কোন ঘুসি লক্ষ্যে লাগাবার আগেই ড্যান তিনবার ওকে আঘাত করল।

দর্শকরা চিৎকার করছে। আবার আক্রমণ করতে এগিয়ে এল ড্যান, কিন্তু ঘুসি কাটিয়ে বুকে মাথা ঠেকিয়ে ওর পাঁজরে দুটো প্রচণ্ড আঘাত হানল স্যাম। মাথাটাকে হেড়লকে ধরে স্যামকে হাঁটু গেড়ে ফেলে দিল ড্যান। প্রথম রাউন্ড শেষ হলো।

নিজের কোনায় ফিরল স্যাম। ঘুসিতে ওর ঠোঁট ফুলে উঠেছে। গালের হাড়ের ওপরেও একটা ছোট ঢিবির সৃষ্টি হয়েছে। স্যাম মনে মনে স্বীকার করল তার প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যিই ঘুসি ছুঁড়তে জানে।

'হাত আরও উপরে আর কনুই নিচে রেখে ওর কাছে ঘেঁষতে হবে তোমার,' পরামর্শ দিল টিঙ্কার। 'ওর পাঁজর আর পেটে ঘুসি মেরে ওকে দুর্বল করে তুলতে না পারলে ওকে হারানো কঠিন হবে।'

ঘণ্টা বাজলে ড্যান তার কোনা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দুহাতে স্যামকে কয়েকটা জোরাল ঘুসি মারল। কিন্তু আবার মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে ওর পেটে কঠিন কয়েকটা ঘুসি মারল স্যাম। ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ড্যান, কিন্তু আবার একই পদ্ধতিতে ঢুকে পড়ল সে। আবার দুহাতে পেটে আর পাঁজরে কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে ওকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল স্যাম। রাউন্ড শেষ হলো।

এইভাবেই চলতে থাকল। দুজনেই ওজনদার ঘুসি ঝাড়ছে। চোদ্দ মিনিটের মাথায় ছয় রাউন্ড শেষ হলো। কিন্তু সপ্তম রাউন্ড পাঁচ মিনিট ধরে চলল। ড্যান বেশ শক্তিশালী আর ফাস্ট। ফিটও বটে।

সে মুখে আঘাত করছে আর স্যাম দেহে। ড্যানই প্রথম রক্ত ঝরাল। দাঁতে কাটা পড়ে স্যামের ঠোঁট থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ড্যানের চেহারা অক্ষত। বাজির পাল্লা ওর দিকেই ভারী হতে শুরু করেছে।

উল্টো দিকের একটা দোতলা বাসার জানালা খুলে গেল। স্যাম দেখল দুটো মেয়ে ওখানে জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে ফাইট দেখছে। ওখানে আরও একটা জানালা খোলা আছে, কিন্তু ওখানে কেউ নেই।

অষ্টম রাউন্ডে দ্রুত এগিয়ে বামহাতি একটা ঘুসি কাটিয়ে স্যাম নিজের কাঁধের ওজন জুড়ে প্রচণ্ড একটা মার মারল ড্যানের পাঁজরে। কেঁপে উঠল ড্যান, ওর দম ফুরিয়ে আসছে। ওটাই ছিল স্যামের প্রথম শক্ত ঘুসি। অবাক হয়েছে ড্যান। পিছিয়ে গিয়ে সে স্যামকে আবার যাচাই করে দেখল। ডান হাতে ঘুসি মারবে এমন ভঙ্গি করল স্যাম। ড্যান এগিয়ে এসে ডান হাতে প্রচণ্ড ঘুসি ছুঁড়ল।

স্যামের বাম হাত কাঁধের কাছে আর কনুই নিচে কোমরের কাছে ছিল। কাঁধ আর কোমর বাঁকিয়ে ড্যানের আড়াআড়ি দাঁড়াল সে। ডান হাতের ঘুসি ছোঁড়ার সাথেই কাঁধ ঘুরিয়ে চাবুকের মত বাম হাতের ঘুসি ছুঁড়ল স্যাম। কাঁধ আর কোমর ঘুরানোর ওজন সহ ঘুসিটা ড্যানের গালের হাড়ের ওপর পড়ল।

ছিটকে রিঙের দড়ির ওপর গিয়ে পড়ল ড্যান। রিঙের পাশে কিছু উৎসাহী হাত ওকে ভিতরের দিকে ঠেলে দিল। স্যামও এগিয়ে আসছিল, আবার বাম হাতে ওকে মারল স্যাম, কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় ডান হাতের ঘুসিটা মিস করল। এবার ড্যান ল্যাঙ মেরে স্যামকে মাটিতে ফেলে দিল। পরক্ষণেই হাঁটু গেড়ে স্যামের পেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যাম, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সে। দেহের সমস্ত

ওজন নিয়ে হাঁটু দিয়ে পেটে আঘাত করায় খুব ব্যথা পেয়েছে সে। দুজনেই লড়ার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করল ওয়েস্টন।

এর পরে দুবার স্যামকে দড়ির ওপর নিয়ে ফেলেছে ড্যান। একবার রিঙের বাইরে থেকেও ওকে আঘাত করা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে রেফারির দিকে ঘুরতেই ড্যান ঘুসি মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিল।

দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এখন। আশপাশে তর্কবিতর্ক চলছে। খণ্ড মারপিটও হচ্ছে রিঙের কাছেই।

লড়ার ফাঁকে একবার স্যামের মনে হলো যেন ওই খালি জানালার পিছনে কিছু নড়াচড়া দেখল। কথাটা টিঙ্কারকে জানাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

লড়াইটা এখন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। ড্যানের মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে ওর ঠোঁটও ফাটিয়ে দিয়েছে স্যাম। ভাঙা ভারী স্বরে সে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করব, স্লোন। এখানে এই রিঙেই আমি তোমাকে শেষ করব!'

'আমি একবার তোমার হাড় ভেঙেছি,' জবাব দিল স্যাম, 'এবং আবারও আমি তাই করব!'

ওর বাম হাতটা বগলের তলায় আটকে রেফারির নির্দেশে ওকে ছাড়ার আগে ওর পেটে দুটো মোক্ষম ঘুসি বসাল স্যাম। এবার দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘুসি বিনিময় করা শুরু করল; কেউ পিছনে হটছে না। দড়ির বাইরেও মারপিট চলেছে, দর্শকও চেঁচাচ্ছে। ওদের কোলাহলে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এখনও ড্যানের পেট আর পাঁজরেই আঘাত করে চলেছে স্যাম। ওর চোখের উপরে ভুরুতে ফাটল ধরাল ড্যান। এবং ওকে দড়ির ওপর নিয়ে ফেলল। পিছন থেকে কেউ ওর মাথায় শক্ত একটা কিছু

দিয়ে আঘাত করল।

মাটিতে পড়ার আগেই ড্যান দুবার দুহাতে স্যামের মুখে আঘাত করল। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ওকে টিঙ্কার আর ডক নিজের কোনায় টেনে নিয়ে গেল। তবু বেল বাজার সাথেই উঠে দাঁড়াল স্যাম। প্রকৃত রেষারিষির লড়াই চলছে এখন।

ড্যান ওর দিকে ধাওয়া করে এল। এখনও বাইরে থেকে অবৈধ আঘাতের ফল পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি স্যাম। ওর ঘুসির জোর অনেক কমে গেছে, মাথাও কিছুটা ঝিমঝিম করছে। কাছে ভিড়ে টিঙ্কারের শেখানো পদ্ধতিতে ওকে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড একটা আছাড় মারল স্যাম। এতে ওর টিকে থাকার ক্ষমতা প্রায় শেষ হলো।

'রিঙের পাশে চেক স্যুট পরা লোকটাই তোমাকে আঘাত করেছিল,' স্যামকে জানাল ডক।

আড়চোখে লোকটাকে দেখল স্যাম। ওর মাথায় রয়েছে একটা কালো হ্যাট।

ড্যান এখন স্যামকে সমীহ করে চলছে। দুজনেই চক্রাকারে ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত ওকে চেক স্যুট পরা লোকটার দিকে কোণঠাসা করল স্যাম। সে খেয়াল করেছে লোকটার ডান হাত কোটের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে রয়েছে। হার্টের একটু নিচে ঘুসি মেরে ড্যানকে দড়ির ওপর ফেলল সে। পরবর্তী ঘুসিটা ইচ্ছা করেই মিস করে সোজা ওই চেক স্যুট পরা লোকের নাকের ওপর মারল। ওর বাল্বের মত নাকটা ভেঙে গেল। নাক থেকে রক্ত ঝরে ওকে প্রায় ভিজিয়ে দিল।

এরপরে রিঙের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘুসাঘুসি শুরু করল স্যাম। টিঙ্কার যা শিখিয়েছে তা ওর মনে পড়ছে এখন। ঝট করে বাম হাতে সোজা মুখের ওপর একটা ঘুসি বসাল সে। তারপর ডান

হাতে মারল ওর চোয়ালে। পরিবর্তে সেও একটা ঘুসি মারল ওর মুখে। কিন্তু টিঙ্কারের ট্রেইনিঙ মনে রেখে ডান হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কোমর বাঁকিয়ে কোমরের উপর দিয়ে আছড়ে ওকে মাটিতে ফেলল স্যাম।

স্যামের দম এখনও অটুট আছে। মেক্সিকান জেলে প্রতিদিন একটানা বারো ঘণ্টা পরিশ্রম বিফলে যায়নি। ড্যানের এবার উঠতে কিছু দেরি হলো।

তার প্রতি ডাইকদের অন্যায় অবিচারের কারণে স্যামের মনে এখন আগুন জ্বলছে। তখন তার করার কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন সে সুদে-আসলে ওইসব নির্যাতনের শোধ তুলবে।

বেল বাজল। দ্রুত এগিয়ে ডান হাতে ড্যানের চোয়ালে একটা ঘুসি বসাল স্যাম। কিন্তু পড়ে যওয়ার আগেই ওকে ধাক্কা দিয়ে দড়ির ওপর ফেলল সে। পড়তে না দিয়ে আরও কয়েকটা জোরাল ঘুসি মারল। পড়ার আগে আরও একটা মারল বাম হাতে। এবার সে মাটিতে পড়ল।

আড়চোখে খালি খোলা জানালার দিকে চেয়ে স্যাম দেখল ওটা এখনও খালি।

জুয়াড়ীরা দড়ির ওপর ভারী ভাবে ভর দিয়েছে এখন। শেরিফ ওয়েস্টন ওদের ধমক দিল বটে, কিন্তু ওরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে, কারও কথাই শুনতে রাজি নয়। যৌথভাবে ওরা এটা করছে, সুতরাং কাউকে আলাদাভাবে দায়ী করে গুলি চালাতে পারছে না শেরিফ। রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে পিছিয়ে গেল শরিফ।

আবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল ওরা। স্যাম বলল, 'ড্যান ডাইক, তুমি আর তোমার পরিবার আমাকে অনেক ঠকিয়েছ, আজ আমি তার কিছুটা শোধ তুলব।

স্যামকে গালি দিয়ে বাম হাতে একটা ঘুসি ছুঁড়ল সে। ব্যাটা সত্যিই শক্তিশালী–এবং ফাইটার। এটা স্যামকে স্বীকার করতেই হলো।

জনতা বুনোভাবে চিৎকার করছে। স্যামের প্রতি রুষ্ট ওরা। ওরা আশাই করতে পারেনি স্যাম এতক্ষণ টিকবে। এবং এখন ওদের ফাইটারেরই হারার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্যামের চোখে কপাল বেয়ে এক বিন্দু ঘাম পড়ল। লবণ ওর চোখে জ্বালা ধরাল। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে সে ড্যানের ডানহাতি ঘুসিটা দেখতে পেল না। দড়ির ওপর গিয়ে পড়ল সে। ওখানে একজন ওকে ধরে রেখে মাথার পিছনে আর কিডনির পাশে ঘুসি মারল বাইরে থেকে। এতে স্যামের খুব ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু ওরা অনেক ড্রিঙ্ক করার পর এখন দর্শক অবুঝ আর ইনভলভ্ড্।

মাথা নিচু করে ড্যানের বুকে ঠেকিয়ে ওকে ঠেলে রিঙের মাঝখানে নিয়ে গেল স্যাম। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ওকে সাহায্য করল।

রেফারি ওদের পৃথক করলে ওরা দুজনেই পরস্পরকে আঘাত করার জন্যে তৈরি হলো। হঠাৎ একটা আলোর ঝিলিক ওর চোখে ধরা পড়ল। খালি জানালা থেকে একজন ওর দিকে রাইফেল তাক করছে।

মরিয়া হয়ে ড্যানের দিকে একটা ঘুসি ছুঁড়ে ইচ্ছে করেই সে মাটিতে পড়ল। মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের বাতাস কাটা শব্দ শুনতে পেল স্যাম। তারপর নীরবতা। আশপাশের সবাই নীরব হয়ে গেল।

মুখ তুলে চেয়ে স্যাম দেখল দর্শকরা পিছিয়ে গেছে। কেবল একটা লোক রিঙ পোস্টে ভর দিয়ে পড়ে আছে। ওর চোখের একটু উপরে একটা নীল গর্ত। মাথাব পিছন দিকটা উড়ে গেছে।

কোন সুযোগ ছাড়ার মানুষ ফিলিপ নয়। লাফিয়ে রিঙের ভিতর ঢুকে সে একটা ঘড়ি উঁচিয়ে ধরে দাবি করল যে স্যাম হেরে গেছে কারণ সে দশ সেকেন্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং এটা নকআউট।

'না!' নিজের পিস্তল বের করে চেঁচাল ওয়েস্টন, 'ফাইট চলবে। যে ভাল লড়বে সেই জিতবে।'

ফিলিপের খুনে চেলা-চামুণ্ডারা রিঙের দড়ির দিকে এগিয়ে রাগত স্বরে চিৎকার করে দাবি জানাল ফিলিপের কথাই ঠিক, ফাইট শেষ হয়েছে। কিন্তু ওরা দড়ির কাছে পৌঁছার আগেই একটা ঘোড়া লাফিয়ে ওদের ডিঙিয়ে রিঙে ঢুকল। স্যাডলে বসা লোকটার হাতে একটা শটগান।

'দড়ির পাশ থেকে সরে যাও!' গলা একটুও না চড়িয়ে স্বাভাবিক স্বরেই বলল সে। কিন্তু ওর স্বরে কর্তৃত্বের সুর। কম্যান্ডার ম্যাক নেলি ফাসকা কথার মানুষ নয়। 'এখানে বাইরের কারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।'

খুনে গুণ্ডারা প্রথমে শটগান এবং পরে ঘোড়ার আরোহীকে দেখল।

'আমি কম্যান্ডার ম্যাক নেলি। তোমরা গোলমাল শুরু করার আগে একবার ভাল করে চারপাশটা দেখে নাও। যাদের দেখছ তারা টেক্সাস রেঞ্জার। আমরা এখানে যেন সৎ প্রতিযোগিতা হয় সেটা নিশ্চিত করব। রিঙের বাইরে কোন দাঙ্গা আমরা দেখতে চাই না।'

নিজের ঘোড়ার সাথে কথা বলল ম্যাক নেলি। ঘোড়াটা অনায়াসে দড়ি টপকে বেরিয়ে এল। 'শেরিফ ওয়েস্টন,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'তুমি তৈরি হলেই শুরু করতে পারো।'

ঘণ্টা বাজাবার নির্দেশ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে।

আবার শুরু হলো তুমুল লড়াই। ড্যানের মধ্যে কোন দুর্বলতা বা কাপুরুষতা খুঁজে পেল না স্যাম। কয়েক মিনিটের বিশ্রাম পেয়ে একেবারে ফ্রেশ হয়ে নিজের দাগে এসে দাঁড়াল ড্যান। অভিজ্ঞ পাকা পেশাদার ফাইটারের মতই ফিট ওর দেহ। ঝানু লড়িয়েই কেবল জানে নিজের সত্যিকার মান কি, এবং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিভাবে বেশি পরিশ্রম করিয়ে ক্লান্ত করে হারানো যায়।

অনেক ফাইট করার অভিজ্ঞতা স্যামের নেই বটে, তবে টিঙ্কারের ওকে অনেক প্র্যাকটিস দিয়েছে এবং অনেক কিছু শিখিয়েছে। এতক্ষণ ফাইট করার পর কৌশলগুলো ধীরে ধীরে ওর মনে পড়ছে।

একজন শক্তিশালী আর দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করছে স্যাম। ওর পেশীগুলো এখন ঢিলে হয়েছে, দেহও গরম আর তৈরি। সুষম ভাবে ঘুসি ছোঁড়ার একটা সুন্দর তাল খুঁজে পেয়েছে সে।

স্যামের মুখের উদ্দেশে একটা বামহাতি ঘুসি ছুঁড়ল ড্যান। মাথা নিচু করে ওটা কাটিয়ে ডান হাতে হার্টের নিচে ঘুসি বসাল স্যাম। তারপর ওর ডান হাতের ঘুসির নিচে ঢুকে বাম হাত প্রচণ্ড ভাবে ঠুকে দিল গাঁজরের ওপর। এবারে ড্যানের বাম হাতের ওপর দিয়ে হুক করল ওর মাথায়।

স্যামের ডান হাতের হুকের পিছনে সে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। কেঁপে উঠল ড্যান। দুহাতে আরও দুটো মোক্ষম ঘুসি ছুঁড়ল ওর মাথা লক্ষ্য করে। পুরো এক মিনিট দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে ঘুসি ছুঁড়ল। কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ঘুসির আঘাতে স্যামের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। মুখে কাটা ঠোঁট থেকে রক্তের স্বাদ। ওর পরবর্তী ঘুসিটা আসতে দেখে বাড়ি দিয়ে ওটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে বাম হাতের ফাঁক গলে স্যামের ঘুসিটা

ওর থুতনির ওপর জমে বসল। পিছিয়ে গিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে ড্যান। সে ভাল ফাইটার বটে, কিন্তু খেলার পরিকল্পনায় ওর কিছু ক্রুটি রয়েছে। ড্যানের ঘুসিগুলো কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে দুহাতে দুটো ঘুসি মারল স্যাম।

রিঙের বাইরে অনেক চিৎকার উঠেছে, কেউ উৎসাহ দিতে চিৎকার করছে, আবার কেউ কেউ রাগে চেঁচাচ্ছে। সবাই উত্তেজিত, এমন একটা ফাইটের চেয়ে নাটকীয় আর কি হতে পারে?

বাম হাতে স্যামকে আঘাত করল ড্যান, কিন্তু ওর মারে সেই আগের জোর আর নেই। স্যাম বাম হাতে একটা হালকা ঘুসি মারার চেষ্টা করল। ও যা চেয়েছিল সেটাই হলো সেও বাম হাত চালাল। কিন্তু এবার স্যামের ডান হাত সে এগোনোর মাঝেই ওর নাগাল পেল। স্যামের মুঠি ওর চিবুকে বিরাশি সিক্কা একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ল।

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্যাম। এই লোকটারই বাপ-মা স্যামের টাকা মেরেছে। ওর শিক্ষার জন্যে যে টাকা তার বাবা রেখে গেছিল, সেটা আত্মসাৎ করে ওরা বড়লোক হয়েছে। শিক্ষিত হতে চেয়েছিল স্যাম, কিন্তু ওদের জন্যেই সেটা সম্ভব হয়নি। তবু হঠাৎ সে অনুভব করল ওর প্রতি এখন আর কোন রাগ নেই তার। মুষ্টিযুদ্ধে ওসব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে।

নিচু হয়ে ওকে তুলে নিয়ে নিজের কোনায় পৌছে দিল স্যাম। নিজের গ্লাভস পরা হাত ওর দিকে এগিয়ে দিল সে। 'ভাল ফাইট দিয়েছ তুমি, ড্যান। তুমি সত্যিই শক্ত ফাইটার।'

চোখ মিটমিট করে স্যামের দিকে তাকিয়ে সেও তার হাত বাড়িয়ে দিল। দুজনেই বোকার মত দুজনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমাকে যে মারতে চেয়েছিল সে পালিয়েছে,' বলল টিঙ্কার।

'না, সে পালায়নি।'

ধুলোময় রাস্তা ধরে স্যাম আর টিঙ্কার এগোল। ডক ক্যালাহান ওদের পিছনে। শেরিফ ওয়েস্টন আর কম্যান্ডার ম্যাক নেলিও ওদের পিছন পিছন আসছে।

হিগিনসের ঘোড়ার গাড়িটা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। ওরা পথ আটকে দাঁড়ানোয় গাড়িটা থামতে বাধ্য হলো।

স্যালিও ওখানে রয়েছে ওর বাবার পাশে। ওরা একাই রয়েছে। স্যামের মনে হলো ওরা যেন চিরকাল একাই কাটিয়েছে।

হিগিনসের মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না। কিন্তু ওর চেহারা সব সময়েই নির্বিকার থাকে। ঠাণ্ডা চোখে স্যামকে যাচাই করছে সে।

'তুমি তোমার সম্বন্ধীকে গুলি করে হত্যা করেছ। এবং তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা করে হেরেরাকে জানিয়েছ আমরা কেন মেক্সিকোয় ঢুকেছি। কিন্তু কেন?'

'তুমি কি বলছ তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজের সম্বন্ধীকে আমি কিভাবে গুলি করতে পারি?'

'আমি নিজের চোখে তোমাকে গুলি করতে দেখেছি। জাপাতাও দেখেছিল। সেই কারণেই সে আজ মৃত। তুমি আজকে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' বলল স্যালি, 'তুমি আমার বাবার সম্পর্কে এমন মিথ্যে আপবাদ দিচ্ছ।'

সত্যি কথা বলতে কি, লোকটার জন্যে স্যামের একটু অনুকম্পাই হলো। লোকটা সামান্য মানুষ। জীবনে কিছুই করতে পারেনি।

কিন্তু ফাইটে জেতার পরে এতটা বদান্য হওয়া হয়তো ওর

ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু নিজে শক্ত হলেও স্যামের মনটা খুব নরম। হিগিনস ছিল জনেথনের কর্মচারী, কখনও তার ভাল রোজগার হয়নি। কিন্তু জনেথন খারাপ কাজ করেও অনেক টাকা রোজগার করেছে। এই অবস্থায় মানুষের মরিয়া হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

সে নিজে এমন মানুষ যে কঠিন অবস্থায় পড়লে একজনকে মাটিতে ফেলে লাথি মেরে ওর সব দাঁত ফেলে দিতেও দ্বিধা করবে না।

'ওই সম্পত্তি জিন আর তোমার স্ত্রীর। যদি উইলে অন্য কিছু লেখা না থাকে...এই সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই।

'কোন দাবিই নেই!' বাধা দিয়ে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে চলল স্যাম। 'তুমি খুনের মাধ্যমে এটা হাতাবার চেষ্টা করেছ। আমি এখানেও বলছি এবং কোর্টেও শপথ নিয়ে একই কথা বলব। তুমি জিন আর তোমার স্ত্রীর নামে সব লিখে দাও।'

'আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে,' বলল সে।

'লিখে দাও, নইলে আমি তোমাকে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করারব।'

এই ধরনের লোক কখনও নিজের কাজে অনুতপ্ত হয় না। এবং কখনও স্বীকার করে না এটা তারই দোষ। সবসময়েই এটা 'ব্যাডলাক' বা অন্য কোন কারণ। ক্রিমিন্যালরা নিজেদের বিফলতা স্বীকার করে না। পরাজয়টাই কেবল ওরা চাপে পড়লে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ফিলিপ ওর পাশে দাঁড়িয়েই সব শুনছিল, কিন্তু স্যাম ওকে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু ক্ষতিকর মানুষ হিসেবেই দাঁড়িয়েছে সে।

'তুমি মনে রেখো হিগিনস আমি কি বললাম। এটার যেখানেই নিষ্পত্তি হোক স্যান অ্যানটোনিও বা অস্টিন। আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।'

বাসায় ফিরে স্যাম দেখল বাড়ির সামনে ওর বাবা উপস্থিত, তার পাশে জিন। ম্যাক্স বলল, 'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ মার খেয়েছ।'

'সে আমাকে হারাতে পারেনি, পা, আমিই জিতেছি।'

'ওর বাবা আমার মোকাবিলা করার সাহস পায়নি, সব টাকাই সে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

বাবার সাথে সে যখন কেবিনে ফিরল তখন জিনের একটা ভিন্ন রূপ দেখল স্যাম। সে ওর জন্যেই এত বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। স্যামকে সে ভোলেনি।

'তোমার সোনার ভাগ জিনের কাছেই জমা রেখেছি আমি। জনেথনের ভাগটাও আমি ওকে দিয়েছি। এই তিন বছরেই বুঝেছি অত্যন্ত সংসারী মেয়ে জিন। আমার মনে হয় তুমি ওকে নিয়ে সুখী হবে।'

'সম্ভবত হব, কিন্তু এখনও আমার কিছু শত্রু বাইরে রয়ে গেছে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল স্যাম। ওই সময়ে ওর মামারা ওখানে হাজির হলো।

'তুমি সরে যাও জিন,' বলল ম্যাক্স, 'ঝামেলা আসছে।'

স্যাম ঘুরে দাঁড়াল। ম্যাক্সের পাশাপাশি, অল্প দূরেই ওর অবস্থান। দূরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে টিঙ্কার।

স্যাম আর ম্যাক্সের মুখোমুখি ঘোড়া থামাল তিন ল্যাংফোর্ড। জেরি, টেরি আর হ্যারি।

ম্যাক্সই প্রথম কথা বলল। 'তুমি চার্লসটন থেকে অনেকদূর বিপথে চলে এসেছ, জেরি...অনেকদূর।'

'তোমার জন্যেই আমরা এসেছি, ম্যাক্স।'

'বেশির ভাগ সোনা এখনও ওখানেই আছে...যদি তোমরা তা

আনতে পারো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ম্যাক্স। 'আমাদের অংশ আমরা নিয়ে এসেছি।'

'এখন আর ব্যাপারটা কেবল সোনার জন্যে নয়,' জেরি বলল, 'সাথে আরও কিছু রয়েছে।'

'ধরে নিলাম আছে,' ম্যাক্সের গলার স্বর এখনও ঠাণ্ডা। 'তোমরা তোমাদের বোনের পিছনে লেগে ওর মরণ ঘটিয়েছ। আমার ছেলেকেও দাবড়েছ।'

'এখন আমরা তাকে পেয়েছি,' জবাব দিল জেরি। 'তোমাকেও।'

ম্যাক্সের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এটা চাইছে না। কথায় বুঝিয়ে ওদের নিরস্ত করতে চাইছে। কিন্তু ওরা মানছে না। অদ্ভুত মানুষ ওরা। আক্রোশ কাকে বলে তা ওরা জানে।

'আমি যখন একা ছিলাম তখন চেষ্টা করলে না,' বলল ম্যাক্স। 'এখন আমরা দুজন।'

'না, তিনজন,' বলে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল টিঙ্কার।

'তখনকার দিন আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। পিস্তলের জোরে কিভাবে বাঁচতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।'

সোজা স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে টেরি। ম্যাক্স বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন কোন কথাই শুনবে না তখন ড্র করো!'

কোমরে গোঁজা নেভি পিস্তলটা বের করে কালেন বেকারের শেখানো পদ্ধতিতে কোমরের কাছ থেকেই গুলি করল স্যাম। টেরির বেল্টের একটু উপরে ওর শার্ট থেকে ধুলো উড়তে দেখল সে। পরক্ষণেই আবার গুলি করল। এবার গুলিটা ওর বুক-পকেটে লাগল। অদ্ভুত একটা নাচের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে স্যাডল থেকে খসে পড়ার আগেই এক পা এগিয়ে আবার গুলি

করল স্যাম। এবার গুলিটা ওর কালার-বোনে লেগে দিক পালটে ওর গলার একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার ওপর গুলির আওয়াজ অত্যন্ত জোরাল শোনাল। এবং তারপরে স্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসে বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ। এদিকে তিনজনই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে কেবল হ্যারি এখনও জীবিত আছে। বুকের গভীরে ঢোকা টিঙ্কারের ছুরিটা টেনে বের করার চেষ্টা করছে।

'তোমার একটা ছুরি পাওয়ার ওটাই যদি একমাত্র উপায় হয়,' মন্তব্য করল স্যাম, 'তাহলে ওটা পাওয়ার জন্যে পাগল না হয়ে আমি বরং আজীবন অপেক্ষা করব।'

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল টিঙ্কার। বাঁটের ওপর কাজ করা একটা ছুরি বের করে স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'এটা তোমার বিয়ের উপহার।'

স্যাম জেতার ফলে এখন সে বড়লোক। তবে টাকাটা ঘরে আনাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু একশো লোকের মোকাবিলা করার জন্যে ওই রেঞ্জাররাই যথেষ্ট। তবু স্যাম হোটেলে পৌঁছুল এটা নিশ্চিত করার জন্যে।

ওরা সিন্দুকটা ছিনতাই করার জন্যে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে রেঞ্জাররা। স্যামও ওদের পাশে দাঁড়াল। হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলো। বেকারের শেখানো এবং অনেক প্র্যাকটিস করা পদ্ধতিতে ওদের তিনজনকে ঘায়েল করল স্যাম। ম্যাক নেলিও বসে নেই–ফিলিপ সহ আরও তিনজনকে শেষ করল সে। হঠাৎ করেই লড়াই থেমে গেল।

ম্যাক নেলির কাছে এগিয়ে ওকে বিয়েতে বেস্টম্যান হওয়ার অনুরোধ জানাল স্যাম। বলল, 'আমার বিয়েতে দুজন বেস্টম্যান

হবে। কিন্তু আঙটিটা থাকবে টিঙ্কারের কাছে।'

পরদিন সকালে হোটেলের কামরায় করাঘাতের শব্দে স্যামের ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওর প্রেয়সী। গত রাতেই সে ডককে ওর জিতের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে সে হোটেলে এসে উঠেছে। মিউলটা সে ম্যানুয়েলকে দান করেছে। কারণ ছেলেটা ওকে দারুণ ভালবাসে।

'আমি তোমার জন্যে তিন বছর অপেক্ষা করেছি। আর কত?' প্রশ্ন করল জিন।

'না, আর নয়, আগামীকালই আমরা বিয়ে করব। টিঙ্কার আর ম্যাকনেলি দুজনেই হবে আমাদের সেকেন্ড ম্যান। তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি।'

'ঠিক আছে, বিয়ের পর আরও নিবিড় ভাবে কথা হবে।' স্যামের বুকের সাথে সেঁটে গেল জিন। স্যামের আর সহ্য হচ্ছে না—কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এখন সে আর হোয়ানিতার দায়িত্বে নেই। সে স্প্যানিশ লোকালয়ে নিজের জন্যে একটা জায়গা করে নিয়েছে। স্যাম এবং ডকও ওকে অনেক টাকা দিয়েছে।

পরদিনই স্যামের বিয়ে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা ওই ছোট্ট কেবিনেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

***

# আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

**তন্ময় বড়ুয়া (পাপ্পু)**

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

আমি দশম শ্রেণী থেকে সেবার একজন নিয়মিত পাঠক। এখন আমি বি. কম পরীক্ষার্থী। আপনাদের প্রকাশিত ওয়েস্টার্নের নতুন বইগুলো প্রায় সব পড়া হয়েছে। কিন্তু পুরাতন বইগুলো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনাদের স্টকে কি কাজি মাহবুব হোসেনের রক্তাক্ত খামার, বাঁধন, রাইডার, ভাগ্যচক্র—এই বইগুলো আছে? থাকলে ডাকযোগে বইগুলো পেতে কত টাকা পাঠাতে হবে? না থাকলে বইগুলো রিপ্রিন্ট করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

* শুধু ভাগ্যচক্র ১ ও ২ আছে ওয়েস্টার্ন ভলিউম ২-এ অন্যান্য আরও তিনটি বই—ডেথ সিটি, আবার এরফান ও বুনো পশ্চিম-এর সঙ্গে। ভলিউমটি ডাকের মাধ্যমে পেতে হলে ৳ ৯২/- মানি অর্ডার করে পাঠান।...অনেকে আগ্রহী হলে রিপ্রিন্ট তো করাই যায়।...আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

**এস. এ. খান ও এম. এফ. আহমেদ**

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। সেবা বইয়ের আলোচনা বিভাগ কোন সময়ই বন্ধ করবেন না। এটা আপনার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম।

* ঠিক আছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

**মোস্তফা কামাল**

কোনাবাড়ীয়া, সাঁথিয়া, পাবনা।

'জন্মভূমি' পড়লাম, মোটামুটি ভাল লেগেছে। আর নতুন ওয়েস্টার্ন 'দুর্জয় পশ্চিম' খুবই ভাল লেগেছে। লেখককে শুভেচ্ছা।

আচ্ছা, রিজ, ক্রীক, ব্রিডল, ক্লিফ কি?

ওয়েস্টার্ন ভলিউমগুলো কি স্টকে নেই?

কুয়াশাকে কি আর পাব না?

কাজি মাহবুব হোসেন আপনার কে হন?

* লেখককে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম।...যে-কোনও ইংরেজি ডিকশনারি দেখলেই পেয়ে যাবেন।...প্রথমটি ছাড়া আর সবগুলোই আছে। লাগবে? ...কুয়াশা আসছে আবার শীঘ্রি। লেখক এবার শেখ আবদুল হাকিম।...ছোট ভাই।

**রাইয়ান মাহমুদ মুন**

মোহম্মদপুর, ঢাকা।

একসাথে তিনটি বই পড়লাম। 'অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক', 'দুর্জয় পশ্চিম' ও 'জন্মভূমি'। প্রথম দুটি খুবই ভাল লেগেছে, বিশেষ করে দুর্জয় পশ্চিমের তো কোনও তুলনাই হয় না। সুখপাঠ্য বই উপহার দেয়ার জন্য কাজী মায়মুর হোসেনকে ধন্যবাদ।

তবে 'জন্মভূমি' বইটিতে রানাকে বাংলাদেশের পটভূমিতে এনেও তেমন উত্তেজনাকর কাহিনী কাজীদা বানাতে পারেননি। বিশেষ করে এই বইয়ে কাজীদার পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও ধরা পড়েছে। বইয়ে বলা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথা। আপনি বলছেন খায়রুল কবিরের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান বোমা বানিয়েছে। হতে পারে পাকিস্তান আমাদের শত্রুদেশ, তাই বলে পাকিস্তানের বোমা বানাতে কারও সাহায্য লাগবে কেন? ভারত যদি নিজেরা বানাতে পারে, তবে তো পাকিস্তানেরও পারা উচিত, তাই না?

* আপনার ঠিক কোন্খানটায় ব্যথা লাগছে আমি বুঝতে পারলাম না। আপনার ধারণা, ভারত যা যা পারে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবই পাকিস্তানও পারবে? এমন অবাস্তব ধারণা আপনার হলো কি করে? আর যদি পারেও,

আমাদের কোনও লাভ আছে?...আপনার ধন্যবাদ পৌছে দিলাম।...চিঠির জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

**গাজী জাহাঙ্গীর আলম**
'আলী বিপণী', জেল রোড, দিনাজপুর।

কাজীদা, চিনতে পারছেন? আশির দশকে দুর্দান্ত দাপটে আপনার সেবা প্রকাশনীর বই বিক্রয় করতাম, পড়তাম আর প্রিয়জনকে উপহার হিসেবে পাঠাতাম। বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা অন্যান্য উৎসবের দিনগুলোতে একসময় সেবাই ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু ইদানীং প্রজাপতি আসায় অবলম্বন হিসেবে সেবা আরও একধাপ এগিয়ে। কৈশোর, যৌবন ছাড়িয়ে এসে এখন মাঝবয়সী হওয়া সত্ত্বেও সেবার বইয়ের নেশাটা ছাড়তে পারিনি। মাঝে কর্মজীবন নির্বাহের জন্য প্রায় অর্ধ দশক ঢাকায় কাটিয়ে পুনরায় ফিরে এলাম পূর্বের পৈত্রিক নিবাস আর ব্যবসায়ে। ওয়েস্টার্ন, রানা এসব বই এখনও আমার অবসরের সঙ্গী। মাহবুব ভাইয়ের 'ক্ষিপ্তঘাতক' আর আপনার 'মরণ যাত্রা' এইমাত্র শেষ করলাম। মাসুদ রানায় আগের সেই মজা নেই। মাহবুব ভাইকে ধন্যবাদ, কিন্তু বইটি খুব সংক্ষিপ্ত মনে হলো।

* সেবার সঙ্গে আপনার কতটা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক, এবং কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে এখনও যে সেবা আপনার অবসরের প্রিয় সঙ্গী–এসব কথা জানতে পেরে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে, প্রকাশনার কাজে জীবনটা অপব্যয় করিনি, কাজের কাজই করেছি। এত দীর্ঘ দিন একজন পাঠকের বন্ধুত্ব লাভ করা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার।...মাহবুব ভাইকে আপনার ধন্যবাদ পৌছে দিলাম।...চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

**মোঃ আমিরুজ্জামান (মিল্টন)**
মালতিনগর, বগুড়া।

আমি সেবার পুরাতন এক পাঠক। বহু বই পড়েছি, এখনও পড়ছি। কিছু কিছু বই ভাল লেগেছে, আবার কিছু কিছু বই খারাপও লেগেছে।

ভাল লাগা বইগুলো হচ্ছে: রানা সিরিজের 'এসপিওনাজ', 'প্রতিশোধ', 'বিদায়, রানা', 'আই লাভ ইউ, ম্যান', 'অগ্নিপুরুষ', 'অপারেশন চিতা', 'মরণযাত্রা' ইত্যাদি।

ওয়েস্টার্ন সিরিজের 'ফয়সালা', 'জেলঘুঘু', 'বদলা', 'প্রতিরোধ' ইত্যাদি।

এইমাত্র রানার 'মরণযাত্রা' শেষ করলাম। এক কথায় চমৎকার। ইরাকী স্পাই দানুর চরিত্র খুবই ভাল লেগেছে। ও মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছি।

আর একটি কথা। রহস্যপত্রিকায় কবিতা, ছড়া, গল্প, তথ্য কণিকা ইত্যাদি পাঠানো যাবে কি?

* সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হবে তথ্য-কণিকা, তারপর গল্প, সবশেষে কবিতা। ছড়া এখন ছাপছি না।